

অন্ত্য-লীলা

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

দুর্গমে কৃষ্ণভাবাকৌ নিমগ্নোন্মগ্নচেতসা ।

। গৌরেণ হরিণা প্রেমমর্যাদা ভুবি দাশতা ॥ ১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

দুর্গমে ব্রহ্মাদীনামপি অগম্যে মর্যাদা সীমা । ইতি চক্রবর্তী । ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

অন্ত্যলীলার এই পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ-অবস্থার কয়েকটি ভাব বর্ণিত হইয়াছে ।

শ্লো। ১। **অন্বয়।** দুর্গমে (অপরের পক্ষে—দুর্কোষ) কৃষ্ণভাবাকৌ (কৃষ্ণপ্রেমসাগরে) নিমগ্নোন্মগ্নচেতসা (নিমগ্ন ও উন্মগ্ন চিত্ত) গৌরেণ (শ্রীগৌরহরিন্দ্রারা) ভুবি (পৃথিবীতে) প্রেমমর্যাদা (প্রেমের সীমা) দর্শিতা (প্রদর্শিত হইয়াছে) ।

অনুবাদ। (অপরের পক্ষে—এমন কি ব্রহ্মাদির পক্ষেও) দুর্কোষ কৃষ্ণপ্রেমসমুদ্রে নিমগ্নোন্মগ্নচিত্ত শ্রীগৌরহরি পৃথিবীতে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের সীমা দেখাইয়া গিয়াছেন । ১

দুর্গমে—দুর্কোষ। ষাঁহার শ্রীকৃষ্ণের কান্ত্যভাবের পরিকর, কেবলমাত্র তাঁহারাই—কৃষ্ণপ্রেমের যে বৈচিত্রীতে দিব্যোন্মাদ অভিব্যক্ত হয়, সেই বৈচিত্রীর মর্ম্ম অবগত আছেন ; অপরের পক্ষে—এমন কি ব্রহ্মাদির পক্ষেও তাহা হ্রস্বিগম্য ; কারণ, ব্রহ্মাদিতে ব্রজের ভাব নাই । এতাদৃশ হ্রস্বিগম্য যে কৃষ্ণপ্রেম, সেই **কৃষ্ণপ্রেমাকৌ—** কৃষ্ণপ্রেম-সমুদ্রে ; শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধিকাদি ব্রজসুন্দরীদিগের যে প্রেম, তাহার অত্যধিক গভীরতা ও বিস্তৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই তাহাকে সমুদ্রের তুল্য বলা হইয়াছে । এই অধ্যায়ে রাধাভাবে ভাবিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ বর্ণিত হইয়াছে, এই শ্লোকেও তাহারই সূচনা করা হইয়াছে ; কান্ত্যভাবোচিত প্রেমেই দিব্যোন্মাদ সম্ভব ; তাই এস্থলে কৃষ্ণ-প্রেম শব্দে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেমই লক্ষিত হইয়াছে । অকূল সমুদ্রে পতিত হইলে লোক যেমন তরঙ্গের-ঘাত-প্রতিঘাতে একবার ডুবিয়া যায়, আবার জলের উপরে ভাসিয়া উঠে, শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণপ্রেমসমুদ্রে নিমজ্জিত শ্রীশ্রীগৌরানন্দ-সুন্দরের চিত্তও তদ্রূপ যেন একবার ডুবিয়া পড়িতেছিল এবং একবার ভাসিয়া উঠিতেছিল । **নিমগ্নোন্মগ্নচেতসা—**নিমগ্ন ও উন্মগ্ন (ভাসমান) হয় চেতঃ (চিত্ত) ষাঁহার, তৎকর্তৃক । ভাবের হিল্লোলে প্রভুর চিত্ত একবার যেন ভাবসমুদ্রে ডুবিয়া পড়ে এবং একবার যেন তাহা হইতে ভাসিয়া উঠে ; যখন একেবারে ডুবিয়া পড়ে, তখন প্রভুর কিঙ্কিমাাত্রও বাহজ্ঞান থাকে না (তখন মনের কোনও ভাবই বাক্যাদির দ্বারা প্রকাশিত হইতে পারে না বলিয়া, মনকে বা মনের অবস্থাকে লোকে জানিতে পারে না—জলনিমগ্ন ব্যক্তিকে যেমন কেহ দেখিতে পায় না, তদ্রূপ ; তাই বাহজ্ঞানহীন অবস্থাকে চিত্তের নিমগ্নাবস্থা বলা যায়) ; আর যখন অর্ধবাহ অবস্থা হয়, তখন প্রলাপাদির সহযোগে মনের অবস্থা কিঞ্চিৎ প্রকাশিত হইয়া পড়ে, লোকে তখন তাহা জানিতে পারে—জলের উপরে ভাসমান লোককে যেমন লোকে দেখিতে পায়, তদ্রূপ ; তাই অর্ধবাহ অবস্থাকে চিত্তের উন্মগ্ন-অবস্থা বলা যায় । প্রেমসমুদ্রে প্রভু যখন এইরূপ উন্মগ্ন ও নিমগ্ন অবস্থায় ছিলেন, তখন তাঁহার এই অবস্থা দ্বারা ই তিনি **প্রেমমর্যাদা—** কৃষ্ণপ্রেমের সীমা, কৃষ্ণপ্রেমের চরমতম অভিব্যক্তি **ভুবি—**জগতে, জগতের জীবগণকে দেখাইয়া গিয়াছেন ।

জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অধীশ্বর ।

জয় নিত্যানন্দ পূর্ণানন্দকলেবর ॥ ১

জয়দ্বৈতাচার্য কৃষ্ণচৈতন্যপ্রিয়তম ।

জয়জয় শ্রীনিবাস-আদি ভক্তগণ ॥ ২

এইমত মহাপ্রভু রাত্রি দিবসে ।

আত্মস্ফূর্তি নাহি, রহে কৃষ্ণপ্রেমাবেশে ॥ ৩

কভু ভাবে মগ্ন, কভু অর্দ্ধবাহুস্ফূর্তি ।

কভু বাহুস্ফূর্তি,—তিন-রীতে প্রভুর স্থিতি ॥ ৪

স্নান-দর্শন-ভোজন দেহ-স্বভাবে হয় ।

কুমারের চাক যেন সতত ফিরয় ॥ ৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী চাঁকা ।

স্থূলমর্শ এই যে, দিব্যোন্মাদ বস্তুটী যে কিরূপ, তাহা জগতের জীব জানিত না ; কাহারও তাহা প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য বা সুযোগ হইয়াছিল না । রাধাভাবে আবিষ্ট মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ-লীলাকালে তাঁহার প্রলাপবাক্যাদি হইতে এবং তাঁহার শ্রীঅঙ্গে প্রকটিত লক্ষণাদি হইতে তাঁহার নীলাচল-পরিকরণ ইহার কিছু কিছু পরিচয় লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের কৃপায় জগতের অগাধ লোকও তাহা জানিতে পারিয়াছেন ।

এই শ্লোকে এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত লীলার আভাস দেওয়া হইল ।

“ভূবি”—স্থলে কোনও কোনও গ্রহে “ভূরি” পাঠান্তর দৃষ্ট হয় । ভূরি—প্রচুর পরিমাণ ।

১। অধীশ্বর—সর্বেশ্বর, স্বয়ং ভগবান্ । পূর্ণানন্দ-কলেবর—পূর্ণানন্দ-ঘনবিগ্রহ ; যাঁহার দেহ (কলেবর) আনন্দনির্মিত, কিন্তু প্রাকৃত অস্থিমাংসময় নহে ।

২। কৃষ্ণচৈতন্য-প্রিয়তম—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর পার্বদগণের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা প্রভুর প্রিয় ।

গ্রন্থকার কবিরাজ গোস্বামী এই পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রলাপ বর্ণনা করিতেছেন ; বর্ণনার শক্তিত্বের আশায় সর্বাগ্রে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভুর বন্দনা করিতেছেন—হুই পয়ারে ।

৩। এই মত—পূর্বে পরিচ্ছেদে প্রভুর যে অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, সেই অবস্থায় । আত্মস্ফূর্তি নাহি—বাহুস্ফূর্তি নাই ; প্রভু যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামক সন্ন্যাসী, অথবা তিনি যে শ্রীকৃষ্ণ, এই জ্ঞান প্রভুর ছিল না । রহে কৃষ্ণপ্রেমাবেশে—শ্রীরাধার ভাবে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমে আবিষ্ট হইয়াই প্রভু সর্বদা অবস্থান করেন ।

৪। কি কি অবস্থায় প্রভুর দিন অতিবাহিত হইত, তাহা বলিতেছেন ।

কভু ভাবে মগ্ন—কখনও কখনও প্রভু শ্রীরাধার ভাবে নিমগ্ন (সম্যকরূপে আবিষ্ট) থাকিতেন, তখন কিঞ্চিন্নাত্র বাহুজ্ঞানও থাকিত না । সম্পূর্ণ অন্তর্দশা ।

কভু অর্দ্ধবাহুস্ফূর্তি—কখনও বা প্রভু অর্দ্ধবাহুদশা প্রাপ্ত হইতেন । যে অবস্থায় নিবিড় ভাবও থাকে, অথচ চতুর্পার্শ্বস্থ লোকদিগের অস্তিত্বও অনুভব করিতে পারা যায়, কিন্তু তাহাদিগের বা নিজের স্বরূপের উপলব্ধি হয় না—সেই অবস্থাকে অর্দ্ধবাহু দশা বলে । প্রভুর সঙ্গীয় ভক্তবৃন্দের চেষ্টায় অন্তর্দশা ছুটিয়া বাহুদশা স্ফূর্তির পূর্বে প্রভুর অর্দ্ধবাহুদশা হইত । কভু বাহুস্ফূর্তি—কখনও কখনও সম্পূর্ণ বাহুজ্ঞান হইত । বাহুজ্ঞান হইলে নিজের স্বরূপের এবং পার্শ্ববর্তী সকলের স্বরূপেরই উপলব্ধি হইত । এই তিন-রীতে—অন্তর্দশা, অর্দ্ধবাহুদশা এবং বাহুদশায় ।

৫। উক্ত তিন দশার কখন কোন দশায় প্রভু থাকিতেন, তাহার কোনও নিয়ম ছিল না ; স্নান, ভোজন, কি জগন্নাথ-দর্শনে যাওয়ার সময়ও হয় তো অন্তর্দশা কি অর্দ্ধবাহু-দশা থাকিত ; তথাপি প্রভুর পার্বদগণের চেষ্টায় এবং দেহের স্বভাব বা পূর্বে সংস্কার বশতঃই প্রভু যেন যত্নের মত পরিচালিত হইয়াই স্নান-ভোজনাদি নিরীহ করিতেন ।

দর্শন—শ্রীজগন্নাথ দর্শন । দেহ-স্বভাব—পূর্বাভ্যাস বশতঃ, পূর্বে-সংস্কার বশতঃ । কুমার—কুন্তকার । চাক—চক্র ; বাহাতে ঘটাди প্রস্তুত হয় । সতত—সর্বদা । ফিরয়—ঘুরিতে থাকে । কুমারের চাক ইত্যাদি—কুমারের চাকা একবার ঘুরাইয়া দিলেই তারপর আপনা-আপনি ঘুরিতে থাকে, প্রত্যেক বার ঘুরাইবার প্রয়োজন হয় না ; প্রথমবার ঘুরাইবার পরে, ঘুরাটাই যেন চাকার সংস্কার হইয়া দাঁড়ায়, তাই চাকা নিজেই ঘুরিতে থাকে ।

একদিন করে প্রভু জগন্নাথ দর্শন ।

জগন্নাথে দেখে—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-নন্দন ॥ ৬

একিবারে স্ফুরে প্রভুর কৃষ্ণের পঞ্চগুণ ।

পঞ্চগুণ করে পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণ ॥ ৭

এক মন পঞ্চদিকে পঞ্চগুণে টানে ।

টানাটানি প্রভুর মন হৈল অগেয়ানে ॥ ৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা ।

লোকের সংস্কারও এইরূপ ; পুনঃ পুনঃ কোনও কাজ করিতে গেলেই একটা সংস্কার জন্মে । প্রত্যহ যে রাস্তা দিয়া আমরা আমাদের কার্য্যস্থলে যাই, কিছুকাল অভ্যাসের পরে, ঐ রাস্তা সম্বন্ধে আমাদের এমন একটা সংস্কার জন্মে যে, পথের প্রতি কোনওরূপ লক্ষ্য না থাকিলেও, সম্পূর্ণরূপে অগ্ৰমনক থাকিলেও অভ্যস্ত রাস্তায় উপস্থিত হওয়া মাত্রই আমাদের চরণদ্বয়ই যেন আমাদের গলায় টানিয়া কার্য্যস্থলে উপস্থিত করে ; প্রত্যহ এক পথে যাইতে যাইতে ঐ পথে চলিবার নিমিত্ত চরণের যেন একটা স্বভাব জন্মিয়া যায় । ইহাই চরণের সংস্কার । সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই অভ্যস্ত কার্য্য এইরূপ সংস্কার জন্মিয়া থাকে । আহার করিতে বসিলে, আমাদের হাত যেন আপনা-আপনিই আহাৰ্য্য গ্রহণ করিতে থাকে, মুখে আহাৰ্য্য তুলিয়া দিতে থাকে, মুখও যেন আপনা-আপনিই আহাৰ্য্য চর্ষণ করিয়া উদরে প্রবেশ করাইয়া দেয় ; সম্পূর্ণ অগ্ৰমনক ভাবেও আহার করা চলে । এই সমস্তই পূর্বসংস্কারের বা দেহ-স্বভাবের ফল । অন্তর্দর্শন বা অর্দ্ধবাহ্য দশায় প্রভুও এ জাতীয় সংস্কার-বশতঃই স্নান-ভোজনাদি সমাধা করিতেন ; কিন্তু প্রভু যে স্নান-ভোজনাদি করিতেছেন, এই জ্ঞান তখন তাঁহার থাকিত না ।

৬ । প্রভুর ভাবের সাধারণ বর্ণনা দিয়া এক্ষণে একদিনের ভাবের বিশেষ বিবরণ দিতেছেন ।

একদিন করে প্রভু ইত্যাদি—প্রভু একদিন শ্রীজগন্নাথ-দর্শনের নিমিত্ত শ্রীমন্দিরে গিয়াছেন, শ্রীজগন্নাথকে দর্শনও করিতেছেন বটে, কিন্তু শ্রীমূর্তির স্বরূপ দেখিতে পাইতেছেন না ; শ্রীমূর্তি-স্থানে বংশীবদন ব্রজেন্দ্র-নন্দনকেই দেখিতে পাইতেছেন । “শ্রীরাধারূপে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতেছেন”—এই ভাবে আবিষ্ট হইয়াই প্রভু বোধ হয় সেই দিন জগন্নাথ-দর্শনে গিয়াছিলেন ; দর্শনের সময়েও তাঁহার আবিষ্টাবস্থা ছিল ; তাই শ্রীজগন্নাথের শ্রীমূর্তিতেও তিনি শ্রামশূন্য বংশীবদনকে দেখিতে পাইয়াছেন । ইহা উদ্ভূত নামক দিব্যোন্মাদের লক্ষণ ।

৭ । একিবারে—একই সময়ে ; যুগপৎ । স্ফুরে প্রভুর—প্রভুর চিত্তে স্ফুরিত হয় । কৃষ্ণের পঞ্চগুণ—শ্রীকৃষ্ণের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচটি গুণ (একই সময়ে প্রভুর চিত্তে স্ফুরিত হইল) । পঞ্চগুণে—রূপ-রসাদি পাঁচটি গুণ । অথবা উক্ত পাঁচটি গুণরূপ রজ্জুদ্বারা । পঞ্চেন্দ্রিয় চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ ।

জগন্নাথের শ্রীমূর্তিতে প্রভু ব্রজেন্দ্র-নন্দনকেই দেখিলেন ; দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ আশ্বাদন করিবার নিমিত্ত একই সময়ে প্রভুর চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বকের লোভ জন্মিল । শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্য মাধুর্য্যময় রূপ দর্শনের নিমিত্ত প্রভুর চক্ষু, শ্রীকৃষ্ণের অধর-রস পান করিবার নিমিত্ত প্রভুর জিহ্বার, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-সৌরভ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত প্রভুর নাসিকার, শ্রীকৃষ্ণের কোটিচন্দ্র-সুশীতল অঙ্গ-স্পর্শের নিমিত্ত প্রভুর ত্বকের এবং শ্রীকৃষ্ণের মধুর শ্রীমুখবচনাদি শুনিবার নিমিত্ত প্রভুর কর্ণের লোভ জন্মিল । শ্রীকৃষ্ণের পাঁচটি গুণে প্রভুর পাঁচটি ইন্দ্রিয় এত প্রবল বেগে আকৃষ্ট হইতেছিল যে, মনে হইতেছিল যেন, পাঁচটি গুণই রজ্জুরূপে প্রভুর পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে বেগে আকর্ষণ করিতেছে । যাহাকে রজ্জুদ্বারা আকর্ষণ করা হয়, তাহার যেমন আর অন্যদিকে যাওয়ার শক্তি থাকে না, শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রসাদির আকর্ষণে প্রভুর চক্ষু-কর্ণাদিও তদ্রূপ অতঃ কোনও বিষয়ের অনুসন্ধান-গ্রহণে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছিল । প্রভুর সমস্ত চিত্তবৃত্তিই শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রসাদিতে কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল ।

৮ । একমন—প্রভুর একটা মন (চিত্ত) । পঞ্চদিকে—শ্রীকৃষ্ণের রূপের দিকে, অধর-রসের দিকে, অঙ্গ-গন্ধের দিকে, অঙ্গস্পর্শের দিকে এবং বচন-মাধুরীর দিকে । পঞ্চগুণে—শ্রীকৃষ্ণের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই

হেনকালে ঈশ্বরের উপলভোগ সরিলা ।
ভক্তগণ মহাপ্রভুকে ঘরে লঞা আইলা ॥ ৯
স্বরূপ রামানন্দ এই দুইজনে লঞা ।
বিলাপ করেন ছুঁহার কণ্ঠেতে ধরিয়া ॥ ১০

কৃষ্ণের বিয়োগে রাধার উৎকণ্ঠিত মন ।
বিশাখাকে কহে আপন উৎকণ্ঠা-কারণ ॥ ১১
সেই শ্লোক পঢ়ি আপনে করে মনস্তাপ ।
শ্লোকের অর্থ শুনায় দৌহাকে করিয়া বিলাপ ॥ ১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টকা ।

পাঁচটি গুণ, পাঁচটি রজ্জুরূপে । **অগেয়ানে**—অজ্ঞান, বিচার-শক্তিহীন । কিংকর্তব্যবিমূঢ় । বিচার-শক্তি-হীনতাই চিত্তের অজ্ঞানতা ।

একটি প্রাণিকে যদি পাঁচজনে পাঁচটি রজ্জু দ্বারা পাঁচদিকে প্রবল বেগে আকর্ষণ করিতে থাকে, তাহা হইলে যেমন পাঁচজনের আকর্ষণে প্রাণিটির চৈতন্য লোপ পায়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রসাদি পাঁচটি গুণের প্রবল আকর্ষণে প্রভুর চিত্তও যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল ; মনের বিচারশক্তি লোপ পাইল ; শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রসাদির প্রত্যেকটি আশ্বাদন করিবার নিমিত্তই সমভাবে বলবতী বাসনা প্রভুর চিত্তে বর্তমান ; সুতরাং কোনটিকে আশ্বাদন করিবেন, তাহা কিছুই প্রভু স্থির করিতে পারিতেছেন না, কোনটিকে ছাড়িবার ইচ্ছাও হয় না ; তাই প্রভুর চিত্ত যেন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল ।

৯ । **হেন কালে**—যে সময় প্রভুর চিত্তের উক্তরূপ অবস্থা, সেই সময় । **ঈশ্বরের**—শ্রীজগন্নাথের । **উপলভোগ সরিলা**—জগন্নাথের উপলভোগ শেষ হইল ।

১০ । **ছুঁহার**—স্বরূপের ও রামানন্দের । **কণ্ঠেতে ধরিয়া**—গলা জড়াইয়া ধরিয়া ; অত্যন্ত দরদী-মর্ম্মী লোকের মত ।

১১ । মধ্যাহ্ন-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ গোচারণার্থ বাহির হইয়া গিয়াছেন ; শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের নিমিত্ত, শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রসাদি আশ্বাদনের নিমিত্ত বলবতী উৎকণ্ঠার সহিত, গৃহ হইতে বহির্গত হইবার সুযোগের অপেক্ষায় শ্রীরাধা গৃহে বসিয়া আছেন । চিত্তের উৎকণ্ঠা তাঁহার মুখে আপন ছায়া বিস্তার করিয়াছে ; তাহা দেখিয়া প্রাণ-প্রিয়াসখী বিশাখা শ্রীরাধার সহিত সহানুভূতি প্রকাশার্থ নিকটবর্তিনী হইলে, শ্রীরাধা তাঁহার নিকটে যে ভাবে স্বীয় উৎকণ্ঠার কারণ বিবৃত করিয়াছেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুও শ্রীরাধার ভাবে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে অধীর হইয়া, রামানন্দ এবং স্বরূপ-দামোদরের গলা জড়াইয়া ধরিয়া ঠিক-সেই ভাবে নিজের উৎকণ্ঠার হেতু প্রকাশ করিলেন । রামানন্দ-রায় ব্রজের বিশাখাসখী এবং স্বরূপ দামোদর ব্রজের ললিতাসখী ।

১২ । **সেই শ্লোক**—যে শ্লোকে শ্রীরাধা বিশাখার নিকটে নিজের উৎকণ্ঠার কারণ বলিয়াছেন, সেই শ্লোক ; পরবর্তী “সৌন্দর্য্যামৃত” ইত্যাদি শ্লোক ।

প্রভু প্রথমে এই “সৌন্দর্য্যামৃত” শ্লোকটি উচ্চারণ করিয়া নিজের মনোদুঃখ জ্ঞাপন করিলেন ; তাহার পরে, বিলাপ করিতে করিতে স্বরূপ-দামোদর ও রায় রামানন্দকে ঐ শ্লোকের অর্থ করিয়া শুনাইলেন । প্রভু যে ভাবে অর্থ করিয়াছেন, পরবর্তী ত্রিপদী-সমূহে তাহা বিবৃত হইয়াছে ।

এই “সৌন্দর্য্যামৃত” ইত্যাদি শ্লোকটি আমরা শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত গ্রন্থে দেখিতে পাই । শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত গ্রন্থখানি প্রভুর অপ্রকটের অনেক পরে শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামী রচনা করিয়াছেন । অথচ এই পয়ারে জানা যায়, প্রভুই এই শ্লোকটি উচ্চারণ করিলেন । ইহাতে বুঝা যায়, এই শ্লোকটি ভাবের আবেগে প্রভুর নিজের মুখেই স্মৃতি হইয়াছিল ; দাস-গোস্বামীর নিকটে শুনিয়া, অথবা স্বরূপ-দামোদরাদির কড়চায় ইহা লিখিত আছে দেখিয়া কবিরাজ-গোস্বামী তাঁহার গোবিন্দ-লীলামৃতে ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন ।

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে (৮৩)

সৌন্দর্য্যামৃতসিদ্ধুভঙ্গললনাচিত্তাদ্রিসংপ্লাবকঃ

কর্ণানন্দিসনম্মরম্যবচনঃ কোটীন্দুশীতাজকঃ ।

সৌরভ্যামৃতসংপ্লাবাত্তজগৎপীযুষরম্যাদরঃ

শ্রীগোপেন্দ্রসুতঃ স কৰ্বতি বলাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়াণ্যালি মে ॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

ইন্দ্রিয়ৈরিতি ষড়্ভুজং তদেব ব্যক্তমাহ । হে আলি ! মে পঞ্চেন্দ্রিয়াণি স কৃষ্ণ আকর্ষতি । কীদৃশঃ ? সৌন্দর্য্যরূপামৃতসমুদ্রস্ত তরঙ্গৈঃ স্ত্রীণাং চিত্তপর্কতানাং সংপ্লাবকঃ ইত্যেনে নৈত্রেন্দ্রিয়ম্ । কর্ণমানন্দয়িতুং শীলং যন্ত তাদৃশনম্মসহিতং বচনং যন্তেতি কর্ণম্ । কোটীন্দুশীতাজকঃ ইতি স্পর্শেন্দ্রিয়ম্ । সৌরভ্যেত্যাদিনা দ্রাণম্ । পীযুষেত্যাদিনা রসনাম্ । ইতি সদানন্দবিধায়িনী । ২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

শ্লো। ২। অর্থঃ । অর্থ সহজ ।

অনুবাদ । হে সখি ! যিনি সৌন্দর্য্যরূপ অমৃত-সমুদ্রের তরঙ্গদ্বারা ললনাগণের চিত্তরূপ পর্কতকে সংপ্লাবিত করেন, ষাঁহার রম্যবচন পরিহাসময় এবং কর্ণসুখদ, ষাঁহার অঙ্গ কোটিচন্দ্র হইতেও স্নশীতল, যিনি স্বীয় সৌরভ্যামৃতদ্বারা সমস্ত জগৎকে সংপ্লাবিত করেন, এবং ষাঁহার অধর অমৃত হইতেও রমণীয়, সেই গোপেন্দ্র-নন্দন বলপূর্বক আমার (শ্রীরাধার) পঞ্চেন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করিতেছেন । ২

পূর্ববর্তী ১১।১২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

সৌন্দর্য্যামৃতসিদ্ধুভঙ্গ-ললনাচিত্তাদ্রিসংপ্লাবকঃ—সৌন্দর্য্যরূপ অমৃতের যে সিদ্ধু (সমুদ্র), তাহার ভঙ্গ (বা তরঙ্গ) দ্বারা ললনাগণের চিত্তরূপ অঙ্গির (পর্কতের) সংপ্লাবক যে শ্রীগোপেন্দ্রসুত, তিনি । শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য অত্যন্ত মনোরম—অত্যন্ত মধুর, চিত্তাকর্ষক—বলিয়া তাহাকে অমৃত বলা হইয়াছে এবং সেই সৌন্দর্য্য পরিমাণেও অত্যন্ত অধিক—অসমোক্ত, অপরিমীম—বলিয়া তাহাকে সমুদ্রতুল্য বলা হইয়াছে । পর্কত যেমন অচল অটল, সর্বদাই স্বীয় মন্তক সমুন্নত করিয়া দণ্ডায়মান থাকে, সতীশিরোমণি ব্রজললনাগণের চিত্তও তদ্রূপ অচল, অটল—সতীস্বর্গোরবে সর্বদাই সমুন্নত, তাই তাঁহাদের চিত্তকে অঙ্গির (পর্কতের) সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে । সমুদ্রের তরঙ্গ তীরস্থিত পর্কতের পাদদেশ ধৌত করিয়া দিতে পারে সত্য, কিন্তু কখনও তাহার চূড়াকে স্পর্শ করিতে পারে না, তাহাকে সংপ্লাবিত (সম্যকরূপে প্লাবিত) করা তো দূরের কথা । কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্যরূপ অমৃত-সমুদ্রের তরঙ্গের এমনই এক অদ্ভুত শক্তি যে, তাহা ব্রজললনাদিগের চিত্তরূপ সমুচ্চ পর্কতকেও সম্যকরূপে প্লাবিত করিয়া থাকে । অথবা, সমুদ্রগর্ভে দণ্ডায়মান কোনও পর্কতের শীর্ষস্থান পর্যন্তও যেমন উত্তাল-তরঙ্গাঘাতে সম্যকরূপে প্লাবিত হইয়া যায়, তখন তাহার অতি ক্ষুদ্র—এমন কি গোপনতম অংশও—যেমন সমুদ্র-জল দ্বারা পরিষিক্ত হইয়া পড়ে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্যরূপ অমৃতসিদ্ধুর তরঙ্গও ব্রজললনাদের চিত্তরূপ পর্কতের অতি ক্ষুদ্র গোপনতম অংশকেও পরিষিক্ত করিয়া ফেলে । তাঁহাদের চিত্তের সর্বত্রই শ্রীকৃষ্ণরূপের ছাপ লাগিয়া আছে, শ্রীকৃষ্ণরূপ ব্যতীত অত্র কিছুই তাঁহাদের চিত্তে স্থান পায় না ।

কর্ণানন্দিসনম্মরম্যবচনঃ—কর্ণের আনন্দদায়ক এবং নম্মের সহিত বর্তমান বা পরিহাসময় রমণীয় বচন ষাঁহার, সেই শ্রীগোপেন্দ্রসুত । শ্রীকৃষ্ণের বাক্য নম্ম-পরিহাসময়, কর্ণরসায়ন এবং তাই অত্যন্ত রমণীয় ও চিত্তাকর্ষক । তাই তাঁহার মুখনিঃসৃত বাক্য গুনিবার নিমিত্ত ব্রজসুন্দরীগণ উৎকর্ষা হইয়া থাকেন ।

কোটিন্দুশীতাজকঃ—কোটি চন্দ্র হইতেও স্নশীতল (স্নজ্জিহ্ব) অঙ্গ ষাঁহার, সেই শ্রীগোপেন্দ্রসুত । সৌরভ্যামৃত-সংপ্লাবাত্তজগৎ—সৌরভ্যরূপ (গাত্রের স্নগন্ধরূপ) যে অমৃত, তাহার যে সংপ্লব (বত্ম), তাহা হইল সৌরভ্যামৃত-সংপ্লব ; ষাঁহার সৌরভ্যামৃতসংপ্লবদ্বারা আবৃত (আচ্ছাদিত বা সংপ্লাবিত) হইয়াছে সমস্ত জগৎ, সেই শ্রীগোপেন্দ্রসুত ।

যথারাগঃ—

চটি পঞ্চ পাঁচদিগে ধায় ॥ ১৩

কৃষ্ণ-রূপ-শব্দ-স্পর্শ,— সৌরভ্য অধররস,
যার মাধুর্য্য কহন না যায় ।
দেখি লোভি পঞ্চজন, এক অশ্ব মোর মন,

সখি হে ! শুন মোর দুঃখের কারণ ।
মোর পঞ্চেন্দ্রিয়গণ, মহা লম্পট দস্যুপণ
সভে করে হরে পরধন ॥ প্র ॥ ১৪

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ অমৃত অপেক্ষাও মধুর ও চিত্তাকর্ষক ; তাহাই জগৎকে যেন সম্যকরূপে প্রাবিত করিয়া রাখিয়াছে—
এতই তাহার শক্তি । **পীযুষরম্যাদরঃ**—পীযুষ (অমৃত) হইতেও রম্য (রমণীয়—মধুর, চিত্তাকর্ষক) তাহার অধর,
সেই শ্রীগোপেন্দ্রমুত । শ্রীকৃষ্ণের অধর অর্থাৎ অধর-সুখা অমৃত অপেক্ষাও মধুর । এইরূপ অপূর্ব্ব শক্তিসম্পন্ন
সৌন্দর্য্যাদিময় যে শ্রীকৃষ্ণ, তিনি বলাৎ—বলপূর্ব্বক, শ্রীরাধার পঞ্চ-ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করিতেছেন । শ্রীকৃষ্ণের
সৌন্দর্য্যাদি শ্রীরাধার নয়নাদি ইন্দ্রিয়বর্গকে এতই প্রবলভাবে আকর্ষণ করিতেছে যে, শ্রীরাধা শতচেষ্টা করিয়াও যেন
আর তাহার ইন্দ্রিয়বর্গকে নিজের আয়ত্তাধীন রাখিতে পারিতেছেন না ।

পরবর্তী ত্রিপদী-সমূহে এই শ্লোকের বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে ।

১৩। শ্রীমন্মহাপ্রভু “সৌন্দর্য্যামৃত” ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ করিতেছেন । “কৃষ্ণরূপ” হইতে “মোর দেহে না
রহে জীবন” পর্য্যন্ত ১৩-১৬ ত্রিপদীতে শ্লোকের “শ্রীগোপেন্দ্রমুতঃ” ইত্যাদি অংশের অর্থ ।

কৃষ্ণরূপ-শব্দ-স্পর্শ-সৌরভ্য অধররস—শ্রীকৃষ্ণের রূপ, শব্দ, স্পর্শ, সৌরভ (সুগন্ধ) এবং অধর-রস । **যার
মাধুর্য্য কহন না যায়**—শ্রীকৃষ্ণের যে রূপ-রসাদির মাধুর্য্য বর্ণনা করা যায় না (অনির্ব্বচনীয়) । **দেখি**—শ্রীকৃষ্ণ-
রূপাদি দেখিয়া । **লোভি**—লোভযুক্ত ; আশ্বাদন করিবার নিমিত্ত লালসান্বিত । **পঞ্চজন**—পাঁচজন ; চক্ষু, কর্ণ,
নাসিকা, জিহ্বা ও হৃৎ, এই পাঁচ ইন্দ্রিয় । **এক অশ্ব মোর মন**—আমার মন একটা অশ্ব (ঘোড়া) সদৃশ, আর
তাহাতে আরোহী চক্ষু-কর্ণাদি পাঁচ জন । **চটি**—আমার মনোরূপ একটা অশ্বে চড়িয়া । **পঞ্চ**—পাঁচজন ; চক্ষু-
কর্ণাদি পাঁচ ইন্দ্রিয় । **পাঁচদিগে ধায়**—রূপ-রসাদি পাঁচটা আশ্বাত্ত বস্তুর দিকে প্রাবিত হয় ।

শ্রীরাধার ভাবে প্রভু বলিলেন—“সখি ! শ্রীকৃষ্ণের রূপের মাধুর্য্যই বল, কণ্ঠ-স্বরের মাধুর্য্যই বল, অঙ্গ-স্পর্শের
মাধুর্য্যই বল, অঙ্গ-গন্ধের মাধুর্য্যই বল, অধর-রসের মাধুর্য্যই বল,—সমস্তই অনির্ব্বচনীয় ; তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা
কাহারও নাই । শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রসাদিতে এমন একটা অদ্ভুত মাদকতা আছে যে, আশ্বাদন করা তো দূরে, রূপরসাদির
কথা শুনিতেই আশ্বাদন করিবার নিমিত্ত যেন একটা মত্ততা জন্মে । সখি ! শ্রীকৃষ্ণের রূপ দেখিবার নিমিত্ত আমার
চক্ষুর, তাহার কণ্ঠস্বর শুনিবার নিমিত্ত আমার কর্ণের, তাহার অঙ্গ-স্পর্শের নিমিত্ত আমার হৃকের, তাহার অঙ্গের সুগন্ধ
অনুভব করিবার নিমিত্ত আমার নাসিকার এবং তাহার অধর-রস পান করিবার নিমিত্ত আমার রসনার বলবতী লালসা
জন্মিয়াছে । সখি ! আমার ইন্দ্রিয়বর্গের লালসা আমি কিছুতেই দমন করিতে পারিতেছি না । পাঁচজন লোক
একটীমাত্র ঘোড়ায় চড়িয়া প্রবল বেগে পাঁচটা বিভিন্নদিকে প্রাবিত হইতে চেষ্টা করিলে ঘোড়ার যে অবস্থা হয়, সখি !
পঞ্চেন্দ্রিয়ের আকর্ষণে আমার মনেরও সেই অবস্থা হইয়াছে ।”

ঘোড়ার সাহায্যে লোক যেমন গন্তব্য স্থানে যায়, তদ্রূপ মনের সাহায্যে ইন্দ্রিয়বর্গ তাহাদের বিষয় গ্রহণ করে ;
তাই মনকে অশ্ব এবং ইন্দ্রিয়বর্গকে আরোহী বলা হইয়াছে ।

“লোভি” স্থলে “লোভে” পাঠান্তরও দেখিতে পাওয়া যায় ।

১৪। **সখি হে**—শ্রীরাধা যেমন বিশাখাকে সম্বোধন করিয়া নিজের মনের দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন, রাধাভাবে
প্রাবিত (নিজেকে শ্রীরাধা মনে করিয়া) শ্রীমন্মহাপ্রভুও তেমনি রামানন্দরায়কে সখী বিশাখা মনে করিয়া মনের দুঃখ
প্রকাশ করিতেছেন । রামানন্দ ব্রজলীলায় বিশাখা ছিলেন । **পঞ্চেন্দ্রিয়গণ**—চক্ষু-কর্ণাদি পাঁচটা ইন্দ্রিয় ।

এক অশ্ব একক্ষণে, পাঁচ পাঁচদিগে টানে, এককালে সতে টানে, গেল ঘোড়ার পরাণে,
এক মন কোন্ দিগে যায় ? এই দুঃখ সহন না যায় ॥ ১৫

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টাকা ।

মহালম্পট—নিজ নিজ বিষয়-আশ্বাদনের নিমিত্ত অত্যন্ত লালসায়িত ; রূপ দেখিবার নিমিত্ত চক্ষু, গন্ধ অনুভবের নিমিত্ত নাসিকা ইত্যাদি অত্যন্ত লালসায়িত । **দস্যুপণ**—দস্যুদিগের পণ (প্রতিজ্ঞা) । **দস্যুপণ সতে করে**—পরের ধন-সম্পত্তি দেখিয়া লোভ জন্মিলে তাহা অপহরণ করিবার নিমিত্ত দস্যুগণ যেমন প্রতিজ্ঞা করে, অপহরণ করিতে পারিবে কিনা, নিজেদের কোনওরূপ বিপদের আশঙ্কা আছে কিনা, ইত্যাদি বিষয়ে যেমন দস্যুদের তখন আর কোনওরূপ অনুসন্ধানই থাকে না ; তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রসাদিতে প্রলুব্ধ হইয়া আমার ইন্দ্রিয়বর্গও যেন তাহা আশ্বাদন করিবার নিমিত্ত দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়াছে, আশ্বাদনের লালসায় ইন্দ্রিয়বর্গ এতই উন্মত্ত হইয়াছে যে, আশ্বাদন তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইবে কিনা, সেই বিষয়েই তাহাদের কোনও অনুসন্ধান নাই । আশ্বাদনের স্পৃহাতেই তাহারা ভরপুর ।

হরে পরধন—প্রতিজ্ঞা করিয়া দস্যুগণ যেমন পের ধন হরণ করে, আমার ইন্দ্রিয়বর্গও তদ্রূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রসাদি আশ্বাদন করিয়া থাকে ।

এহলে শ্রীকৃষ্ণ-রূপাদির সঙ্গে পরধনের তুলনা দেওয়া হইয়াছে ; ইহার কনি এই :—“শ্রীরাধার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ পরপুরুষ, শ্রীরাধা কুলবতী পর-রমণী ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য-আশ্বাদনে শ্রীরাধার অধিকার নাই ।” ইহা লীলার কথা ; যোগমায়ার শক্তিতে শ্রীরাধা-কৃষ্ণ নিজেদের স্বরূপের কথা ভুলিয়া রহিয়াছেন বলিয়াই শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে পর-পুরুষ মনে করিতেছেন ; বস্তুতঃ শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা, শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধার নিত্যকান্ত ।

দস্যুগণের সহিত ইন্দ্রিয়বর্গের তুলনা দেওয়ার তাৎপর্য্য এই—পরধন-হরণের লোভে দস্যুগণ যেমন হিতাহিত জ্ঞান হারাইয়া ফেলে, ধর্মাধর্মবিচারের প্রতি কোনওরূপ লক্ষ্য রাখে না, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের রূপরসাদি আশ্বাদনের বলবতী লালসায় শ্রীরাধার ইন্দ্রিয়বর্গও সমস্ত হিতাহিত জ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছে, তাহার ধর্মাধর্মবিচারের ক্ষমতা লোপ করিয়া দিয়াছে ; তাই কুলবধু হইয়াও আর্ঘ্য-পথাদি পরিত্যাগ পূর্বক শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য-আশ্বাদনের নিমিত্ত তাঁহার ইন্দ্রিয়বর্গ তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছে ।

শ্রীরাধার ভাবে রায়রামানন্দের নিকটে প্রভু বলিলেন—“সখি বিশাখে ! আমার দুঃখের কারণ কি, তাহা বলি শুন । শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রসাদির মাধুর্য্য আশ্বাদন করিবার নিমিত্ত আমার চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়বর্গ অত্যন্ত লালসায়িত হইয়াছে, এই লালসার তাড়নায় তাহারা যেন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়াছে, ধর্মাধর্মবিচারের শক্তি হারাইয়াছে । সখি ! আমি কুলবতী, শ্রীকৃষ্ণ পরপুরুষ, তাঁহার মাধুর্য্য-আশ্বাদনে আমার অধিকার নাই ; সুতরাং তাঁহার রূপরসাদির মাধুর্য্য-আশ্বাদনের নিমিত্ত আমার ইন্দ্রিয়বর্গের এইরূপ উন্মাদকরী লালসা সঙ্গত নহে ; কিন্তু সখি ! লালসার উন্মাদনায় আমার ইন্দ্রিয়বর্গ হিতাহিত জ্ঞান হারাইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য-আশ্বাদনের নিমিত্ত তাহারা যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে । কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞানশূন্য হইয়া দস্যুগণ যেমন পরধন-হরণের নিমিত্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়, শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য-আশ্বাদনের নিমিত্ত আমার ইন্দ্রিয়বর্গেরও সেইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ।”

১৫ । এক অশ্ব—একটি মাত্র অশ্ব (প্রভুর মন) ।

একক্ষণে—একই সময়ে, যুগপৎ ।

শ্রীরাধাভাবে প্রভু বলিলেন—“সখি ! আমার একটি মাত্র মন ; পাঁচটি ইন্দ্রিয়ই একই সময়ে তাহাকে পাঁচদিকে খুব জোরের সহিত টানিতেছে । আমার মনকে—চক্ষু টানে শ্রীকৃষ্ণের রূপের দিকে, কণ্ঠ টানে শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠস্বরের দিকে, নাসিকা টানে অঙ্গগন্ধের দিকে, জিহ্বা টানে অধর-রসের দিকে, এবং হৃৎ টানে গাত্রস্পর্শের দিকে । মনকে

ইন্দ্রিয়ে না করি রোষ, ইহাসভার কাহাঁ দোষ,
কৃষ্ণরূপাদি মহা আকর্ষণ ।
রূপাদি-পাঁচ পাঁচে টানে, গেল পাঁচের পরাণে,
মোর দেহে না রহে জীবন ॥ ১৬

কৃষ্ণরূপামৃতসিন্ধু, তাহার তরঙ্গবিন্দু,
এক বিন্দু জগত ডুবায় ।
ত্রিজগতে যত নারী, তার চিত্ত উচ্চগিরি,
তাহা ডুবায় আগে উঠি ধায় ॥ ১৭

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টকা ।

প্রত্যেকেই প্রবল বেগে টানিতেছে, মন কোন্‌দিকে যাইবে বলতো সখি ! একজনের পরে যদি আর একজন টানিত, রূপ-দেখার পরে যদি কণ্ঠস্বর শুন্য লোভ জন্মিত, তাহা হইলে মনের কোনও অস্থবিধাই হইত না । কিন্তু তা তো নহে সখি ! আমার কোনও ইন্দ্রিয়েরই যে ক্ষণমাত্র বিলম্বও সহ হয়না ; সকলেই একসঙ্গে কৃষ্ণ-মাদুর্য্য আশ্বাদন করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র । মন কি করিবে সখি ! বুকফাটা পিপাসায় অধীর হইয়া পাঁচজন লোক যদি একটি মাত্র জল-পাত্রের নিকটে একই সময়ে উপস্থিত হয়, আর কাহারও যদি ক্ষণমাত্র বিলম্বও সহ না হয়, তাহার পাঁচজনেই যদি একই সময়ে জলপাত্রটিকে টানিতে থাকে, তাহা হইলে পাত্রটির যে অবস্থা হয়, সখি ! পঞ্চেন্দ্রিয়ের আকর্ষণে আমার মনেরও সেই অবস্থা । একটি মাত্র ঘোড়াকে পাঁচজনে যদি একই সময়ে পাঁচদিকে প্রবল শক্তিতে আকর্ষণ করে, তাহা হইলে ঘোড়াটির যে অবস্থা হয়, পঞ্চেন্দ্রিয়ের যুগপৎ আকর্ষণে আমার মনেরও সেই অবস্থা ; সখি ! এই অবস্থায় ঘোড়া যেমন প্রাণে বাঁচিতে পারে না, আমার মনও যেন তেমনি প্রাণশূন্য হইয়া গিয়াছে, মনের আর চেতনা-শক্তি নাই । সখি ! বল দেখি, এ দুঃখ কি সহ হয় ?”

১৬। ইন্দ্রিয়ে না করি রোষ—পাঁচটি ইন্দ্রিয় একই সময়ে একটি মনকে পাঁচদিকে টানিতেছে বলিয়া ইন্দ্রিয়গণের উপরে রাগ (ক্রোধ) করিতে পারি না ।

ইহা সভার কাহাঁ দোষ—ইন্দ্রিয়বর্গের দোষ কোথায় ? তাহাদের কোনও দোষ নাই । কৃষ্ণ-রূপাদি মহা আকর্ষণ—শ্রীকৃষ্ণের রূপরসাদিই প্রবল শক্তিতে ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করিতেছে ; ইন্দ্রিয়গণ আবার মনের সঙ্গে আবদ্ধ ; তাই রূপাদির আকর্ষণে ইন্দ্রিয়গণ যখন আকৃষ্ট হয়, তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে মনও আকৃষ্ট হয় । সুতরাং মনের উপর যে আকর্ষণ, তাহা স্বরূপতঃ ইন্দ্রিয়গণের আকর্ষণ নহে, কৃষ্ণ-রূপাদিরই আকর্ষণ ইন্দ্রিয়গণের যোগে মনের উপর ক্রিয়া করিতেছে । রূপাদি পাঁচ—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচ বস্তু । পাঁচে টানে—চক্ষু-কর্ণাদি পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করে । গেল পাঁচের পরাণে—পঞ্চেন্দ্রিয়ের প্রাণ গেল । জীবন—প্রাণ ।

শ্রীরাধার ভাবে প্রভু বলিলেন—“সখি ! আমার মনকে আকর্ষণ করিতেছে বলিয়া ইন্দ্রিয়বর্গকে দোষ দিতে পারি না ; তাহাদের উপর রাগ করিতে পারি না । তাহাদের কোনও দোষ নাই ; কারণ, ইন্দ্রিয়বর্গ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমার মনকে আকর্ষণ করিতেছে না । শ্রীকৃষ্ণের রূপাদিই আমার ইন্দ্রিয়বর্গকে প্রবল শক্তিতে আকর্ষণ করিতেছে—শ্রীকৃষ্ণরূপাদির আকর্ষণে বাধা দিবার শক্তি আমার ইন্দ্রিয়বর্গের নাই । সুব্রহ্ম চুষকের আকর্ষণে যেমন ক্ষুদ্র লৌহখণ্ড বাধা দিতে পারে না, চুষকের দিকে যেমন লৌহখণ্ডকে আকৃষ্ট হইতেই হয়, শ্রীকৃষ্ণ-রূপাদির আকর্ষণেও তদ্রূপ আমার ইন্দ্রিয়বর্গ আকৃষ্ট না হইয়া স্থির থাকিতে পারে না । ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের যোগ আছে বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ-রূপাদির আকর্ষণে ইন্দ্রিয়গণের সঙ্গে সঙ্গে মনও আকৃষ্ট হইতেছে । সখি ! শ্রীকৃষ্ণের রূপ আমার চক্ষুকে, তাহার কণ্ঠস্বর আমার কর্ণকে, তাহার অঙ্গ-গন্ধ আমার নাসিকাকে, তাহার অধর-সুখা আমার রসনাকে এবং তাহার গাত্র-স্পর্শের শীতলতা আমার ত্বকে আকর্ষণ করিতেছে—এই আকর্ষণ এত প্রবল যে, আকর্ষণের প্রভাবে আমার ইন্দ্রিয়বর্গ যেন প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছে । সখি ! আমার ইন্দ্রিয়বর্গই যখন প্রাণ হারাইতেছে, আমার দেহে আর কিরূপে প্রাণ থাকিবে ?”

এই ত্রিপদী পর্য্যন্ত “শ্রীগোপেন্দ্রস্বতঃ স কব্বতি বলাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়াণ্যালি মে” অংশের অর্থ ।

১৭। শ্রীকৃষ্ণরূপাদির আকর্ষণের কথা সাধারণভাবে বলিয়া এক্ষণে রূপ-রসাদির প্রত্যেকটির আকর্ষণের কথা বিশেষভাবে বলিতেছেন ।

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টীকা।

“সৌন্দর্য্যামৃতসিন্ধুভঙ্গললনাচিত্তাদিসংপ্রাবক” অংশের অর্থ করিতেছেন।

কৃষ্ণরূপামৃতসিন্ধু—শ্রীকৃষ্ণের রূপ অমৃতের সমুদ্রতুল্য; সমুদ্র যেমন অসীম, শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্য্যও তেমনি অসীম; সমুদ্রে যেমন তরঙ্গ খেলা করিয়া থাকে, শ্রীকৃষ্ণের দেহেও তদ্রূপ নিত্য-নবনবায়মান রূপের লহরী খেলা করিয়া থাকে। অমৃতপানে যেমন সমস্ত গ্লানি দূরীভূত হয়, দেহে যেন নবজীবনের সঞ্চার হয়, শ্রীকৃষ্ণরূপ-দর্শনেও তদ্রূপ সর্ববিধ দুঃখের নিরসন হয়, প্রাণে এক অনির্বচনীয় আনন্দের উদয় হয়। অমৃতের স্বাদের যেমন তুলনা নাই, শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্য্যেরও তেমনি আর তুলনা নাই।

তাহার তরঙ্গবিন্দু—শ্রীকৃষ্ণরূপামৃত-সমুদ্রের যে তরঙ্গ (লাবণ্য), তাহার এক বিন্দু। শ্রীকৃষ্ণের রূপের এক কণিকা। **একবিন্দু**—তরঙ্গের এক বিন্দু; রূপের এক কণিকা। **জগত ডুবায়**—“যে রূপের এককণ, ডুবায় সব ত্রিভুবন। ২।২।৮৪ ॥” সমস্ত জগতকে প্রাণিত করে। জগতকে প্রাণিত করার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত রূপের প্রয়োজন হয় না, রূপের এক কণিকাই যথেষ্ট; ইহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণরূপের অলৌকিক মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইতেছে। “ডুবায়” শব্দের তাৎপর্য্য বোধ হয় এইরূপ :—যাহা জলে ডুবিয়া যায়, তাহার সকল দিকেই যেমন জল থাকে, আর তাহার ভিতরেও যেমন জল প্রবেশ করে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণরূপের এক কণিকাতেই জগতকে এমন ভাবে ডুবাইতে পারে যে, সমগ্র জগদ্বাসী ভিতরে বাহিরে সর্বত্রই কেবল শ্রীকৃষ্ণরূপই দেখে, শ্রীকৃষ্ণরূপ ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পায় না। নয়ন মুদিলেও কৃষ্ণরূপ দেখে, মেলিলেও কৃষ্ণরূপই দেখে।

চিত্ত উচ্চগিরি—চিত্তরূপ উচ্চ পর্বত; পাতিব্রত্যাदि চিত্তের উচ্চভাব। জীলোকের পাতিব্রত্যােকে উচ্চ-গিরির সঙ্গে তুলনা করার তাৎপর্য্য এইরূপ বলিয়া মনে হয় :—পর্বত যেমন ঝড়ঝুড়ি আদি কিছুতেই বিচলিত হয় না, কুলবতীদিগের সতীত্বও তদ্রূপ অচল, অটল। তাঁহারা অগ্নানবদনে অগ্নি-কুণ্ডাদিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে পারেন, তথাপি সতীত্ব বিসর্জন দিতে পারেন না। আবার, উচ্চপর্বত যেমন চতুর্দিক্ সমস্ত বস্তুর উপরে মস্তক উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান থাকে, তদ্রূপ রমণীদিগের সতীত্বও তাহাদের অস্ত্রাস্ত্র গুণের শীর্ষস্থানে অবস্থান করে; সতীত্বই রমণীগণের সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ; উচ্চপর্বত যেমন বহুদূর হইতেও দৃষ্টিগোচর হয়, কুলবতীদিগের সতীত্বের খ্যাতিও বহুদূর হইতেই শ্রুত হয়।

তাহা ডুবায়—সেই উচ্চগিরিকে ডুবাইয়া ফেলে। **আগে উঠি ধায়**—অগ্রভাগে উঠিয়া ধাবিত হয় (তরঙ্গবিন্দু); নারীর চিত্তরূপ উচ্চগিরিকে সম্পূর্ণরূপে ডুবাইয়া ফেলে এবং চিত্তরূপ-গিরির অগ্রভাগে উঠিয়া প্রবল বেগে ধাবিত হয়; গিরির অস্তিত্বের আর কোনও চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যায় না। তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণ-রূপের এক কণিকার দর্শন পাইলেই ত্রিজগতে যত সতী কুলবতী আছেন, তাঁহারা তাঁহাদের প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় কুলধর্ম্মকে বিসর্জন দিয়া শ্রীকৃষ্ণের রূপ-সাগরে ঝাঁপ দিয়া থাকে। **অথবা, আগে উঠি ধায়**—অগ্রে (সম্মুখভাগে) উঠাইয়া (সংস্থাপিত করিয়া) ধাবিত হয়। সামান্য তৃণখণ্ড সমুদ্রের তরঙ্গের আগে আগে যেমন ভাসিয়া চলিয়া যায়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণরূপের তরঙ্গের শক্তিও এত অধিক যে, তাহাতে নারীগণের চিত্তরূপ উচ্চগিরিও (সতীত্ব) মূলোৎপাটিত হইয়া যায় এবং তখন ঐ উচ্চগিরি (সতীত্ব) তরঙ্গের আগে আগে ক্ষুদ্র তৃণখণ্ডের ন্যায় অতি দ্রুতবেগে কোথায় যে ভাসিয়া চলিয়া যায়, তাহা আর বলা যায় না।

এই দুই ত্রিপদীতে শ্রীকৃষ্ণরূপের অদ্ভুত-আকর্ষণ-শক্তি এবং চক্ষুর উপরে ঐ রূপের ক্রিয়ার কথা বলা হইয়াছে।

শ্রীরাধার ভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভু রায়-রামানন্দকে বলিলেন—“সখি! শ্রীকৃষ্ণরূপের অদ্ভুত শক্তির কথা আর কি বলিব। শ্রীকৃষ্ণরূপের যে মধুরতা, তাহার নিকটে অমৃতের মধুরতাও সম্পূর্ণরূপে পরাভূত; আবার শ্রীকৃষ্ণরূপের এই মাধুর্য্য, সমুদ্রের ন্যায়ই সীমাহীন এবং তলশূন্য। ইহার এক বিন্দুই সমস্ত জগতকে সম্পূর্ণরূপে ডুবাইয়া দিতে সমর্থ—

কৃষ্ণের বচন-মাধুরী,	নানারস-নন্দ্য ধারী	কৃষ্ণ-অঙ্গ সুশীতল,	কি কহিব তার বল,
তার অণ্ডায় কহন না যায় ।		ছটায় জিনে কোটীন্দু চন্দন ।	
জগতের নারীর কাণে,	মাধুরী গুণে বাঙ্কি টানে,	সশৈল নারীর বক্ষ,	তাহা আকর্ষিতে দক্ষ,
টানাটানি কাণের প্রাণ যায় ॥ ১৮		আকর্ষয়ে নারীগণমন ॥ ১৯	

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টকা ।

জগতকে ডুবাইয়া, ত্রিজগতের যত কুলবতী রমণী আছে, তাহাদের সতীত্বের মূলোৎপাটন করিয়া স্রোতের মুখে সামান্য তৃণখণ্ডের স্থায়, বহু দূরে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে সমর্থ। সখি! ত্রিজগতে এমন কোন্ রমণী আছেন, যিনি শ্রীকৃষ্ণরূপ দর্শন করিয়া তাঁহার সতীত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন?”

১৮। এক্ষণে “কর্ণানন্দিসনন্দ্যবচনঃ” অংশের অর্থ করিতেছেন। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠস্বরের শক্তি এবং কর্ণের উপর তাহার ক্রিয়ার কথা বলা যাইতেছে।

বচন-মাধুরী—কথার মাধুর্য। **নানারস-নন্দ্যধারী**—নানাবিধ রসপূর্ণ পরিহাসময়। শ্রীকৃষ্ণের বচন (বাক্য, কথা) বিরূপ, তাহা বলিতেছেন; শ্রীকৃষ্ণের বচন নন্দ্য-পরিহাসে পরিপূর্ণ এবং নানাবিধ রসের উৎস। শৃঙ্গারাদি নানাবিধ রস-সম্বন্ধীয় পরিহাসে পরিপূর্ণ। **তার অণ্ডায়**—শ্রীকৃষ্ণের বচন-মাধুরীর অসঙ্গত আচরণের কথা। **কহন না যায়**—বর্ণনাভীত, যাহা বর্ণনা করিবার ভাষা পাওয়া যায় না। **মাধুরী গুণে**—বচন-মাধুর্যরূপ রজ্জু দ্বারা; **গুণে**—রজ্জু। **বাঙ্কি টানে**—মাধুরীরূপ রজ্জু দ্বারা কানকে বাঁধিয়া টানে।

শ্রীরাধার ভাবে প্রভু বলিলেন—“সখি! শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠস্বর স্বভাবতঃই মধুর; শুধু কণ্ঠস্বর শুনিবার নিমিত্তই জগতের নারীগণ উৎকণ্ঠিত। তাহার উপর আবার ঐ মধুর কণ্ঠস্বরের সহিত শ্রীকৃষ্ণ যে সকল কথা প্রকাশ করেন, তাহা নানাবিধ নন্দ্য-পরিহাসাদিতে পরিপূর্ণ এবং শৃঙ্গারাদি নানাবিধ রসের উৎসতুল্য। সখি! শ্রীকৃষ্ণের বচন-মাধুর্যের কথা আর কি বলিব? কোনও নির্ভর উৎপীড়ক ব্যক্তি কোনও জীবের কানে রজ্জু লাগাইয়া খুব জোরে আকর্ষণ করিলে কানের যে-অবস্থা হয়, শ্রীকৃষ্ণের বচন-মাধুর্যের আকর্ষণেও জগতের নারীগণের কানের সেই অবস্থা হইয়াছে। কানে রজ্জু লাগাইয়া টানিলে কান যেমন রজ্জুর দিকেই উন্মুখ বইয়া থাকে, নারীগণের কানও তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের বচন-মাধুরীর দিকেই উন্মুখ হইয়া আছে, সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের নন্দ্য-পরিহাসময় মধুর বচন শুনিবার নিমিত্তই উৎকণ্ঠিত। এই উৎকণ্ঠার যন্ত্রণা, কর্ণ-সংলগ্ন রজ্জুর যন্ত্রণা হইতেও তীব্রতর। সখি! নারীগণের উপরে, শ্রীকৃষ্ণের বচন-মাধুর্যের এইরূপ উৎপীড়ন যে কতদূর অসঙ্গত, তাহা কি বলিয়া শেষ করা যায়?”

১৯। এক্ষণে “কোটীন্দুশীতাকঃ” অংশের অর্থ করিতেছেন। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শের শক্তির কথা বলিতেছেন।

কৃষ্ণ-অঙ্গ—শ্রীকৃষ্ণের শরীর। **সুশীতল**—সু (উত্তম অর্থাৎ তৃপ্তিদায়ক ও আনন্দজনকরূপে) শীতল। যে শীতলতায় অত্যন্ত তৃপ্তি জন্মে, অত্যন্ত আনন্দ জন্মে, অথচ যাহাতে শৈত্যের তীব্রতাজনিত দুঃখ নাই, সেইরূপ শীতল। **কি কহিব তার বল**—তার শক্তি (বলের) কথা আর কি বলিব? **ছটায়**—যাহার লোশমাত্র। **জিনে**—পরাজিত করে, জয়লাভ করে। **কোটীন্দু-চন্দন**—কোটি চন্দ্র এবং চন্দন। চন্দ্র এবং চন্দন শীতলতার জন্য বিখ্যাত; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের শীতলতার নিকটে কোটি কোটি চন্দ্রের এবং চন্দনের শীতলতাও পরাজিত। ইহা শ্লোকস্থ “কোটীন্দু” শব্দের অর্থ; চন্দনের অপর একটি নাম “চন্দ্রভ্রাতী”; তাই বোধ হয় শ্লোকস্থ “ইন্দু”-শব্দের দুইটি অর্থ ধরিয়া এক অর্থে চন্দ্র এবং অপর অর্থে “চন্দ্রভ্রাতী” বা চন্দন করিয়াছেন এবং তাহাতেই “কোটীন্দু”-শব্দের অর্থবাদে “কোটীন্দু-চন্দন” লিখিয়াছেন। **সশৈল**—শৈল (পর্বত) যুক্ত; পর্বতযুক্ত। ইহা বক্ষের বিশেষণ। **বক্ষ**—বক্ষঃস্থল। **সশৈল নারীর বক্ষ**—নারীর সশৈল বক্ষঃস্থল; যুবতী রমণীর সমুন্নত স্তনযুক্ত বক্ষঃস্থল। রমণীর সমুন্নত স্তনদ্বয়কেই

কৃষ্ণাঙ্গ-সৌরভ্যভর,

মৃগমদ-মদহর,

জগত-নারীর নাসা,

তার ভিতর করে বাসা,

নীলোৎপলের হরে গর্ববধন ।

নারীগণের করে আকর্ষণ ॥ ২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

শৈল বা পর্বত বলা হইয়াছে। “সশৈল”-স্থলে কোনও কোনও গ্রহে “সুশৈল” পাঠও আছে ; সুশৈল অর্থ উত্তম শৈল বা উচ্চ পর্বত। সুশৈল নারীর বক্ষ—নারীর বক্ষাক্রূপ সুশৈল (বা উচ্চ পর্বত) ; যুবতী রমণীর সমুন্নত স্তনযুগল। এস্থলে “শৈল” শব্দের ধ্বনি বোধ হয় এইরূপ :—চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্রে জোয়ার-ভাটা হয় ; চন্দ্র জলকে আকর্ষণ করিতে পারে, ইহাই বুঝা যায় ; আকর্ষণ করিতে পারিলেও জলকে চন্দ্র নিজের নিকটে নিতে পারেনা, সমুদ্রবক্ষেই মাত্র জলের চাঞ্চল্য উৎপাদন করিতে পারে। কিন্তু কোটি কোটি চন্দ্রের সমবেত আকর্ষণও পর্বতের সামান্যমাত্র চঞ্চলতা উৎপাদন করিতে পারে না। আর কৃষ্ণাঙ্গ-শীতলতা, রমণীর স্তনরূপ দুইটি পর্বতকে তাহাদের আশ্রয়স্থল বক্ষের সহিত আকর্ষণ করিয়া বক্ষের নিকটে লইয়া যাইতে সমর্থ। তাহা—নারীর বক্ষ। আকর্ষিতে— আকর্ষণ করিতে ; স্পর্শের নিমিত্ত প্রলুব্ধ করিতে। দক্ষ—পটু ; সমর্থ। শ্রীকৃষ্ণাঙ্গের সুশীতলতা যুবতী রমণীগণের সমুন্নত বক্ষঃস্থলকে স্পর্শ-লাভের নিমিত্ত প্রলুব্ধ করিতে সমর্থ ; শ্রীকৃষ্ণাঙ্গের সুশীলতায় মুগ্ধ হইয়া যুবতী রমণীগণ বক্ষঃস্থলদ্বারা তাহাকে আলিঙ্গন করিতে লালায়িত হয়।

শ্রীমদমহাপ্রভু কিশোরী শ্রীরাধিকার ভাবে শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-স্পর্শের নিমিত্ত লালসায়িত হইয়াছেন বলিয়াই বিশেষ-ভাবে যুবতী রমণীগণের পঞ্চেন্দ্রিয়-স্পৃহার কথা সর্বত্র বলিয়াছেন।

শ্রীরাধিকার ভাবে প্রভু বলিলেন—“সখি ! শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের সুশীতলতার তুলনা জগতে মিলে না ; আমরা জানি, আমাদের ব্যবহারের জিনিসের মধ্যে চন্দনই সর্বাপেক্ষা শীতল ; আমাদের দর্শনীয় বস্ত্রসমূহের মধ্যেও চন্দ্রই সর্বাপেক্ষা শীতল ; কিন্তু সখি ! কৃষ্ণাঙ্গের শীতলতার নিকটে ইহার নিতান্ত নগণ্য ; সমগ্র শীতলতার কথা তো দূরে, শ্রীকৃষ্ণাঙ্গের শীতলতার এক কণিকার নিকটেও কোটি কোটি চন্দ্র এবং রাশি রাশি চন্দনের শীতলতা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ; এই শীতলতার যে কি অপূর্ব শক্তি, তাহা আর কি বলিব ? সুশীতল চন্দ্র সমুদ্রের তরল জলকেই আকর্ষণ করিতে পারে, কিন্তু আকর্ষণ করিলেও জলকে নিজের নিকটে লইয়া যাইতে পারে না, কেবলমাত্র জলের সামান্য একটু চাঞ্চল্য উৎপাদন করিয়া সমুদ্র-বক্ষে তরঙ্গের সৃষ্টি করে মাত্র ; ক্ষুদ্রতম পর্বতকেও আকর্ষণ করিবার শক্তি চন্দ্রের নাই। কিন্তু সখি ! কৃষ্ণাঙ্গের শীতলতার অপূর্ব-শক্তির কথা বলি গুন ; ইহা যুবতী রমণীগণের সমুন্নত স্তনরূপ পর্বত-দ্বয়কে পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ ! কেবল একটু নয়, দুইটি সমুচ্চ পর্বতকেই আকর্ষণ করিবার শক্তি কৃষ্ণাঙ্গ শীতলতার আছে ; আবার কেবল পর্বতদ্বয়কে নহে, তাহাদের আশ্রয়-স্থল বক্ষকে পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিবার শক্তি ইহার আছে। পর্বতের আশ্রয় যে পৃথিবী, সেই পৃথিবীর সহিত পর্বতকে আকর্ষণ করিয়া চন্দ্র যদি নিজের নিকটে নিতে পারিত, তাহা হইলে বরং চন্দ্রের শীতলতার সহিত কৃষ্ণাঙ্গ-শীতলতার কিছু তুলনা হইতে পারিত ; কিন্তু একচন্দ্রের কথা কি বলিব সখি ! কোটিচন্দ্রও তাহা পারে না ; অচল পর্বতকে নেওয়ার কথা তো দূরে, তরল জলকেও বুঝি কোটিচন্দ্রের সমবেত আকর্ষণ চন্দ্রের নিকটে নিতে পারে না। সখি ! কৃষ্ণাঙ্গের সুশীতলত্ব অনির্বচনীয়, অতুলনীয় ! এই অনির্বচনীয় শক্তি-সম্পন্ন শীতলত্ব রমণীগণের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া কৃষ্ণাঙ্গ-স্পর্শের নিমিত্ত লালসায়িত করিয়াছে।”

২০। এখানে “সৌরভ্যভর-সংপ্রাবিত-জগৎ”-শব্দের অর্থ করিতেছেন। এস্থলে বক্ষের অঙ্গ-গন্ধের শক্তি এবং নাসিকার উপর তাহার ক্রিয়ার কথা বলিতেছেন।

সৌরভ্যভর—সুগন্ধের আতিশয্য। মৃগমদ—কস্তুরী। মদ—মত্ততা, গর্ব। মৃগমদ-মদ-হর—কস্তুরীর গর্ব-হরণকারী। কস্তুরীর সুগন্ধ অত্যন্ত মনোরম ; এই অপূর্ব সুগন্ধের জন্ত কস্তুরীর যে গর্ব বা গৌরব, শ্রীকৃষ্ণের

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

অঙ্গগন্ধ তাহা হরণ করে ; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধের নিকটে কস্তুরীর স্নগন্ধ নিতান্ত নগণ্য । আবার কস্তুরীর গন্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ীও হয় ; যে গৃহে কস্তুরী কিছুক্ষণ রক্ষিত হয়, কস্তুরী বাহির করিয়া আনার পরেও সেই গৃহে বহুক্ষণ পর্যন্ত তাহার গন্ধ পাওয়া যায় । গন্ধের এইরূপ স্থায়িত্বের জন্তও কস্তুরীর যে গৌরব, কৃষ্ণাঙ্গ-গন্ধের স্থায়িত্বের নিকটে তাহাও নগণ্য ; কারণ, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধ নারীগণের নাসিকার মধ্যে যেন বাসা করিয়াই সর্বদা বাস করে । কৃষ্ণাঙ্গ-গন্ধের ব্যাপকতার নিকটেও কস্তুরী-গন্ধ নগণ্য ।

কোনও কোনও গ্রন্থে “মৃগমদ-মনোহর” পাঠ আছে ; ইহার অর্থ—কস্তুরীর গন্ধ লোকমাত্রেরই মনকে হরণ করিয়া থাকে ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধ এতই মনোরম যে, স্বয়ং কস্তুরীও তাহাতে মুগ্ধ হইয়া যায় ।

নীলোৎপল—নীলপদ্ম । **হরে**—হরণ করে । **গর্ভধন**—গর্ভরূপ ধন ; নীলোৎপল অত্যন্ত স্নগন্ধি ; এই স্নগন্ধের জন্ত নীলোৎপলের যে গর্ভ, কৃষ্ণাঙ্গ-গন্ধের নিকটে তাহাও থর্ব হইয়া যায় ।

মৃগমদ ও নীলোৎপলের স্নগন্ধ স্বতন্ত্রভাবে কৃষ্ণাঙ্গ-গন্ধের নিকটে পরাজিত তো হয়ই, উভয়ের মিলনে যে অপূর্ণ স্নগন্ধের উদ্ভব হয়, কৃষ্ণাঙ্গ-গন্ধের নিকটে তাহাও সম্যক্রূপে পরাজিত । “মৃগমদ নীলোৎপল মিলনে যে পরিমল, যেই হরে তার গর্ভমান । হেন কৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধ, যার নাহি সে সম্বন্ধ, সেই নাসা ভদ্রার সমান । ২২।২৯৥”

জগত-নারীর নাসা—জগতে যত রমণী আছে, তাহাদের নাসিকা (নাক) । **তার ভিতর**—নাসিকার মধ্যে । **করে বাসা**—বাসস্থান নির্মাণ করে ; সর্বদা স্থায়ীভাবে বাস করে । জগতে যত নারী আছে, তাহাদের সকলের নাসিকার মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ বাসা করিয়াছে (স্থায়ীভাবে বাস করে) ; অর্থাৎ যে রমণীর নাসিকায় একবার মাত্র শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধ প্রবেশ করিয়াছে, তাহার নাকে সর্বদাই ঐ অপরূপ স্নগন্ধ অনুভূত হইয়া থাকে—এমনই কৃষ্ণের গঙ্গ-গন্ধের অপূর্ণশক্তি । **নারীগণের করে আকর্ষণ**—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধ আত্মাণের নিমিত্ত নারীগণের চিত্তকে আকর্ষণ করে । অঙ্গ-গন্ধ, নারীগণের নাসিকায় সর্বদা বাসা করিয়া থাকা সত্ত্বেও “নারীগণের করে আকর্ষণ” বলাতে বুঝা যাইতেছে, প্রতিক্ষণে অনুভূত হইলেও এই অঙ্গ-গন্ধ অনুভবের স্পৃহা প্রতি মুহূর্তেই যেন উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া থাকে । ইহা অনুরাগের লক্ষণ ।

শ্রীরাধার ভাবে প্রভু বলিলেন—“সখি ! কৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধের যে অপূর্ণ চমৎকারিতা, তাহার কথাই বা কি বলিব ? ইহা বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করার শক্তি কাহারও নাই ; এমন কোনও স্নগন্ধি বস্তুও জগতে নাই, যাহার সঙ্গে তুলনা করিয়া কৃষ্ণাঙ্গ-গন্ধের কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া যাইতে পারে । স্নগন্ধি দ্রব্যের মধ্যে দুইটিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া আমরা জানি—মৃগমদ, আর নীলোৎপল । কিন্তু সখি ! কৃষ্ণাঙ্গ-সৌরভের নিকটে ইহারা উভয়েই নিতান্ত নগণ্য—গন্ধের চমৎকারিতায়ও নগণ্য, গন্ধের স্থায়িত্বেও নগণ্য, আবার গন্ধের ব্যাপকতায়ও নগণ্য । মৃদমদ বা নীলোৎপল যে স্থানে নেওয়া যায়, সে স্থানে অনেকক্ষণ তাহার গন্ধ থাকে বটে ; কিন্তু সখি ! তা কতক্ষণই বা থাকে ? চিরকাল তো আর থাকে না ? ছ’চার মাসও থাকে না । কিন্তু সখি ! যে রমণীর নাসিকায় কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ একবার প্রবেশ করে, সেই রমণী সর্বদাই—চিরকালই নিজের নাসিকায় সেই অপূর্ণ স্নগন্ধ অনুভব করিতে থাকে ; এই স্নগন্ধ যেন তাহার নাসিকায় স্থায়ী বাসস্থানই নির্মাণ করিয়া থাকে । আরও অপূর্ণ বিশিষ্টতার কথা শুন সখি ! যে স্থানে মৃদমদ (বা নীলোৎপল) থাকে, কেবল সেই স্থানেই অল্প কতটুকু যায়গা ব্যাপিয়া ইহার গন্ধ প্রসারিত হয়, ইহা কখনও সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া প্রসারিত হয় না । কিন্তু সখি ! কৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধ কেবল দু-একজন নারীর নাসিকাতেই সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে না, জগতে যে স্থানে যত নারী আছে, তাহাদের সকলের নাসিকাতেই তাহার ব্যাপ্তি । আবার আরও একটি অপূর্ণতা এই যে, এই গন্ধ রমণীগণের নাসিকায় সর্বদা বাস করিলেও ইহাকে আরও অধিকতর-রূপে আত্মাণ করার নিমিত্ত প্রতি মুহূর্তেই বলবতী উৎকণ্ঠা জন্মে, আত্মাণের পিপাসার যেন কিছুতেই শান্তি হয় না, বরং উত্তরোত্তর ইহা বর্দ্ধিতই হইয়া থাকে ।”

কৃষ্ণের অধরামৃত, তাতে কর্পূর মন্দস্মিত,
স্বমাধুর্য্যে হরে নারীমন ।

ছাড়ায় অমৃত লোভ, না পাইলে মনে ক্ষোভ,
ব্রজনারীগণের মূলধন ॥ ২১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা ।

সখি ! এই সমস্ত গুণেই শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধ নারীগণের চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়া তাহার আশ্রয়ের নিমিত্ত লালসাবিত করে ।”

২১। এক্ষণে “পীযুষরম্যাধর” শব্দের অর্থ করিতেছেন। এখানে শ্রীকৃষ্ণের অধর-রসের শক্তি এবং রসনার উপর তাহার প্রভাবের কথা বলিতেছেন।

অধরামৃত—অধরের অমৃত, চুষন ও চর্কিত তাম্বুলাদি। **তাতে**—অধরামৃতে। **স্মিত**—হাসি। **কর্পূর মন্দস্মিত**—মন্দহাসিরূপ কর্পূর। কর্পূরের ধবলতার সঙ্গে মন্দহাসির শুভ্রতা, সরলতা এবং চিত্তের ভাব-প্রকাশকতার তুলনা করা হইয়াছে।

অমৃতের সঙ্গে কর্পূর মিশ্রিত করিলে, অমৃতের অপূর্ণ স্বাদে কর্পূরের সুগন্ধের যোগ হয়। শ্রীকৃষ্ণের অধর-সুধার সঙ্গে মন্দহাসির যোগ হওয়াতে অধর-সুধাও অপূর্ণ চমৎকারিতাযুক্ত হইয়াছে। এই চমৎকারিতাময় অধর-সুধার মাধুর্য্যে নারীগণের চিত্ত মুগ্ধ হইয়া যায়।

কর্পূর-বাসিত অমৃতের সুগন্ধের আকর্ষণে তাহা আশ্বাদনের নিমিত্ত দূর হইতেই লোকের লোভ জন্মে, তদ্রূপ দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণের অধরোষ্ঠে মুহুমধুর হাসি দেখিলেই তাঁহার অধর-সুধা পান করিবার নিমিত্ত যুবতীগণের প্রাণে লোভ জন্মে। কর্পূর-গন্ধ যেমন অমৃতের দিকে চিত্তকে আকৃষ্ট করে, শ্রীকৃষ্ণের মন্দহাসিও তদ্রূপ তাঁহার অধর-সুধার দিকে নারীগণের চিত্তকে আকৃষ্ট করে।

ছাড়ায়—অধরামৃত ছাড়াইয়া দেয়। **অমৃত লোভ**—অমৃত বস্তুতে লালসা। শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃতের এমনি অপূর্ণ আশ্বাদন-চমৎকারিতা আছে যে, ইহা একবার আশ্বাদন করিলে, অমৃত কোনওরূপ সুস্বাদু বস্তু আশ্বাদনের নিমিত্তই আর লোভ থাকে না। তাই ব্রজসুন্দরীগণ বলিয়াছেন—“ইতর-রাগ-বিস্মরণং নৃণাং বিতর বীর নস্তেহধরামৃতম্ ॥ শ্রীভা, ১০।৩১।১৪॥” **না পাইলে**—অধরসুধা না পাইলে। **মূলধন**—শ্রীকৃষ্ণের অধর-রসই ব্রজনারীগণের মূলধন বা মুখ্য কামনার বস্তু। ব্যবসায়ী মহাজনগণ ব্যবসায় করিবার উদ্দেশ্যে যে টাকা ঘর হইতে বাহির করিয়া দেন, তাহাকে বলে তাঁহাদের ব্যবসায়ের মূলধন। এই টাকা দিয়া ব্যবসায়ের নিমিত্ত যখন জিনিস খরিদ করা হয়, তখন ঐ জিনিসই মূলধনরূপে দাঁড়ায়। এই জিনিস যখন গ্রাহকদের নিকটে বিক্রয় করা হয়, তখন গ্রাহক যে টাকা দেয়, সেই টাকাতেই আবার মূলধন পর্য্যবসিত হয়। বড় বড় মহাজনগণ প্রথমতঃ পাইকার-গ্রাহকগণকে জিনিস দেন, পাইকারগণ জিনিস পাওয়া মাত্রই মূল্য দেয় না, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূল্য দিয়া থাকে; সুতরাং প্রথমতঃ মহাজনের মূলধন জিনিসরূপে পাইকারের হাতেই চলিয়া যায়। ব্রজসুন্দরীদিগের অবস্থাও এইরূপ; তাঁহারা প্রেমের ব্যবসায়িনী, প্রেমের মহাজন; প্রেমই তাঁহাদের ব্যবসায়ের মূলধন। তাঁহাদের পাইকার মাত্র একজন—শ্রীকৃষ্ণ। এইরূপে তাঁহাদের ব্যবসায়ের মূলধন তাঁহাদের পাইকার শ্রীকৃষ্ণের হাতে গিয়া পড়ে। ভাল ব্যবসায়ী পাইকার যাহারা, তাঁহারা কখনও মহাজনের মূলধন নষ্ট করেন না; খুব উৎসাহ এবং আনন্দের সহিতই তাঁহারা অর্থাদিরূপে মহাজনের মূল্য ফিরাইয়া দেন—মহাজন না চাহিতেই দিয়া দেন। কৃষ্ণও খুব ভাল একজন পাইকার, প্রেমের মহাজন ব্রজসুন্দরীদিগের সঙ্গে খুব জোর-ব্যবসায় চালাইবার নিমিত্তই তাঁহার আগ্রহ; আলিঙ্গন-চুষনাদি দ্বারাই তিনি মহাজনের দেনা শোধ করিতে চেষ্টা করেন। এইরূপে মহাজনের মূলধন যে প্রেম, তাহা পাইকার শ্রীকৃষ্ণের হাতে গিয়া আলিঙ্গন-চুষনাদিরূপেই পরিণত হয়। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গন-চুষনাদিই হইল পাইকার শ্রীকৃষ্ণের নিকট গচ্ছিত মহাজন-ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেম-ব্যবসায়ের মূলধন। এই অর্থেই বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণের অধর-রসকে ব্রজ নারীগণের মূলধন বলা হইয়াছে।

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

একটী কথা এ স্থলে স্মরণীয় । যতদিন ব্যবসায় চলিতে থাকে, ততদিন পাইকার কোনও সময়েই মহাজনের দেনা শোধ করে না, করিতে পারে না । ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেমের পাইকার শ্রীকৃষ্ণও কোনও সময়েই তাঁহাদের প্রেমের দেনা শোধ করিতে পারেন না ; তাই তিনি সর্বদাই তাঁহাদের নিকটে ঋণী ।

যাহা হউক, এস্থলে রূপকচ্ছলে মূলধনের যে অর্থ করা হইল, তাহাতে বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে আলিঙ্গন-চুম্বনাদিক্রমে একটা না একটা প্রতিদান পাওয়ার লোভেই ব্রজসুন্দরীগণ তাঁহার প্রতি প্রেম করিয়া থাকেন ; বাস্তবিক কিন্তু তাহা নহে—তাঁহারা কোনওরূপ প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষাই রাখেন না, তাঁহাদের প্রেমে কাম-গন্ধের ছায়া পর্য্যন্তও নাই । তবে যে শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রসাদি-আস্বাদনের নিমিত্ত তাঁহাদের বলবতী উৎকণ্ঠার কথা বলা হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণের অধর-সুখা না পাইলে তাঁহাদের ক্ষোভের কথা বলা হইতেছে, তাহা তাঁহাদের আবেশের কথা ; শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত, শ্রীকৃষ্ণকে প্রেম-বৈবিত্তী আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত তাঁহারা ঐরূপ উৎকণ্ঠা ও ক্ষোভাদির ভাবে আবিষ্ট হইয়া থাকেন । শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত এইরূপ আবেশের প্রয়োজন আছে । প্রীতির স্বভাবই এই যে, যাহাকে যে প্রীতি করে, সেও তাহাকে প্রীতি করিতে চায়, ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণকে প্রীতি করেন, শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদিগকে প্রীতি করিতে উৎকণ্ঠান্বিত । আবার যাহাকে প্রীতি করা যায়, সে যদি আগ্রহও উৎকণ্ঠার সহিত ঐ প্রীতি গ্রহণ না করে, তাহা হইলেও, যে প্রীতি করে, তাহার আনন্দ হয় না । ব্রজসুন্দরীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ যে প্রীতি প্রকাশ করিতে উৎকণ্ঠান্বিত, ব্রজসুন্দরীগণ যদি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত তাহা গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে না । যাহার ক্ষুধা নাই, পিপাসা নাই, তাহাকে খাদ্য-পানীয় দিয়া সুখ হয় না । ব্রজসুন্দরীগণকে স্বীয় রূপ-রসাদির মাধুর্য্য আস্বাদন করাইয়াই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন ; কিন্তু রূপ-রসাদি আস্বাদনের নিমিত্ত তাঁহাদের চিত্তে যদি বলবতী পিপাসা না থাকে, তাহা হইলে তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের সুখই জন্মিতে পারে না । তাই, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, লীলা-শক্তির প্রভাবেই, শ্রীকৃষ্ণ-রূপাদি আস্বাদনের নিমিত্ত ব্রজসুন্দরীদিগের চিত্তে বলবতী উৎকণ্ঠা ও আগ্রহ জন্মে ; এই উৎকণ্ঠা ও আগ্রহের ভাবেই তাঁহাদের চিত্ত আবিষ্ট হইয়া থাকে ; এবং এই আবেশের সহিতই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রসাদি আস্বাদন করিয়া অনির্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন—যে অনির্বচনীয় আনন্দ দেখিয়াও আবার শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে অপরসীম আনন্দের উদয় হয় । শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজসুন্দরীগণ যে প্রেম প্রকাশ করেন, তাহার প্রতিদানরূপেই যে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রসাদির আস্বাদন-জনিত আনন্দ উপভোগ করেন, তাহা নহে । “শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতি-প্রকাশ করিলে তাঁহার রূপ-রসাদি আস্বাদন করিতে পারিব”,—ইহা ভাবিয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি করেন না । আবার “ব্রজসুন্দরীগণ আমাকে প্রীতি করিয়াছেন, সুতরাং আমি আমার রূপ-রসাদি আস্বাদন করাইয়া তাঁহাদের প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিব,—অথবা, আমি তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন-চুম্বনাদি দান করিলে তাঁহারা আমাকে অধিকতর প্রীতি করিবেন,”—ইহা ভাবিয়াও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করেন না । ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেম যেমন হেতুশূন্য এবং ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য, শ্রীকৃষ্ণের প্রেমও তদ্রূপ হেতু-শূন্য ও ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য ; তথাপি প্রীতির স্বভাবেই পরমানন্দরূপ ফলের উদয় হয়—“সুখবাহু নাসি, সুখ বাঢ়ে কোটিভণ । ১।৪।১৫৭ ॥”

যাহা হউক, শ্রীরাধার ভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন—“সখি ! কৃষ্ণের অধর-সুখার মাধুর্য্যের কথা বলিবার শক্তি আমার নাই ; যে রমণী একবার ইহা আস্বাদন করিয়াছেন, তাহার মন আর অত বস্তুতে আকৃষ্ট হইতে পারে না, সর্বদাই ঐ অধর-সুখা আস্বাদনের নিমিত্তই তাহার মন লোলুপ—তাহার নিকটে অত বস্তুর মাধুর্য্য, তাহা যতই রমণীয় হউক না কেন, শ্রীকৃষ্ণের অধর-সুখার মাধুর্য্যের তুলনায় নিতান্ত নগণ্য বলিয়াই মনে হয় । যে রমণী কখনও ইহার আস্বাদ পায় নাই, কৃষ্ণের অধরে মন্দ হাসি দেখিলে সেও আর স্থির থাকিতে পারে না । সখি ! যে কখনও অমৃতের স্বাদ গ্রহণ করে নাই, অমৃতের স্বাদের কথা শুনে নাই, সে জানেনা অমৃত

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কত মধুর; স্মৃতির অমৃত দেখিলেও তাহার লোভ না জন্মিতে পারে; কিন্তু অমৃতের সঙ্গে যদি কর্পূর মিশ্রিত করিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে ঐ কর্পূরের স্নগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া কর্পূর-বাসিত অমৃত আশ্বাদনের নিমিত্ত সেও চঞ্চল হইয়া উঠে। তদ্রূপ সখি! যে নারী কখনও কৃষ্ণের অধর-রস পান করে নাই, সেই নারীও যদি তাঁহার মনোরম অধরে একবার মন্দহাসিটুকু দেখিতে পায়, তাহা হইলে ঐ হাস্তোজ্জ্বল অধরের স্নগন্ধ পান করিবার নিমিত্ত তাহার চিত্তে বলবতী লালসা ও উৎকণ্ঠা জন্মিয়া থাকে। সখি! কৃষ্ণের অধর-স্নগন্ধ পান করিতে না পারিলে মনে যে দুঃখ জন্মে, তাহা বর্ণনাতীত—কোনও ব্যবসায়ী তাহার ব্যবসায়ের সমস্ত মূলধন হারাইয়া ফেলিলে তাহার যে দুঃখ জন্মে, কৃষ্ণের অধর-স্নগন্ধ হইতে বঞ্চিত নারীর দুঃখের নিকটে তাহাও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।”

এই বিলাপটি মোহনাখ্য-ভাবের একটি দৃষ্টান্ত। কেহ কেহ বলেন, এই বিলাপটি চিত্রজন্মের অন্তর্গত অবজ্ঞার একটি দৃষ্টান্ত। কিন্তু ইহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। তাহার কারণ এই :—চিত্রজন্মের একটি বৈচিত্র্যই অবজ্ঞা; আবার দিব্যোন্মাদের একটি বৈচিত্র্যের নাম চিত্রজন্ম; স্মৃতির অবজ্ঞা, দিব্যোন্মাদের সাধারণ লক্ষণ, চিত্রজন্মের সাধারণ লক্ষণ, এবং অবজ্ঞার বিশেষ লক্ষণও থাকিবে। কিন্তু প্রভুর এই বিলাপ-বাক্যে ইহার কোনটাই যে বর্তমান নাই, তাহাই দেখান হইতেছে।

প্রথমতঃ, দিব্যোন্মাদে সর্বদাই “ভ্রমাতা বৈচিত্র্য—ভ্রমসদৃশ কোনও এক অনির্বচনীয় বৈচিত্র্য” থাকে। কিন্তু এই বিলাপে শ্রীরাধাভাবে আবিষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভ্রমসদৃশ কোনও বস্তুর নিদর্শন পাওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের উৎকণ্ঠায় শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রসাদি পঞ্চগুণের অনির্বচনীয় মাধুর্য ও আকর্ষণের কথা শ্রীরাধা যে ভাবে বলিয়াছেন, রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুও বিলাপ করিতে করিতে ঠিক সেই সকল কথাই সেই ভাবে বলিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, এই বিলাপে চিত্রজন্মের বিশেষ লক্ষণ বর্তমান নাই। শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতির সহিত সাক্ষাৎ হইলেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গুঢ়-রোষ-বশতঃ চিত্রজন্মের অভিব্যক্তি হয়। “প্রেমশ্রু স্মৃদালোকে গুঢ়রোষাভিজুড়িতঃ। তুরিভাবময়োগ্নৌ যন্তীত্রোৎকণ্ঠিতান্তিমঃ॥—উঃ নীঃ স্থায়িতাব, ১৪০।” কিন্তু এই বিলাপে শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে আগত শ্রীকৃষ্ণের কোনও স্মৃতির পরিচয় পাওয়া যায় না, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গুঢ় রোষেরও কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না; এই বিলাপের কথাগুলি শ্রীরাধার নিজ-প্রিয় সখীর নিকটেই উক্ত, কৃষ্ণের দূতের নিকটে নহে। তৃতীয়তঃ, অবজ্ঞার একটিও বিশেষ লক্ষণ ইহাতে নাই; অবজ্ঞা গুঢ়রোষবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের কাঠিন্য, কামুকত্ব এবং ধূর্ততার উল্লেখ করিয়া যেন ভীতিমিশ্রিত ঈর্ষ্যার সহিতই বলা হয় যে, শ্রীকৃষ্ণে আসক্তি স্থাপন করা নিতান্ত অযোগ্য। “হরৌ কাঠিন্য-কামিত্ব-ধৌর্ত্যাদাসক্ত্যযোগ্যতা। যত্র সের্ব্যাং ভিয়োবোক্তা সোহবজ্ঞঃ সতাং মতঃ॥—উঃ নীঃ স্থায়িতাব ১৪১॥” কিন্তু এই বিলাপে কৃষ্ণের কাঠিন্য, কামুকত্ব, বা ধূর্ততার কোনও ইঙ্গিতই দেখিতে পাওয়া যায় না; ঈর্ষ্যা বা ভয়েরও কোনও আভাস পাওয়া যায় না; এবং শ্রীকৃষ্ণে আসক্তি স্থাপন যে অযোগ্য, এইরূপ কোনও কথাই দেখিতে পাওয়া যায় না; বরং শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণাদির অসমোদ্ধ মাধুর্যের শক্তিতে তাঁহাতে যে রমণীবৃন্দের আসক্তি অপরিহার্য, একথারই স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

কেহ কেহ বলেন “কৃষ্ণরূপ-শব্দ স্পর্শ” ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের কাঠিন্যাদি প্রকাশ পাইয়াছে; কিন্তু আমাদের মনে হয়, উক্ত বাক্যসমূহে শ্রীকৃষ্ণের লালিত্য এবং কমনীয়ত্বই প্রকাশ পাইয়াছে। এসমস্ত কারণে আমাদের মনে হয়, এই বিলাপটি দিব্যোন্মাদের উদাহরণ নহে, ইহা মোহনাখ্য-ভাবের অপর একটি বৈচিত্র্য।

অথবা, শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজের স্বরূপ ভুলিয়া নিজেকে যে শ্রীরাধা মনে করিতেছেন, ইহাকে যদি “ভ্রমাতা বৈচিত্র্য” ধরা যায়, তাহা হইলে প্রভুর উক্তিকে দিব্যোন্মাদের উক্তি বলা যাইতে পারে। দিব্যোন্মাদে প্রেম-বৈবশ্চের যে বাচনিক অভিব্যক্তি, তাহাকে উজ্জ্বলনীলমণিতে “চিত্রজন্মাদি” বলা হইয়াছে; চিত্রজন্মাদি বলিতে চিত্রজন্ম এবং আরও কিছু বুঝায়; কিন্তু প্রভুর উক্তিগুলিতে চিত্রজন্মের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না; স্মৃতির চিত্রজন্মের

এত কহি গৌরহরি,
 কহে—শুন স্বরূপ রামরায় ।।
 কাহাঁ করেঁ। কাহাঁ যাও, কাহাঁ গেলে কৃষ্ণ পাও,
 দৌহে মোরে কহ সে উপায় ॥ ২২
 এই মত গৌরপ্রভু প্রতি দিনে দিনে ।
 বিলাপ করেন স্বরূপ-রামানন্দ-মনে ॥ ২৩
 সেই দুইজন প্রভুর করে আশ্বাসন ।

স্বরূপ গায়, রায় করে শ্লোক পঠন ॥ ২৪
 কর্ণামৃত বিদ্যাপতি শ্রীগীতগোবিন্দ ।
 ইহার শ্লোক-গীতে প্রভুর করায় আনন্দ ॥ ২৫
 একদিন মহাপ্রভু সমুদ্রতীরে যাইতে ।
 পুষ্পের উদ্যান তাহাঁ দেখি আচম্বিতে ॥ ২৬
 বৃন্দাবন-ভ্রমে তাহাঁ পশিল ধাইয়া ।
 প্রেমাবেশে বুলে তাহাঁ কৃষ্ণ অশেষিয়া ॥ ২৭

গৌর-কৃপা-ভরসিঙ্গী টীকা ।

আদি-শব্দে চিত্রজগৎ ব্যতীত অতঃপরে যে সকল প্রলাপোক্তির ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে, প্রভুর উক্তিসমূহ তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে হয় ।

এই বিলাপে শ্রীকৃষ্ণ-রূপাদির সর্বস্ফুটকর্ষক প্রদর্শন করিয়া তাঁহার কৃষ্ণ (আকর্ষণকারী) নামের সার্থকতা খ্যাপন করা হইয়াছে ; তাই বোধ হয় বিলাপের সর্বত্রই “কৃষ্ণ”-শব্দটাই ব্যবহৃত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের অপর কোনও নামের উল্লেখ করা হয় নাই ।

২২। এত কহি—পূর্বোক্ত বিলাপ-বাক্য বলিয়া । দু’জন্য—স্বরূপ-দামোদর ও রায় রামানন্দের । শুন স্বরূপ রামরায়—এহলে প্রভু তাঁহাদের নামই উল্লেখ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে আর “সখি” বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন না ; ইহাতে বুঝা যায়, ঐ বিলাপের পরেই প্রভুর বাহ্যস্বর্গ হইয়াছে । কাহাঁ করেঁ।—আমি কোথায় কি করিব । কাহাঁ যাও—কোথায় যাইব । শ্রীকৃষ্ণ-বিরহের মর্শ্বেভেদী যাতনায় শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির নিমিত্ত অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সহিত প্রভু এই কথা কয়টি বলিয়াছেন ।

২৪। আশ্বাসন—সাম্বনা দান । স্বরূপ গায়—স্বরূপদামোদর মহাপ্রভুর ভাবের অনুকূল পদ কীর্তন করেন । রায় করে শ্লোক পঠন—রায়রামানন্দ প্রভুর ভাবের অনুকূল শ্লোকাदि উচ্চারণ করেন । তাঁহারা উভয়ে এইরূপে প্রভুর বিরহ-যন্ত্রণার উপশম বিধান করিতে চেষ্টা করিতেন ।

২৫। কোন্ কোন্ গ্রন্থের শ্লোক ও গীত দ্বারা তাঁহারা প্রভুর চিত্তে সাম্বনা দিতে চেষ্টা করিতেন, তাহা এই পর্যায়ে বলা হইয়াছে ।

কর্ণামৃত—বিষ্ণুমঙ্গল-ঠাকুরের রচিত শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃত গ্রন্থ । বিদ্যাপতি—বিদ্যাপতির পদাবলী-গ্রন্থ । শ্রীগীতগোবিন্দ—জয়দেব-গোষামীর রচিত গ্রন্থ । ইহার শ্লোক-গীতে—কর্ণামৃত ও গীতগোবিন্দের শ্লোকে এবং বিদ্যাপতির (এবং গীতগোবিন্দের) গীতের সাহায্যে । করায় আনন্দ—প্রভুর চিত্তে আনন্দ দান করেন ।

প্রশ্ন হইতে পারে, শ্লোক বা গীত গুলিতে কিরূপে ভাবের উদ্বেগ প্রশমিত হয় ?

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে প্রভু যখন অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়িতেন, তখন শ্রীরাধা-কৃষ্ণের মিলনাত্মক কোনও শ্লোক বা গীত গুলিতে ঐ গীত বা শ্লোকের ভাবে আবিষ্ট হইয়া শ্রীরাধার ভাবে প্রভু, হয় তো বর্ণিত লীলায় নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত বলিয়া মনে করিতেন । এই মিলনের ভাব হৃদয়ে স্ফূর্তিত হইলেই বিরহের যন্ত্রণা দূরীভূত হইত ; মিলন-জনিত অনির্বচনীয় আনন্দ হৃদয়ে স্ফূর্তিলাভ করিত ।

২৬। পুষ্পের উদ্যান—ফুলের বাগান ।

২৭। বৃন্দাবন ভ্রমে—ফুলবাগান দেখিয়া প্রভুর মনে হইল, ইহাই বৃন্দাবন ।

প্রভু সর্বদাই ব্রজের ভাবে আবিষ্ট থাকিতেন ; গোবর্দ্ধন-বৃন্দাবনাদির কথাই সর্বদা প্রভুর চিত্তকে অধিকার করিয়া থাকিত ; মনে মনে তিনি সর্বদা বৃন্দাবনাদিই দর্শন করিতেন ; এইরূপ যখন প্রভুর মনের অবস্থা, তখনই

রাসে রাধা লঞা কৃষ্ণ অন্তর্দান কৈলা ।
পাছে সখীগণ যৈছে চাহি বেড়াইলা ॥ ২৮

সেই ভাবাবেশে প্রভু প্রতি তরুলতা ।
শ্লোক পড়ি-পড়ি চাহি বুলে যথাতথা ॥ ২৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টকা ।

একদিন সমুদ্র-তীরে পুষ্পোদ্ভান দেখিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল—ইহাই শ্রীবৃন্দাবন । বৃন্দাবন পুষ্প-কাননময়, তাই পুষ্পোদ্ভান দেখিয়া তাহাকে বৃন্দাবন বলিয়া মনে করিলেন ।

তাই—পুষ্পোদ্ভানে । পশিল—প্রবেশ করিল । ধাইয়া—দৌড়াইয়া, দ্রুতবেগে । কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার উৎকর্ষায় প্রভু দ্রুতগতিতে ধাবিত হইলেন । বুলে—ভ্রমণ করে । অব্বেষিয়া—তালাস করিয়া ।

২৮ । রাসে—শারদীয় মহারাস-লীলায় ।

কৃষ্ণ অন্তর্দান কৈল—শারদীয় মহারাসের প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের সহিত কিছুক্ষণ বিলাসাদি করিবার পর তিনি বুদ্ধিতে পারিলেন যে, তাঁহার সহিত বিলাসাদির সৌভাগ্য লাভ করাতে গোপীদিগের চিন্তে গর্ভ ও মানের উদয় হইয়াছে ; এই গর্ভ-প্রশমনের এবং মান-প্রসাদনের উদ্দেশ্যে তখন তিনি শ্রীরাধাকে লইয়া রাসস্থলী হইতে সহসা অন্তর্হিত হইয়াছিলেন । “তাসাং তৎসৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ । প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥—শ্রীমদ্ভাগবত ১০।২৯।৪৮ ।” তখন শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া ব্রজাঙ্গনাগণ অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়িলেন ; এবং অত্যন্ত ব্যাকুলতার সহিত বিলাপ করিতে করিতে বনে বনে শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । “অন্তর্হিতে ভগবতি সহস্রৈব ব্রজাঙ্গনাঃ । অতপ্যন্তুমচক্ষাণাঃ করিণ্য ইব যুথপম্ ॥—শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩০।১ ॥” কৃষ্ণ-বিরহে উন্মাদিনীর ন্যায় তাঁহারা বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ; প্রতি তরুলতাকেই তাঁহারা কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ; তাঁহারা মনে করিলেন, তাঁহাদের ন্যায় প্রতি তরুলতাই শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গের নিমিত্ত লালায়িত ; তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ হয় তো এই সমস্ত তরুলতার নিকটেই আসিয়াছেন, নিজের সঙ্গদানে ইহাদের সৌভাগ্যোদয় করিয়াছেন ; তার পর হয় তো তাঁহাদিগের ন্যায় এই সমস্ত তরুলতাকেও ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন ; ত্যাগ করিয়া গেলেও ইহারা হয় তো বলিতে পারিবে, কৃষ্ণ কোন্ দিকে গিয়াছেন । এইরূপ ভাবিয়াই ব্রজসুন্দরীগণ তরুলতাদির নিকটে কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ।

বলা বাহুল্য, শ্রীকৃষ্ণ যে শ্রীরাধাকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন, ব্রজাঙ্গনাগণ প্রথমে তাহা জানিতে পারেন নাই ; ইহা তাঁহারা যুগলিত পদচিহ্ন দেখিয়া পরে বুদ্ধিতে পারিয়াছিলেন । ২।৮।৭৭-১৮ পয়ারের টকা দ্রষ্টব্য ।

চাহি বেড়াইল—কৃষ্ণকে অন্বেষণ করিয়া বনে বনে ভ্রমণ করিলেন ।

২৯ । সেই ভাবাবেশে—কৃষ্ণান্বেষণ-পরায়ণ গোপীদিগের ভাবের আবেশে ।

তরু-পুষ্পোদ্ভিত উপবন দেখিয়া বৃন্দাবনের রাসস্থলী বলিয়াই প্রভুর মনে হইল ; তখন মনে করিলেন, রাসস্থলী দেখিতেছেন, অথচ কৃষ্ণকে দেখিতেছেন না ; তাই তিনি মনে করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন । যখনই এইরূপ ভাব মনে উদ্ভিত হইল, তখনই কৃষ্ণান্বেষণ-পরায়ণ গোপীদিগের ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভু বনে বনে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করার সময়ে গোপীগণ যে যে কথা বলিয়া তরুলতাদিগকে সন্বেদন করিয়াছিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতে তাহা শ্লোকাকারে লিখিত আছে ; প্রভু সেই সকল শ্লোক পড়িতে পড়িতে বৃক্ষাদিকে সন্বেদন করিয়া কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন । নিম্নে শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে ।

এস্থলে প্রভুর রাধাভাবের আবেশ নহে, গোপীভাবের আবেশ । এই লীলাটি উদ্ঘূর্ণা-নামক দিব্যোন্মাদ-লীলা ।

তথাহি (ভাঃ—১৫-৩০।৯, ৭-৮)—

চুত-প্রিয়াল-পনসাসন-কোবিদার-

জম্বক-বিশ্ববকুলাশ্রকদম্বনীপাঃ ।

যেহেতু পরার্থভবকা যমুনোপকূলাঃ

শংসন্ত কৃষ্ণপদবীং রহিতান্ননাং নঃ ॥ ৩

কচ্ছিতুলসি কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে ।

সহ বালিকুলৈর্বিদ্রষ্টেহুতিপ্রিয়োহুচ্যতঃ ॥ ৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

ফলাদিভিঃ সর্বপ্রাণিনাং সন্তর্পকা এতে পশ্বেয়ুরিতি পৃচ্ছন্তি চুতেতি । চুতাময়োরবাস্তবজাতিভেদঃ কদম্বনীপয়োশ্চ । হে চুতাদয়ো যেহেতু চ পরার্থভবকাঃ । পরার্থমিব ভবো জন্ম যেহাং তে । যমুনোপকূলা স্ত্রীভ্যাঃ কুলসমীপে বর্তমানাঃ তীর্থবাসিন ইত্যর্থঃ । তে ভবন্তো রহিতান্ননাং শূন্যচেতসাং নঃ কৃষ্ণপদবীং কৃষ্ণস্ত মার্গং শংসন্ত কথয়ন্ত । স্বামী । ৩

অলিকুলৈঃ সহ ত্বা ত্বাং বিদ্রং তবাপ্রিয়স্তয়া কিং দৃষ্ট ইতি । স্বামী । ৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

শ্লো । ৩ । অন্বয় । চুত-প্রিয়াল-পনসাসন-কোবিদার-জম্বক-বিশ্ববকুলাশ্রকদম্বনীপাঃ (হে চুত ! হে প্রিয়াল ! হে পনস ! হে অসন ! হে কোবিদার ! হে জম্বু ! হে অর্ক ! হে বিশ্ব ! হে বকুল ! হে আশ্র ! হে নীপ ! হে কদম্ব !) পরার্থভবকাঃ (পরোপকারার্থ ই বাহাদের জন্ম, তাদৃশ) যে অণু (অণু যে সমস্ত) যমুনোপকূলাঃ (যমুনাতীরবাসী বৃক্ষগণ) ! রহিতান্ননাং (শূন্যচিত্ত) নঃ (আমাদের—আমাদিগকে) কৃষ্ণপদবীং (শ্রীকৃষ্ণের পথ—শ্রীকৃষ্ণ কোন্ পথে গিয়াছেন, তাহা) শংসন্ত (বলিয়া দাও) ।

অনুবাদ । রাস-রজনীতে কৃষ্ণ-বিরহ-কাতরা গোপীগণ বলিলেনঃ—হে চুত ! হে প্রিয়াল ! হে পনস ! হে অসন ! হে কোবিদার ! হে জম্বু ! হে অর্ক ! হে বিশ্ব ! হে বকুল ! হে আশ্র ! হে নীপ ! হে কদম্ব ! হে যমুনা-তীরবাসী অণু তরুগণ ! পরোপকারের নিমিত্তই তোমাদের জন্ম ; আমরা কৃষ্ণ-বিরহে শূন্যচিত্ত (হতজ্ঞান) হইয়াছি, আমাদিগকে কৃষ্ণের পথ (কৃষ্ণ কোন্ পথে গিয়াছেন, তাহা) বলিয়া দাও । ৩

পূর্ববর্তী ২৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য । পরবর্তী ৩০-৩১ পয়ারে এই শ্লোকের মর্ম প্রকাশ করা হইয়াছে ।

পরার্থভবকাঃ—পরার্থেই (পরের উপকারের নিমিত্তই) ভব (জন্ম) বাহাদের, তাহারাই পরার্থভবক । পত্র, পুষ্প, ফল, ছায়া এমন কি নিজ অঙ্গ দ্বারাও (কাষ্ঠাদি দ্বারা) বৃক্ষগণ পরের উপকার করে বলিয়া তাহাদিগকে পরার্থভবক বলে । বৃক্ষগণের জন্ম এবং তাহাদের বাঁচিয়া থাকা যেন কেবল পরের জন্তই—তাহারা পত্র-পুষ্পাদি দ্বারা মানুষের উপকার তো করেই, আশ্রাদি দ্বারা পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদিরও উপকার করিয়া থাকে ; মরিয়া গেলেও তাহাদের দেহ (কাষ্ঠ) দ্বারা লোকের উপকার হয় । ইহাদের সমস্তই পরের জন্ত ; নিজের জন্ত কিছুই নাই—নিজের ফুলের গন্ধও নিজেরা গ্রহণ করে না, নিজের ফলও নিজেরা খায় না । তাই কৃষ্ণবিরহ-কাতরা ব্রজতরুগণ বলিয়াছেন—“বৃক্ষগণ ! পরের উপকারই তো তোমাদের জীবনের ব্রত ; কৃষ্ণ কোন্ পথে গিয়াছেন, বলিয়া দিয়া আমাদের উপকার কর—আমাদিগকে বাঁচাও ।”

যমুনোপকূলাঃ—যমুনার উপকূলে জন্ম বাহাদের, সেই বৃক্ষগণ ; যমুনার তীরবর্তী বৃক্ষগণ । কৃষ্ণপদবীং—কৃষ্ণের পদবী বা পথ ; কৃষ্ণ যে পথে গিয়াছেন, সেই পথ । রহিতান্ননাং বঃ—রহিত (শূন্য) হইয়াছে আত্মা (মন বা চিত্ত) বাহাদের, তাদৃশ আমাদের ; শূন্যচিত্ত আমাদের ; কৃষ্ণই আমাদের চিত্ত-মন নিহিত ছিল ; কৃষ্ণের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চিত্তও যেন আমাদের দেহ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে ।

শ্লো । ৪ । অন্বয় । তুলসি (হে তুলসি), কল্যাণি (হে কল্যাণি) ! গোবিন্দচরণপ্রিয়ে (হে গোবিন্দচরণ-প্রিয়ে) ! অলিকুলৈঃ (ভ্রমরসমূহের সহিত বিত্তমান) ত্বা (তোমাকে) বিদ্রং (ধারণকারী—ধারণ করিয়া) তে (তোমার) অতিপ্রিয়ঃ (অত্যন্ত প্রিয়) অচ্যুতঃ (অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণ) তে (তোমাকর্তৃক) কচ্ছিত দৃষ্টঃ (দৃষ্ট হইয়াছে কি) ?

মালত্যাংশি বঃ কচ্চিমল্লিকে জাতিযুথিকে ।

| প্রীতিং বো জনয়ন্ যাতঃ করস্পর্শেন মাধবঃ ॥ ৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

গুণাতিরেকেহপি নমস্বাদিমাঃ পশ্চ্যুরিতি পৃচ্ছন্তি মালতীতি । হে মালতি মল্লিকে জাতি যুথিকে যুগ্মাভিঃ কিমদর্শি দৃষ্টঃ । করস্পর্শেন বঃ প্রীতিং জনয়ন্ কিং যাত ইতি । অত্র মালতীজাত্যোরবান্তরবিশেষো দ্রষ্টব্যঃ । স্বামী । ৫

শ্লোক-কথা-তরঙ্গিণী টীকা ।

অনুবাদ । হে তুলসি ! হে কল্যাণি (জগন্মঙ্গলকারিণি) ! হে গোবিন্দচরণপ্রিয়ে ! যিনি অলিকুলের সহিত বর্তমান তোমাকে (বৈজয়ন্তীমালার অঙ্গরূপে এবং কেবল মাত্র তুলসী পত্রের মালারূপেও) ধারণ করিয়াছেন, তোমার অতিপ্রিয় সেই অচ্যুত-শ্রীকৃষ্ণকে কি তুমি দেখিয়াছ ?

পূর্ববর্তী ২৮ পর্যায়ের টীকা দ্রষ্টব্য । পরবর্তী ৩১ পর্যায়ের এই শ্লোকের মর্ম্ম ব্যক্ত হইয়াছে । তুলসীবৃক্ষকে লক্ষ্য করিয়া এই শ্লোক বলা হইয়াছে ।

গোবিন্দচরণপ্রিয়ে—গোবিন্দচরণপ্রিয়া-শব্দের সম্বোধনে গোবিন্দচরণপ্রিয়ে । গোবিন্দের (শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীবিষ্ণুর) চরণই প্রিয় ঐহার ; অথবা গোবিন্দের চরণের প্রিয় যিনি । ভক্তগণ শ্রীগোবিন্দের (শ্রীবিষ্ণুর) চরণে তুলসীপত্র দিয়া থাকেন ; তাই গোবিন্দের চরণই যেন তুলসীর হান হইয়া পড়িয়াছে ; এজন্ত গোবিন্দের চরণকে তুলসীর অত্যন্ত প্রিয়স্থান, অথবা তুলসীই গোবিন্দের চরণের অত্যন্ত প্রিয় বস্তু বলিয়া তুলসীকে গোবিন্দচরণপ্রিয়া বলা হইয়াছে । অথবা, গোপীচরণ, আচার্য্যচরণ প্রভৃতি স্থলে যেমন কেবল মাত্র আদর ব্যক্ত করার নিমিত্তই চরণ-শব্দ ব্যবহৃত হয়, তদ্রূপ “গোবিন্দ-চরণ”-শব্দের চরণ-শব্দ কেবলমাত্র আদর-ব্যঞ্জক ; এইরূপে, “গোবিন্দ-চরণ-প্রিয়া”-শব্দের অর্থ হইল এই :—গোপীগণ বলিতেছেন—আমাদের অত্যন্ত আদরের বস্তু যে গোবিন্দ, তাঁহার প্রিয় তুমি (হে তুলসি !); গোবিন্দচরণ-প্রিয়া—গোবিন্দপ্রিয়া । তুলসী যে গোবিন্দের অত্যন্ত প্রিয়, তাহার প্রমাণ শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে দেখান হইয়াছে । **অলিকুলৈঃ**—অলি (ভ্রমর)-কুল (সমূহ) ; অলিকুলের (ভ্রমরগণের) সহিত ; **ত্বা**—তোমাকে, তুলসীকে । **বিভ্রং**—ধারণকারী । শ্রীকৃষ্ণ যে বৈজয়ন্তীমালা বক্ষে ধারণ করেন, তাহাতে তুলসীপত্র থাকে ; তদ্ব্যতীত, সময় সময় আবার কেবলমাত্র তুলসীপত্রের মালাও তিনি কণ্ঠে ধারণ করিয়া থাকেন । তুলসীর স্তম্ভকে আকৃষ্ট হইয়া ভ্রমরগণ প্রায় সর্বদাই ঐ বৈজয়ন্তীকে বা তুলসী-পত্রের মালাকে জড়াইয়া থাকে ; শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু এই ভ্রমরগণের সহিতই বৈজয়ন্তী বা মালা কণ্ঠে ধারণ করিয়া থাকেন—এতই প্রিয় তাঁহার তুলসীপত্র বা তুলসী । তাই গোপীগণ বলিতেছেন—“তুলসি ! তুমি তো শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় ; যেহেতু, তিনি সর্বদা তোমাকে কণ্ঠে—বক্ষে—ধারণ করিয়া থাকেন ; ভ্রমরকুল তজ্জন্ত তাঁহাকে উত্বেগ করিলেও তিনি তোমাকে ত্যাগ করেন না । আমরা হুর্ভাগিনী ; আমরা তাঁহার সুরূপ প্রিয় নহি ; তাই তিনি স্বেচ্ছাই আমাদের ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন । সখি ! তুমি যখন তাঁহার এতই প্রিয়, তখন আমাদের মনে হয়, তিনি তোমার নিকটে আসিয়াছিলেন ; আসিয়া অবশ্য এখন চলিয়া গিয়াছেন ; কোন্ পথে গিয়াছেন, তুমি কি দেখ নাই সখি ! দেখিয়া থাকিলে আমাদের বল ; আমরা সেই পথেই তাঁহার অনুসন্ধান করিব ।”

শ্লো। ৫। অন্বয় । মালতি (হে মালতি) ! মল্লিকে (হে মল্লিকে) ! জাতি (হে জাতি) ! যুথিকে (হে যুথিকে) ! করস্পর্শেন (করস্পর্শদ্বারা) বঃ (তোমাদের) প্রীতিং (প্রীতি) জনয়ন্ (জন্মাইয়া) যাতঃ (গিয়াছেন) যিনি সেই) মাধবঃ (মাধব শ্রীকৃষ্ণ) বঃ (তোমাদিগ কর্তৃক) কচ্চিৎ (কি) অদর্শি (দৃষ্ট হইয়াছেন) ?

অনুবাদ । হে মালতি ! হে মল্লিকে ! হে জাতি ! হে যুথিকে ! মাধব করস্পর্শদ্বারা তোমাদের প্রীতি জন্মাইয়া এই পথেই গমন করিয়াছেন কি ? তোমরা কি তাঁহাকে দেখিয়াছ ? ৫

করস্পর্শেন—হস্তের স্পর্শ দ্বারা ; পুষ্পচয়ন কালে । তোমাদের পুষ্প অত্যন্ত স্তম্ভকি ও মনোরম ; তাই শ্রীকৃষ্ণ

আত্ম পনস পিয়াল জম্মু কোবিদার ! ।
তীর্থবাসী সন্তে কর পর-উপকার ॥ ৩০
কৃষ্ণ তোমার ইহাঁ আইলা,—পাইলে দর্শন ।

কৃষ্ণের উদ্দেশ্য কহি রাখহ জীবন ॥ ৩১
উত্তর না পাইয়া পুন করে অনুমান— ।
এ সব পুরুষজাতি—কৃষ্ণের সখার সমান ॥ ৩২

গোর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

আদর করিয়া তোমাদের পুষ্প চয়ন করিয়া থাকিবেন ; সেই সময়ে তোমাদের অঙ্গে তাঁহার সুন্দর করের স্পর্শও লাগিয়াছে এবং তাহাতে নিশ্চয়ই তোমাদের প্রীতি জন্মিয়াছে ।

পরবর্তী ৩৫ পয়ার ও পূর্ববর্তী ২৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

৩০ । এক্ষণে কয় পয়ারে পূর্বোক্ত তিনটি শ্লোকের মর্ম বলা হইতেছে ।

“আত্ম পনস” হইতে “রাখহ জীবন” পর্যন্ত দুই পয়ারে “চূত প্রিয়াল” ইত্যাদি শ্লোকের মর্ম ।

আত্ম—আম । মূল শ্লোকে “চূত ও আত্ম” দুইটি শব্দই আছে ; উভয়ের অর্থই আম । আম দুই রকম গাছে ফলে—এক লতায় ; আর বৃক্ষে, যাহা সচরাচর আমাদের দেশে দেখা যায় । শ্রীজীব গোস্বামিপাদ বলেন, লতাজাতীয় গাছের ফলকে বলে চূত ; আর বৃক্ষজাতীয় গাছের ফলকে বলে আত্ম । “চূতো লতাজাতিঃ । আত্মো বৃক্ষজাতিঃ ।—শ্রীজীব গোস্বামিকৃত বৈষ্ণব-তোষণী ।”

পনস—কাঁঠাল । প্রিয়াল—পিয়াল-বৃক্ষ ; ইহারই ফলকে “চার-বীজ” বলে ; এই ফল খাওয়া যায় । জম্মু—জম্মু-নামক প্রসিদ্ধ বৃক্ষ । কোবিদার—যুগপত্রক ; কোয়িলাব ; ইহা বিদ্যাচলাদি স্থানে প্রসিদ্ধ ।

মূলশ্লোকে “নীপ ও কদম্ব” এই দুইটি শব্দও আছে ; দুইটিতেই কদম্ব বুঝায় । নীপ বলে ধূলি-কদম্বকে ; ইহার পুষ্পসমূহে পরাগ অত্যন্ত বেশী, পুষ্পও বেশ বড় হয় ; আমাদের দেশে সচরাচর যাহাকে কদম্ব বলা হয়, ইহাই বোধ হয় নীপ । আর “কদম্বের” পুষ্পগুলি ছোট, কিন্তু ইহাতে সুগন্ধ অনেক বেশী ; ইহা শ্রীবৃন্দাবনে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায় ; ইহার পাতার সঙ্গে আমাদের দেশের কাঞ্চন-ফুলের-পাতার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে । কদম্ব ও নীপের পাতা এক রকম নহে । তীর্থ—ঘাট, কুল, তীর । অথবা পবিত্র স্থান ।

তীর্থবাসী—তীর্থে বাস করে যাহারা ; আত্ম-পনসাদি বৃক্ষ যমুনার কূলে অবস্থিত বলিয়া তাহাদিগকে তীর্থবাসী বলা হইয়াছে । ইহা শ্লোকস্থ “যমুনোপকূলাঃ” শব্দের অর্থ । সন্তে কর পর-উপকার—তোমরা সকলেই ফলাদি দ্বারা পরের মঙ্গল বিধান কর । ইহা শ্লোকস্থ “পরার্থভবকাঃ” শব্দের অর্থ ।

৩১ । তোমার ইহাঁ—তোমাদের এই স্থানে । কৃষ্ণের উদ্দেশ্য কহি—কৃষ্ণ কোথায় আছেন, বা কোন্ দিকে গিয়াছেন, তাহা বলিয়া । ইহা শ্লোকস্থ “শংসন্ত কৃষ্ণপদবীং” অংশের অর্থ । রাখহ জীবন—আমাদের জীবন রক্ষা কর, আমরা কৃষ্ণবিরহে হতজ্ঞান হইয়াছি । ইহা শ্লোকস্থ “রহিতাশ্রনাং নঃ” অংশের মর্ম ।

সমুদ্রকে যমুনা মনে করিয়া এবং সমুদ্রতীরবর্তী বৃক্ষসমূহকে যমুনা তীরবর্তী বৃক্ষ মনে করিয়া কৃষ্ণাশ্রয়ণ-পরায়ণা গোপীদিগের ভাবে আবিষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন—“হে আত্ম ! হে পনস ! হে পিয়াল ! হে জম্মু ! হে কোবিদার ! হে বিশ্ব ! হে বকুল ! হে কদম্ব ! হে নীপ ! হে অগ্ন্যগ্ন বৃক্ষগণ ! শ্রীকৃষ্ণ আমাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন ; কৃষ্ণ-বিরহে আমি নিতান্ত কাতরা হইয়াছি, মৃতপ্রায় হইয়াছি ; কৃষ্ণের সংবাদ বলিয়া আমাকে জীবন দান কর । কৃষ্ণ তোমাদের এখানে আসিয়াছিলেন, তোমরাও তাঁহার দর্শন পাইয়াছ ; বল, বল তিনি কোন্ দিকে গিয়াছেন ? তোমরা সকলেই তীর্থ-রাজী-যমুনার কূলে বাস করিতেছ, তোমরা পুণ্যাত্মা ; স্তবরাং সত্যবাদী ; তোমরা কখনও মিথ্যা কথা বলিবে না ; আমার প্রাণ যায় ; সত্য করিয়া বল, কৃষ্ণ কোথায় আছেন ? হে বৃক্ষগণ ! পরোপকারই তোমাদের ধর্ম ; ফলপুষ্প ছায়া প্রভৃতি দ্বারা পরোপকার সাধন করিবার উদ্দেশ্যেই তোমরা বৃক্ষজন্ম গ্রহণ করিয়াছ ; তোমরা কৃপা করিয়া আমার এই উপকারটি কর, কৃষ্ণ কোন্ পথে গিয়াছেন, বলিয়া দাও, আমার জীবন রক্ষা কর ।”

৩২ । উত্তর না পাইয়া—বৃক্ষগণের নিকট হইতে কোনও উত্তর না পাইয়া ।

এ কেনে কহিবে কৃষ্ণের উদ্দেশ্য আমার ? ।
 এ স্ত্রীজাতি লতা আমার সখীর প্রায় ॥ ৩৩
 অবশ্য কহিবে 'কৃষ্ণের পাএগাছে দর্শনে' ।
 এত অনুমানি পুছে তুলস্যাদিগণে— ॥ ৩৪

তুলসি'মালতি যুথি মাধবি মল্লিকে ! ।
 তোমার প্রিয় কৃষ্ণ আইলা তোমার অন্তিকে ? ॥ ৩৫
 তুমি সব হও আমার সখার সমান ।
 কৃষ্ণোদ্দেশ্য কহি সতে রাখহ পরাণ ॥ ৩৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

বৃক্ষগণ স্বভাবতঃই বাক্শক্তিহীন, কাহারও প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না, কোনও লোকের কথাও বোধ হয় বুঝিতে পারে না । তাহারা কি উত্তর দিবে ? কিন্তু প্রভু দিব্যোন্মাদগ্রস্ত ; বৃক্ষ যে কথা বলিতে পারে না, তাহা তিনি মনে করিতে পারেন না ; তিনি মনে করিলেন, ইহারা ইচ্ছা করিয়াই তাহার কথার উত্তর দিতেছে না ; কেন ইহারা উত্তর দিতেছে না, তাহার কারণও তিনি অনুমান করিলেন ।

করে অনুমান—বৃক্ষগণ কেন উত্তর দিল না, প্রভু তাহার কারণ অনুমান করিলেন । **এসব পুরুষ জাতি**—এই বৃক্ষসকল পুরুষ-জাতি । বৃক্ষশব্দ পুংলিঙ্গ বলিয়াই বোধ হয় বৃক্ষকে পুরুষজাতি বলা হইয়াছে । **কৃষ্ণের সখার সমান**—এই সকল বৃক্ষ পুরুষজাতি, কৃষ্ণও পুরুষ ; ইহাদের প্রাণ পুরুষের প্রাণের তুল্য, সমপ্রাণঃ সখা মতঃ । ইহারা কৃষ্ণের সখার তুল্য ।

গোপীভাবাপন্ন প্রভু অনুমান করিলেন—“এই সকল বৃক্ষ পুরুষজাতি ; ইহাদের প্রাণ পুরুষের প্রাণের তুল্যই কঠিন ; আমি জীলোক, আমার প্রাণের বেদনা ইহারা কিরূপে বুঝিবে ? আমার কাতরোক্তিতেও ইহাদের চিত্ত বিগলিত হয় নাই ; যদি হইত, তাহা হইলে আমার হৃৎথে হৃৎখী হইয়া নিশ্চয়ই আমার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিত, আমার হৃৎখ দূরীভূত করার উপায় বলিয়া দিত, শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান বলিয়া দিত । ইহারা আমার হৃৎখ বুঝে না, তাই আমার কথার উত্তর দিতেছে না । জীলোককে বিরহ-হৃৎখ দিয়া কৃষ্ণ স্মৃতি অনুভব করেন ; ইহা পুরুষেরই স্বভাব ; ইহারাও তো পুরুষ ; আমি জীলোক, আমার বিরহ-হৃৎখ দেখিয়া বোধ হয় ইহারাও স্মৃতি অনুভব করিতেছে । ইহারা তো কৃষ্ণেরই সখার তুল্য ! সমপ্রাণঃ সখা মতঃ । কৃষ্ণের সখা বলিয়া কৃষ্ণের স্মৃতিপোষণই তো ইহাদের ধর্ম ; আমাকে ত্যাগ করিয়া দূরে সরিয়া থাকাই যখন কৃষ্ণের ইচ্ছা, তখন ইহারাও সেই ইচ্ছারই পোষকতা করিবে ; আমি যাহাতে কৃষ্ণকে পাইতে না পারি, তাহাই করিবে ; সুতরাং ইহারা আমাকে কৃষ্ণের সন্ধান কেনই বা বলিয়া দিবে ?”

৩৩। এ স্ত্রীজাতি লতা—সাক্ষাতে এই যে লতাগুলি দেখা যাইতেছে, ইহারা স্ত্রীজাতি । লতাশব্দ স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়াই বোধ হয় লতাকে স্ত্রীজাতি বলা হইয়াছে । **আমার সখীর প্রায়**—আমি জীলোক, ইহারাও জীলোক ; সুতরাং ইহারা আমার সখীর তুল্য, ইহারা আমার প্রাণের বেদনা বুঝিবে ।

৩৪। অবশ্য কহিবে—আমার প্রাণের বেদনা বুঝিবে বলিয়া ইহারা নিশ্চয়ই আমাকে কৃষ্ণের সন্ধান বলিয়া দিবে । **এত অনুমানি**—এইরূপ অনুমান করিয়া । **পুছে**—জিজ্ঞাসা করে । **তুলস্যাদি গণে**—তুলসী প্রভৃতি লতাগণকে ।

বৃক্ষ-সকলের উত্তর না দেওয়ার কারণ অনুমান করিতে করিতে গোপীভাবাবিষ্ট প্রভু দেখিলেন, সম্মুখভাগে তুলসী-মালতী প্রভৃতি কতকগুলি লতা বিরাজিত রহিয়াছে ; দেখিয়াই দিব্যোন্মাদগ্রস্ত প্রভুর চিত্তে যেন একটু আশার সঞ্চার হইল ; তিনি ভাবিলেন—“এই যে লতাগুলি দেখিতেছি, ইহারা তো স্ত্রী-জাতি, জীলোকের মনের বেদনা ইহারা নিশ্চয়ই বুঝিবে ; ইহারা আমার সখীর তুল্য ; ইহারা নিশ্চয়ই কৃষ্ণের দর্শন পাইয়াছে ; এবং কৃষ্ণ কোন্ দিকে গিয়াছেন, তাহাও ইহারা জানে ; আমার হৃৎথে হৃৎখিনী হইয়া ইহারা নিশ্চয়ই আমাকে কৃষ্ণের সন্ধান বলিয়া দিবে ।” এইরূপ অনুমান করিয়া প্রভু তুলসী-মালতী প্রভৃতি লতাগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন । কি বলিলেন, তাহা পরবর্তী দুই পয়ারে ব্যক্ত আছে ।

৩৫-৩৬। “তুলসী মালতী” ইত্যাদি দুই পয়ারে “কচ্ছিতুলসি কল্যাণি” ইত্যাদি দুই শ্লোকের অর্থ করিতেছেন ।

উত্তর না পাইয়া পুন ভাবেন অন্তরে—।

‘এ ত কৃষ্ণদাসী’ ভয়ে না কহে আমারে ॥ ৩৭

আগে মৃগীগণ দেখি কৃষ্ণাঙ্গগন্ধ পাঞা ।

তার মুখ দেখি পুছে নির্ণয় করিয়া ॥ ৩৮

গৌর-কৃপা-ভরঙ্গিনী ঠাকা ।

তোমার প্রিয় কৃষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত আদরের সহিত তুলসী-পত্রের মালা এবং মালতী, যুথি, মাধবী, মল্লিকা প্রভৃতি পুষ্পের মালা ধারণ করেন বলিয়া ইহার কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় ; সুতরাং কৃষ্ণও ইহাদের প্রিয়, একরূপ অনুমান করিয়া “তোমার প্রিয় কৃষ্ণ” বলা হইয়াছে । **তোমার অন্তিকে**—তোমাদের নিকটে । **সখীর সমান**—তোমরা জীলোক, আমিও জীলোক ; কৃষ্ণ তোমাদেরও প্রিয়, আমারও প্রিয় ; তাই তোমরা আমার সখীর তুল্য । **কৃষ্ণোদ্দেশ্য**—কৃষ্ণের সন্ধান ; কৃষ্ণ কোন্ দিকে গিয়াছেন, তাহা ।

গোপী-ভাবাবিষ্ট প্রভু লতাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—“হে তুলসি ! হে মালতি ! হে মাধবি ! হে যুথি ! হে মল্লিকে ! তোমাদের পত্র-পুষ্প শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত প্রীতির সহিত অঙ্গে ধারণ করিয়া থাকেন ; তোমরা শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়, তাই তোমরা পত্র-পুষ্পাদি দ্বারা তাঁহার অঙ্গ ভূষিত করিয়া থাক, স্নগন্ধ দ্বারা তাঁহার নাসিকার আনন্দ-বিধান করিয়া থাক । তোমাদের প্রীতির আকর্ষণে কৃষ্ণ নিশ্চয়ই তোমাদের নিকটে আসিয়া থাকিবেন । বল, বল, তিনি কি তোমাদের নিকটে আসিয়াছিলেন ? তোমরা জীজাতি, আমিও জীলোক ; জীলোকের মনের বেদনা, প্রিয়-বিরহ-যন্ত্রণা, তোমরা নিশ্চয়ই বুঝিতে পার ; বিশেষতঃ, কৃষ্ণ তোমাদেরও প্রিয়, আমারও প্রিয় ; সুতরাং তোমরা আমার সখীর তুল্য ; কৃষ্ণ-বিরহে যে কি অসহ্য যন্ত্রণা, তাহা তোমরা বুঝিতে পার । সখি ! কৃষ্ণ-বিরহে আমার প্রাণ বহির্গত হইতেছে ; সখি ! আমাকে বাঁচাও, কৃষ্ণ কোন্ পথে গিয়াছেন, আমাকে বলিয়া দাও ।”

৩৭। উত্তর না পাইয়া—লতাগণের নিকট হইতে কোনও উত্তর না পাইয়া । **এ ত কৃষ্ণদাসী**—এ সমস্ত লতা শ্রীকৃষ্ণের দাসী । দাসীর স্নায়, পত্র-পুষ্পাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ ভূষিত করে বলিয়াই বোধ হয় লতাগণকে কৃষ্ণদাসী বলা হইয়াছে । **ভয়ে**—কৃষ্ণের ভয়ে ; কৃষ্ণের অমতে কৃষ্ণের সন্ধান বলিয়া দিলে, তাহাদের প্রভু কৃষ্ণ ক্রুপ হইতে পারেন বলিয়া ।

লতাগণের নিকটে কোনও উত্তর না পাইয়া দিব্যোন্মাদপ্রাপ্ত প্রভু মনে করিলেন—“না, ইহারা তো আমাকে কৃষ্ণের সন্ধান বলিয়া দিবে না—দিতে পারেও না । ইহারা কৃষ্ণের দাসী ; কৃষ্ণের অমতে আমাকে কৃষ্ণের সন্ধান বলিয়া দিলে, কৃষ্ণ পাছে ইহাদের প্রতি ক্রুপ হইয়েন, এই আশঙ্কা করিয়াই ইহারা আমাকে সন্ধান বলিয়া দিতেছে না । অথবা, ইহারা তো কৃষ্ণেরই দাসী, কৃষ্ণই হয়তো ইহাদিগকে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন, যেন কাহাকেও তাঁহার সন্ধান বলিয়া না দেয় ; তাই ইহারা নিরুত্তর ।”

৩৮। আগে—সম্মুখে । **মৃগী**—হরিণী । **কৃষ্ণাঙ্গগন্ধ পাঞা**—প্রভু কৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধ অনুভব করিয়াছিলেন । সম্ভবতঃ ঐ স্থানের পুষ্পসমূহের স্নগন্ধকেই প্রভু প্রেম-বৈবশ্যবশতঃ কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন । **তার মুখ**—মৃগীগণের মুখ । **পুছে**—জিজ্ঞাসা করে । **নির্ণয় করিয়া**—এইখানে কৃষ্ণ আসিয়াছিলেন, ইহা সিদ্ধান্ত করিয়া । শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ দ্বারা প্রভু এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন ।

অথবা, মৃগীগণের মুখ দেখিয়াই ইহা নির্ণয় করিয়াছিলেন (তার মুখ দেখি নির্ণয় করিয়া পুছেন) ; হরিণের চক্ষু স্বভাবতঃই বিস্তীর্ণ এবং প্রসন্নোজ্জ্বল ; কিন্তু প্রভু মনে করিলেন, হরিণী নিশ্চয়ই কৃষ্ণের দর্শন পাইয়াছে, তাই আনন্দে হরিণীর নয়ন প্রসন্নোজ্জ্বল হইয়াছে । এজন্ত হরিণীর চক্ষুর প্রসন্নোজ্জ্বলতা দেখিয়া প্রভু সিদ্ধান্ত করিলেন যে, কৃষ্ণ নিশ্চয়ই এখানে আসিয়াছিলেন । এই সমস্তই উদ্ঘূর্ণাখ্য দিব্যোন্মাদের লক্ষণ ।

লতাগণের উত্তর না পাইয়া প্রভু তাহাদের উত্তর না দেওয়ার কারণ অনুমান করিতেছেন, এমন সময় সম্মুখে কয়েকটি হরিণীকে দেখিতে পাইলেন ; ইহাং উন্মাদস্থ পুষ্পসমূহের স্নগন্ধও প্রভু অনুভব করিলেন ; কিন্তু এই স্নগন্ধকে

তথাহি (ভাঃ—১০।৩০।১১)—
 অপ্যেণপত্ন্যুপগতঃ প্রিয়য়েহ গাঠৈ-
 স্তন্বন্ দৃশাং সখি স্তনিবৃতিমচ্যুতো বঃ ।

কান্তাঙ্গসঙ্গকুচকুহুমরঞ্জিতায়াঃ
 কুন্দশ্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ ॥ ৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

হরিণ্যা দৃষ্টিপ্রত্যাসক্ত্যা কৃষ্ণদর্শনং সম্ভাব্যাহঃ অপীতি । হে সখি এণপত্নি অপি কিম্ উপগতঃ সমীপং গতঃ । গাঠৈঃ স্তন্বনৈর্মুখবাহ্বাদিভিঃ । প্রিয়য়া সহেতি যদ্বত্তং তত্র দ্ব্যেতকম্ । কান্তায়া অঙ্গসঙ্গস্তেন তৎকুচকুহুমেন রঞ্জিতায়াঃ কুন্দকুহুমশ্রজো গন্ধঃ কুলপতেঃ শ্রীকৃষ্ণস্ত বাতি আগচ্ছতি । স্বামী । ৬

গৌর কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

তিনি কৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধ মনে করিয়া অনুমান করিলেন যে, কৃষ্ণ নিশ্চয়ই এই স্থানে আসিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ এই মাত্র চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার অঙ্গগন্ধ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে । আবার হরিণীর চক্ষুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেম, তাহার চক্ষু অত্যন্ত প্রসন্ন ও উজ্জ্বল ; যদিও হরিণীর চক্ষু স্বভাবতঃই প্রসন্ন ও উজ্জ্বল, তথাপি প্রেমবৈবশ্যবশতঃ প্রভু মনে করিলেন যে, হরিণী নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়াছে, কৃষ্ণ-দর্শনজনিত আনন্দেই হরিণীর চক্ষুদ্বয় প্রসন্ন ও উজ্জ্বল হইয়াছে । এইরূপ মনে করিয়া গোপী-ভাবাবিষ্ট প্রভু হরিণীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন । “আপ্যেণপত্ন্যুপগতঃ” ইত্যাদি শ্লোকটি উচ্চারণ করিয়াই প্রভু হরিণীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন ।

শ্লো। ৬। অর্থঃ । সখি (হে সখি) ! এণপত্নি (মৃগপত্নি) ! প্রিয়য়া (প্রিয়ার—শ্রীরাধার সহিত) গাঠৈঃ (গা : দ্বারা — পরমসুন্দর মুখ-বাহু প্রভৃতি দ্বারা) বঃ (তোমাদের) দৃশাং (নয়ন সমূহের) স্তনিবৃতিং (পরমানন্দ) তন্বন্ (বিস্তার করিয়া) অচ্যুতঃ (শ্রীকৃষ্ণ) ইহ (এই স্থানে—এই উপবনে) উপগতঃ (উপনীত হইয়াছিলেন—আসিয়াছিলেন) অপি (কি) ? ইহ (এই স্থানে) কুলপতেঃ (গোকুলনাথ শ্রীকৃষ্ণের) কান্তাঙ্গসঙ্গকুচ-কুহুম-রঞ্জিতায়াঃ (কান্তাঙ্গ-সঙ্গ-নিমিত্ত কুচকুহুমরঞ্জিত) কুন্দশ্রজঃ (কুন্দপুষ্পমালার) গন্ধঃ (গন্ধ) বাতি (বহিতেছে) ।

অনুবাদ । হে সখি মৃগপত্নি ! প্রিয়ার (শ্রীরাধার) সহিত মিলিত হইয়া স্বীয় মনোহর অঙ্গসমূহদ্বারা তোমাদিগের নয়নের পরমানন্দ বিধান পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ কি এই বনে আসিয়াছিলেন ? (শ্রীকৃষ্ণের এই স্থানে আসার অনুমানের হেতু এই যে) এই স্থানে গোকুলপতি শ্রীকৃষ্ণের কান্তাঙ্গসঙ্গ-নিমিত্ত কুচকুহুমরঞ্জিত কুন্দমালার গন্ধ প্রবাহিত হইতেছে । ৬

এণপত্নি—এণের (হরিণের) পত্নী, মৃগপত্নী, মৃগী ; তাহার সম্বোধনে । প্রিয়য়া—প্রিয়সী শ্রীরাধার সহিত ; শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিতই রাসহলী হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন । গাঠৈঃ—শ্রীকৃষ্ণের গাত্রসমূহদ্বারা ; মনোহর মুখ-বাহু-বক্ষহলাদিদ্বারা । স্তনিবৃতিং—স্ত (উত্তম) নিবৃতি (আনন্দ) ; পরম-আনন্দ । তন্বন্—বিস্তার করিয়া । শ্রীকৃষ্ণের মনোহর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি দর্শন করিয়া মৃগীগণের নয়নের যে নিরতিশয় আনন্দ জন্মিয়াছিল, তাহাই এখানে ব্যক্ত হইল । কুলপতেঃ—কুল (গোকুল)-পতি শ্রীকৃষ্ণের । কান্তাঙ্গ-সঙ্গ কুচকুহুম-রঞ্জিতায়াঃ-- কান্তা শ্রীরাধার অঙ্গসঙ্গ দ্বারা, শ্রীরাধাকে আলিঙ্গন করিয়াছেন বলিয়া, সেই কান্তা শ্রীরাধার কুচের (স্তন্যগুলের) যে কুহুম, তদ্বারা রঞ্জিত কুন্দশ্রজঃ—কুন্দ-পুষ্পের মালার গন্ধ এখানে পাওয়া যাইতেছে । শ্রীরাধার স্তন্যগুল কুহুম-লেপে রঞ্জিত ; আর শ্রীকৃষ্ণের গলায় থাকে কুন্দফুলের মালা ; শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীরাধাকে আলিঙ্গন করিয়া থাকেন, তখন রাধাবক্ষের কুহুম কৃষ্ণবক্ষের কুন্দমালায় লাগিয়া কুন্দমালার এক অপূর্ব গন্ধ উৎপাদন করে । কৃষ্ণাঙ্ঘ্র্যেণ-পরায়ণা গোপীগণ বলিতেছেন—“সখি ! এণপত্নি ! কৃষ্ণবক্ষের কুন্দমালার সহিত রাধাবক্ষের কুহুম লিপ্ত হইলে যে এক অনির্বচনীয় সুগন্ধের উৎপত্তি হয়, আমরা এখানে সেই গন্ধ পাইতেছি ; তাহাতেই অনুমান হয়, শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণ এখানে আসিয়াছিলেন ।”

পরবর্তী তিন পয়ারে এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ।

কহ যুগি ! রাধাসহ শ্রীকৃষ্ণ সর্বথা ।
তোমায় সুখ দিতে আইলা, নাহিক অগ্ৰথা ॥ ৩৯
রাধার প্রিয়সখী আমরা, নহি বহিরঙ্গ ।

দূরে হৈতে জানি তাঁর যৈছে অঙ্গ-সঙ্গ ॥ ৪০
রাধা-অঙ্গসঙ্গে কুচকুস্কুমে ভূষিত ।
কৃষ্ণ-কুন্দমালা-গন্ধে বায়ু সুবাসিত ॥ ৪১

গৌর-কৃপা-ভরসি গীটাকা ।

৩৯। “কহ যুগি” ইত্যাদি তিন পয়ার হরিণীর প্রতি প্রভুর উক্তি; এই তিন পয়ার “অপ্যেণপন্যুপগতঃ” ইত্যাদি শ্লোকের অনুবাদ ।

সর্বথা—সর্বপ্রকারে । সুখ দিতে—মদনমোহনরূপে দর্শন দিয়া তোমার আনন্দ বিধান করিবার নিমিত্ত ।
নাহিক অগ্ৰথা—কৃষ্ণ যে এখানে আসিয়াছেন, ইহা নিশ্চয়ই, ইহাতে আর অগ্ৰথা (দ্বিধা) নাই ; তিনি এখানে আসেন নাই, একথা বলিলে চলিবে না । এইরূপ দৃঢ় সিদ্ধান্তের হেতু (শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ—তাহা) পরবর্তী পয়ারে উক্ত হইয়াছে ।

“নাহিক অগ্ৰথা” হলে “না কর অগ্ৰথা” পাঠান্তরও আছে ; অর্থ—অগ্ৰথা করিওনা ; কৃষ্ণ এখানে আসেন নাই, এমন কথা বলিও না ।

৪০। নহি বহিঃঙ্গ—আমরা রাধার অন্তরঙ্গা সখি, বহিরঙ্গা নহি ; তাই শ্রীরাধার অঙ্গগন্ধাদি কিরূপ, তাহা আমরা বিশেষরূপেই জানি এবং কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধাদি কিরূপ তাহাও আমরা বিশেষরূপেই জানি ।

দূরে হৈতে—নিকটে না যাইয়াও, দূর হইতে গন্ধ অনুভব করিয়াই । তাঁর—শ্রীরাধার । যৈছে—যে রূপ ।
অঙ্গ-সঙ্গ—শ্রীকৃষ্ণের সহিত অঙ্গ-সঙ্গ ।

দূরে থাকিয়াও বায়ুদ্বারা চালিত গন্ধ অনুভব করিয়াই আমরা বলিতে পারি, শ্রীকৃষ্ণের কোন্ অঙ্গের সহিত শ্রীরাধার কোন্ অঙ্গের সঙ্গ হইয়াছে ।

৪১। রাধা-অঙ্গসঙ্গে—শ্রীরাধার অঙ্গের সহিত সঙ্গবশতঃ । কুচকুস্কুমে ভূষিত—শ্রীরাধার কুচ (স্তন)-যুগলে যে কুসুম ছিল, সেই কুসুমদ্বারা ভূষিত (কুন্দমালা-বিশিষ্ট) । কৃষ্ণ-কুন্দমালা—কৃষ্ণের বক্ষঃস্থিত কুন্দমালা ।
কুন্দমালা—কুন্দপুষ্পের মালা ।

এই পয়ারের অর্থ এইরূপ—শ্রীরাধার অঙ্গসঙ্গবশতঃ, কুচ-কুসুম-ভূষিত (কৃষ্ণ-) কুন্দমালার গন্ধে বায়ু সুবাসিত হইয়াছে ।

শ্রীরাধার কুচ-যুগলস্থিত কুসুমের গন্ধ আমরা চিনি ; শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থিত কুন্দমালার গন্ধও আমরা চিনি । এক্ষণে বায়ুদ্বারা প্রবাহিত যে গন্ধটি অনুভব করিতেছি, তাহা এই উভয়ের সম্মিলিত গন্ধ, কৃষ্ণ-বক্ষঃস্থিত কুন্দমালার গন্ধের সঙ্গে শ্রীরাধার কুচস্থিত কুসুমের মিলিত গন্ধ । ইহাতেই আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, শ্রীকৃষ্ণের বক্ষের সঙ্গে শ্রীরাধার বক্ষের দৃঢ় সংযোগ হইয়াছে ; তাহাতেই শ্রীরাধার কুচস্থিত কুসুমের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থিত কুন্দমালা বিভূষিত (রঞ্জিত) হইয়াছে ; বায়ু এতাদৃশী কুন্দমালার গন্ধ বহন করিয়া সুগন্ধি হইয়াছে ।

গোপীভাবাবিষ্ট প্রভু যুগীগণকে বলিলেন—“যুগি ! আমাকে কৃষ্ণের সন্ধান বলিয়া দাও । মদনমোহনরূপে তোমাকে দর্শন দিয়া তোমার আনন্দ বিধান করিবার নিমিত্ত শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চিতই এখানে আসিয়াছিলেন, তাহা অস্বীকার করিলে চলিবে না ; বায়ু-প্রবাহিত গন্ধ দ্বারাই তাহা আমরা বুঝিতে পারিয়াছি । যুগি ! আমরা শ্রীরাধার অন্তরঙ্গা প্রিয়সখী, শ্রীরাধার কোন্ অঙ্গের কিরূপ গন্ধ, কোন্ অঙ্গের ভূষণেরই বা কিরূপ গন্ধ, তাহা আমরা বিশেষরূপেই অবগত আছি ; আর শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী-শিরোমণি শ্রীরাধার অন্তরঙ্গা প্রিয়সখী বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটেও আমাদের সর্বদা যাতায়াত করিতে হয় ; তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের কোন্ অঙ্গের কিরূপ গন্ধ, তাঁহার কোন্ অঙ্গের ভূষণেরই বা কিরূপ গন্ধ, তাহাও আমরা বিশেষরূপেই অবগত আছি । এসমস্ত কারণে, বায়ুপ্রবাহিত গন্ধ অনুভব করিয়াই দূর হইতে

‘কৃষ্ণ ইহাঁ ছাড়ি গেলা, ইহঁো বিরহিণী ।
কিবা উত্তর দিবে এই না শুনে কাহিনী ॥ ৪২
আগে বৃক্ষগণ দেখে পুষ্প-ফল-ভরে ।
শাখাসব পড়ি আছে পৃথিবী-উপরে ॥ ৪৩
‘কৃষ্ণ দেখি এইসব করে নমস্কার’ ।
কৃষ্ণাগমন পুছে তারে করিয়া নির্দার ॥ ৪৪

তথাহি (ভাঃ—১০।৩০।১২)—

বাহুং প্রিয়াংস উপধায় গৃহীতপদ্মো
রামানুজন্তলসিকালিকুলৈর্ন্যদাকৈঃ ।
অবীয়মান ইহ বস্তুরবঃ প্রণামং
কিংবাভিনন্দতি চরন্ প্রণয়াবলোকৈঃ ॥ ৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

ফলভারেণ তাস্তকুন্ কৃষ্ণং দৃষ্ট্বা প্রণতা ইতি মহা প্রিয়য়া সহ তন্ত্ৰ গতিবিলাসং সম্ভাবয়ন্তঃ পৃচ্ছন্তি বাহুমিতি
তুলসিকায়্যা অলিকুলৈরত স্তদামোদমদাকৈরবীয়মানোহনুগম্যমান ইহ চরমিতি । স্বামী । ৭

গৌর-কৃপা-ভরস্বিনী টীকা ।

আমরা বলিতে পারি যে, শ্রীকৃষ্ণের কোন্ অঙ্গের সহিত শ্রীরাধার কোন্ অঙ্গের সঙ্গ হইয়াছে । এক্ষণে এখানে বায়ুর
মধ্যে যে অপূৰ্ণ স্নগন্ধগীর অনুভব হইতেছে, তাহা শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থিত কুন্দমালার গন্ধের সঙ্গে শ্রীরাধার স্তন্যগুণস্থিত
কুঙ্কমের মিলিত গন্ধ ; ইহাতে বুঝা যাইতেছে, এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় বক্ষঃস্থল দ্বারা শ্রীরাধার বক্ষঃস্থলকে দৃঢ়রূপে
আলিঙ্গন করিয়াছেন, তাহাতেই শ্রীরাধার কুচবুগলস্থিত কুঙ্কমের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থিত কুন্দমালা স্পর্ষজিত হইয়াছে ;
বায়ু সেই কুঙ্কম রঞ্জিত কুন্দমালার গন্ধ বহন করিয়া স্রবাসিত হইয়াছে । মুগি ! যাহা বলিলাম, ইহাতে কোনও সন্দেহই
থাকিতে পারে না ; শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে লইয়া নিশ্চয়ই এখানে আসিয়াছিলেন । বল মুগি ! তাঁহারা এখন কোন্‌দিকে
গিয়াছেন ?”

৪২। ইহাঁ— এইস্থান ; ইহঁো— মুগী ।

না শুনে কাহিনী— শ্রীকৃষ্ণবিরহের ব্যাকুলতাবশতঃ এবং কৃষ্ণচিন্তায় তন্ময়তাবশতঃ আমি যাহা বলিতেছি,
তাহা এই মুগী শুনিতে পায় নাই ।

মুগীর নিকট হইতে কোনও উত্তর না পাইয়া প্রভু মনে করিলেন—“কৃষ্ণ এই স্থান হইতে চলিয়া গিয়াছেন,
মুগীকে ছাড়িয়া গিয়াছেন ; এই মুগী এখন কৃষ্ণবিরহে অত্যন্ত ব্যাকুল ; বিরহজনিত চিন্তায় এই মুগী এতই তন্ময় হইয়া
আছে যে, আমার কথা হয়তো শুনিতেই পায় নাই ; এ কিরূপে আমার কথার উত্তর দিবে ?”

৪৩। আগে—সমুখভাগে । শাখা সব—বৃক্ষের শাখা সকল ।

৪৪। কৃষ্ণ দেখি ইত্যাদি—বৃক্ষের শাখাসমূহ ফলপুষ্পভরে নত হইয়া মাটি স্পর্শ করিয়া আছে ; তাহা
দেখিয়া প্রভু মনে করিলেন, “ইহারা কাহাকেও নমস্কার করিতেছে ; নিশ্চয়ই কৃষ্ণ এইস্থানে আসিয়াছিলেন ; তাঁহাকে
দেখিয়াই এই সকল বৃক্ষ শাখারূপ মস্তক অবনত করিয়া নমস্কার করিতেছে ।”

করিয়া নির্দার—এইস্থানে নিশ্চয়ই কৃষ্ণ আসিয়াছিলেন, ইহা সিদ্ধান্ত করিয়া ।

মুগীগণের উত্তর না দেওয়ার কথা ভাবিতেছেন, এমন সময় প্রভু দেখিলেন, সমুখে কতকগুলি বৃক্ষ ; ফলপুষ্পভরে
তাহাদের শাখা প্রায় ভূমি স্পর্শ করিয়াছে ; প্রভু অনুমান করিলেন, ইহারা কৃষ্ণকে নমস্কার করিতেছে, নিশ্চয়ই কৃষ্ণ
এস্থলে আসিয়াছিলেন ; এইরূপ মনে করিয়া “বাহুং প্রিয়াংস” ইত্যাদি নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে তিনি বৃক্ষগণকে কৃষ্ণের কথা
জিজ্ঞাসা করিলেন ।

শ্লো । ৭। অন্বয় । তরবঃ (হে তরুগণ) ! মদাকৈঃ (মদাক) তুলসিকালিকুলৈঃ (তুলসীবনস্থিত মদাক
ভ্রমরগণ কর্তৃক) অবীয়মানঃ (অনুসৃত হইয়া) রামানুজঃ (রামানুজ শ্রীকৃষ্ণ) প্রিয়াংসে (প্রেয়সীর স্বক্কে) বাহুং
(বাহু—বামহস্ত) উপধায় (স্থাপন পূর্বক) গৃহীতপদ্মঃ (দক্ষিণ হস্তে পদ্ম ধারণ পূর্বক) ইহ (এই বনে) চরন্ (বিচরণ

প্রিয়ামুখে ভুঙ্গ পড়ে, তাহা নিবারিতে ।

লীলাপদ্ম চালাইতে হৈলা অশ্রুচিন্তে ॥ ৪৫

তোমার প্রণামে কি করিয়াছে অবধান ? ।

কিবা নাহি করে ?—কহ বচন প্রমাণ ॥ ৪৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী চাঁকা ।

করিতে করিতে—ভ্রমণকালে) বঃ (তোমাদের) প্রণামং (প্রণামকে) প্রণয়াবলোকৈঃ (প্রণয়াবলোকন দ্বারা—প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টি দ্বারা) কিম্বা (কি) অভিনন্দতি (অঙ্গীকার করিয়াছেন) ?

অনুবাদ । কৃষ্ণাঘেষণ-পরায়ণা গোপীগণ ফলভাবাবনতঃ তরুণগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে তরুণগ ! তুলসীবনস্থিত মদান্ধ ভ্রমরগণ কর্তৃক অনুসৃত হইয়া রামানুজ শ্রীকৃষ্ণ যখন বামহস্ত প্রেয়সীর স্বন্ধে স্থাপন পূর্বক এবং দক্ষিণ হস্তে পদ্মধারণ-পূর্বক এই বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন তোমাদের প্রণামকে কি তিনি প্রণয়াবলোকন দ্বারা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন ? ৭

মদান্ধকৈঃ—তুলসীপুষ্পরসরূপ মদ পানে অন্ধ (হিতাহিত জ্ঞানশূন্য)—মত্ত তুলসিকালিকুলৈঃ—তুলসী-বনস্থিত ভ্রমরগণকর্তৃক **অস্বীয়মানঃ**—অনুসৃত শ্রীকৃষ্ণ । তুলসীফুলের মধুপান করার নিমিত্ত তুলসীবনে অনেক ভ্রমর ছিল ; তাহারা তুলসীর মধুপানে উন্মত্তপ্রায় হইয়া গিয়াছিল (উন্মত্ততার লক্ষণ এই যে, তাহারা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল ; তাই শ্রীরাধার মুখেও উড়িয়া পড়িতেছিল) । শ্রীকৃষ্ণ যখন এই তুলসীবনের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, তখন এই সকল মদমত্ত ভ্রমর তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিল—তাঁহার পাছে পাছে উড়িয়া যাইতেছিল (অবশ্য এ সমস্তই কৃষ্ণাঘেষণপরায়ণা গোপীদিগের অনুমান) । ভ্রমরগণকর্তৃক এইরূপ অনুসৃত **রামানুজ**—রামের (বলরামের) অনুজ (ছোটভাই) শ্রীকৃষ্ণ **প্রিয়াংসে**—প্রিয়ার (স্বীয় প্রেয়সী শ্রীরাধার) অংসে (স্বন্ধে) স্বীয় **বাহুং**—বামহস্ত (শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের বামদিকে ছিলেন, এরূপ মনে করিলে শ্রীরাধার স্বন্ধে বামহস্ত দেওয়াই স্বাভাবিক) **উপধায়**—স্থাপন করিয়া, স্বীয় বামপার্শ্বস্থিতা শ্রীরাধার স্বন্ধে স্বীয় বামহস্ত স্থাপন করিয়া এবং শ্রীরাধার বদনকমলে নিপতিত মদমত্ত ভ্রমর-সমূহকে বিতাড়িত করিবার উদ্দেশ্যে দক্ষিণহস্তে **গৃহীতপদ্মঃ**—পদ্মধারণ করিয়া যখন এই বনে বিচরণ করিতেছিলেন, তখন কি তিনি **প্রণয়াবলোকৈঃ**—প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিদ্বারা তোমাদের প্রণামকে অঙ্গীকার করিয়াছেন ? (বৃক্ষগণ ফলভারে নত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের এই নত অবস্থাকে এহলে প্রণাম বলা হইয়াছে) ।

পরবর্তী দুই পয়ারে এই শ্লোকের মর্ম ব্যক্ত করা হইয়াছে ।

৪৫ । “প্রিয়ামুখে” ইত্যাদি দুই পয়ারে বৃক্ষগণের প্রতি প্রভুর উক্তি ; এই দুই পয়ার “বাহুং প্রিয়াংস” ইত্যাদি শ্লোকের অনুবাদ ।

প্রিয়ামুখে—শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রীরাধার মুখে । **ভুঙ্গ**—ভ্রমর । **পড়ে**—মুখের স্পর্শকে আকৃষ্ট হইয়া মুখে আসিয়া বসিতে চায় । **তাহা নিবারিতে**—ভ্রমরগণকে নিবারণ করিতে । **লীলাপদ্ম**—শ্রীকৃষ্ণ নিজ দক্ষিণ হস্তে যে পদ্ম ধারণ করিয়া রাখেন, তাহা । **চালাইতে**—ভ্রমর তাড়াইবার নিমিত্ত সঞ্চালন করিতে । **অশ্রুচিন্তে**—অশ্রুমনস্ক ; ভ্রমর-তাড়নেই নিবিষ্ট-চিত্ত বলিয়া অশ্রু বিষয়ে মনোযোগ দিতে অসমর্থ ।

৪৬ । **তোমার প্রণামে** ইত্যাদি—তুমি যে প্রণাম করিয়াছ, তাহা কি কৃষ্ণ দেখিতে পাইয়াছেন ? **অবধান**—দৃষ্টি ; মনোযোগ । **কিবা নাহি করে**—না কি তোমার প্রণাম দেখিতে পান নাই ? **কহ বচন প্রমাণ**—প্রমাণস্বরূপ বাক্য বল ; তোমার প্রণাম অঙ্গীকার করিয়াছেন কিনা বল ।

বৃক্ষগণকে সম্বোধন করিয়া গোপীভাবাবিষ্ট প্রভু বলিলেন—“প্রেয়সী শ্রীরাধার স্বন্ধে হস্তস্থাপন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন এখানে আসিয়াছিলেন, এবং শ্রীরাধার মুখের স্পর্শকে আকৃষ্ট হইয়া ভ্রমরগণ যখন উড়িয়া আসিয়া পদ্মভ্রমে শ্রীরাধার মুখে বসিতেছিল, তখন ঐ ভ্রমরকে তাড়াইবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ বোধহয় স্বীয় হস্তস্থিত লীলাপদ্ম সঞ্চালনে এতই নিবিষ্ট ছিলেন যে, অশ্রু বিষয়ে তখন আর তাঁহার মনোযোগ দেওয়ার ক্ষমতা ছিলনা । তোমরা যে তখন তাঁহাকে প্রণাম করিয়াছ, তিনি কি তোমাদের সেই প্রণাম অঙ্গীকার করিয়াছেন ? না কি করেন নাই ? তাহা আমাকে বল ।”

কৃষ্ণের বিয়োগে এই সেবক দুঃখিত ।
 কিবা উত্তর দিবে ?—ইহার নাহিক সংবিত' ॥ ৪৭
 এত বলি আগে চলে যমুনার কূলে ।
 দেখে—তাহাঁ কৃষ্ণ হয় কদম্বের তলে ॥ ৪৮
 কোটিমন্মথমোহন মুরলীবদন ।
 অপার সৌন্দর্য্য হরে জগন্মত্ত-মন ॥ ৪৯
 সৌন্দর্য্য দেখিতে ভূমে পড়ে মূর্ছা হঞা ।
 হেনকালে স্বরূপাদি মিলিলা আসিয়া ॥ ৫০

পূর্ববৎ সর্ব্বাঙ্গে প্রভুর সাত্ত্বিক সকল ।
 অন্তরে আনন্দ-আশ্বাদ, বাহিরে বিহ্বল ॥ ৫১
 পূর্ববৎ সতে মিলি করাইল চেতন ।
 উঠিয়া চৌদিকে প্রভু করে দরশন ॥ ৫২
 কাহাঁ গেল কৃষ্ণ, এখনি পাইলুঁ দর্শন ।
 তাঁহার সৌন্দর্য্যে মোর হেরিল নেত্র মন ॥ ৫৩
 পুন কেনে না দেখিয়ে মুরলীবদন ।
 তাঁহার দর্শনলোভে ভ্রময়ে নয়ন ॥ ৫৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

৪৭। সেবক—দাস । বৃক্ষ ফুলিঙ্গ-শব্দ বলিয়া সেবক বলা হইয়াছে । ফল-পুষ্পাদি দ্বারা কৃষ্ণের সেবা করে বলিয়া বৃক্ষকে কৃষ্ণের সেবক বলা হইয়াছে । সংবিত—জ্ঞান ।

বৃক্ষের কোনও উত্তর না পাইয়া প্রভু মনে করিলেন—“বৃক্ষগণ তো কৃষ্ণেরই সেবক, কৃষ্ণ ইহাদিগকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন বলিয়া দুঃখে ইহারা হতজ্ঞান হইয়াছে ; কিরূপে আমার কথার উত্তর দিবে ?”

৪৮। এতবলি—পূর্বপয়ারোক্ত কথা বলিয়া । আগে চলে—অগ্রসর হইলেন । যমুনার কূলে—উদ্ভূতবশতঃ প্রভু বোধ হয় সমুদ্রকেই যমুনা মনে করিতেছেন । বৃক্ষগণের নিকট হইতে প্রভু অগ্রসর হইয়া সমুদ্রের দিকে চলিলেন ; যাইতে যাইতে সমুদ্রের নিকটে উপস্থিত হইলেন ; সমুদ্রকে প্রভু যমুনা বলিয়া মনে করিলেন ; সে স্থানে একস্রী কদম্ববৃক্ষ ছিল ; প্রভু দেখিলেন, কদম্ববৃক্ষের নীচে শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া আছেন । (কদম্বমূলে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছিল) ।

৪৯। এই পয়ারে শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিতেছেন, যাহা প্রভু কদম্বমূলে দেখিতে পাইয়াছিলেন ।

কোটি মন্মথ-মোহন—যাঁহার রূপ দেখিয়া কোটি মন্মথ (অপ্রাকৃত মদন)ও মোহিত হয় । মুরলী-বদন—শ্রীকৃষ্ণ মুখে মুরলী ধারণ করিয়া আছেন । অপার সৌন্দর্য্য—যে সৌন্দর্য্যের সীমা নাই ; অসমোর্দ্ধ-সৌন্দর্য্য । হরে জগন্মত্ত-মন—শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্যে জগতের সকলেরই নয়ন ও মনকে হরণ করে ।

৫০। কৃষ্ণ-বিরহ-কাতর শ্রীমন্মহাপ্রভু অকস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ-রূপ-মাধুর্য্য দর্শন করিয়া আনন্দাতিশয্যে মূর্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন । এমন সময় স্বরূপদামোদরাদি আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, তাঁহারা প্রভুর অশ্রুধারা বহির্গত হইয়াছিলেন ।

৫১। পূর্ববৎ—পূর্বে যে যে সময়ে প্রভু মূর্ছিত হইয়াছিলেন, সেই সেই সময়ের মত । সাত্ত্বিক—শ্বেদ-রোমাঞ্চাদি সাত্ত্বিক বিকার । অন্তরে আনন্দ আশ্বাদ—প্রভু অন্তরে অপরিসীম আনন্দ অনুভব করিতেছেন, সাত্ত্বিক-বিকার দর্শনে তাহা বুঝা যায় । বিহ্বল—হতচেতনের মত ।

৫২। পূর্ববৎ—প্রভুর কানে উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনামাদি উচ্চারণ করিয়া । উঠিয়া চৌদিকে ইত্যাদি—মূর্ছাভঞ্জন পরে প্রভু উঠিয়া এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলেন, যেন কাহাকেও খুঁজিতেছেন । তখনও প্রভুর সম্পূর্ণ বাহ্য হয় নাই, অর্দ্ধ বাহ্যদশা ।

৫৩-৫৪। “কাহাঁ গেল” ইত্যাদি দুই পয়ারে । অর্দ্ধ বাহ্যদশায় প্রভু বলিলেন—“হায় ! হায় ! কৃষ্ণ কোথায় গেলেন ? এখনি যে আমি তাঁহার দর্শন পাইয়াছিলাম, অকস্মাৎ তিনি কোথায় গেলেন ? কি অপরূপ সৌন্দর্য্য তাঁহার ? কোটি কোটি মদনও যে তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া যায় । তাঁহার অনির্বচনীয় সৌন্দর্য্যে তিনি আমার নয়ন-মনকে হরণ করিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন ? এই মাত্র আমি সেই মুরলী-বদনকে দর্শন করিলাম, এখন কেন আর দেখিতেছি না ? তাঁহার দর্শনের লোভে আমার নয়ন যে চতুর্দিকে তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে ।”

বিশাখাকে রাধা যৈছে শ্লোক কহিলা ।

সেই শ্লোক মহাপ্রভু পঢ়িতে লাগিলা ॥ ৫৫

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে (৮৪) -

নবান্দুলসদ্যুতিনবতড়িন্নোজ্জ্বলঃ

সুচিতমুরলীক্ষরচ্ছরদমন্দচন্দ্রাননঃ ।

ময়ূরদলভূষিতঃ স্তভগতারহারপ্রভঃ

স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি নেত্রস্পৃহাং ॥ ৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

অর্থৈকৈকমেবাং পঞ্চেন্দ্রিয়াণাং নামগ্রাহপূর্বকমাকর্ষণং কথয়ন্তী সতী কৃষ্ণা রূপাদি পঞ্চগুণানুজ্ঞানপিপ্রেমোৎ-
কণ্ঠয়া পুনস্তান্ পঞ্চশ্লোক্যা রূপং স্পষ্টয়তি নবান্দুলদেত্যাঙ্কেন । হে সখি ! স মদনমোহনঃ মদনস্ত কন্দর্পস্ত মোহনঃ ।
যদ্রা মদয়তি সন্তোগাংশে হর্যয়তি বিপ্রলস্তাংশে গ্রাপয়তি চেতি মদনঃ । মদী হর্যগ্রাপনয়োঃ । তাভ্যাং মোহয়তি
স্ববশীকরোতি ইতি মোহনঃ স চাসৌ স চেতি সঃ । শ্রীকৃষ্ণঃ মে মম নেত্রে স্পৃহাং তনোতি । স্বসৌন্দর্য্যরূপগুণেনিতি
শেষঃ । কীদৃশঃ ? নবান্দুলদপি লসন্তী দ্যুতির্যস্ত সঃ । নবতড়িতোহপি মনোজ্জ্বলম্বরং যস্ত সঃ । সূচী চিত্রয়া কুচিরয়া
মুরল্যা ক্ষুরং শোভমানং শরং-পূর্ণচন্দ্র ইব আননং যস্ত সঃ । অনেন মুখস্ত চন্দ্ররূপকেণ মুরল্যাস্তদগলদন্তধারাত্ত-
মায়াতং তস্তা ধ্বনিস্ত গার্জ্জিতমিতি বোহম্ । ময়ূরদলভূষিতঃ ময়ূরদলৈঃ চন্দ্রকচাক্রময়ূরশিখণ্ডকমণ্ডলবলয়িতকেশমিত্যুক্ত্যা
চূড়ায়ামূল্যাগ্রং পার্শ্বদ্বয়ে বলয়ীকৃতৈঃ কিম্বা চূড়াগ্রে ত্রিশাখাকারৈঃ ত্রিভিঃ শিখিপিষ্টৈ ভূষিতঃ । অনেন কৃষ্ণস্ত
মেঘরূপকেণ বর্হাণামিন্দ্রধনুস্রমায়াতম্ । স্তভগতারহারপ্রভঃ । তারা ইব হারো মুক্তাবলী মুক্তমালা । হারো
মুক্তাবলীতমরঃ । স্তভগচাসৌ স চেতি স্তভগতারহারস্তস্ত প্রভা শোভা যস্মিন্ । ভূষণ-ভূষণাঙ্গমিত্যুক্তো মেঘে চন্দ্রতারা-
ণামক্ষুরাণাং । কৃষ্ণস্তাদ্ভুতমেঘতম্ । ত্রিভঙ্গ্যেত্যাদি দ্বিতীয়তৃতীয়পাদপাঠভেদেতু শ্লোকস্তাপি বিশেষণাভ্যাম্ মেঘ ইব
মেঘঃ । তত্র ত্রিভঙ্গকচিরাঙ্কতির্মধুরবত্ববেশোজ্জলঃ । গুণাংগু-মধুরাননঃ কমলকান্তিজিল্লোচনঃ । ইতি বিশেষণচতুষ্টয়েন
সৌহার্য্যকৃতিমান্ । তত্রাপি ত্রিভঙ্গললিতঃ । তত্রাপি মধুরবত্ববেশেন শোভিতঃ । তত্রাপ্যত্যাঙ্কাদকাভ্যাং চন্দ্র-
পদ্মদ্বয়াভ্যাং সংযুক্তঃ । অনেনাপি অদ্ভুতমেঘতমায়াতম্ । অতো মম নেত্রয়োশ্চাতকত্বমুহম্ । সদানন্দবিধায়িনী । ৮

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

৫৫ । শ্রীকৃষ্ণের অপরূপ সৌন্দর্য্যের কথা বলিয়াই প্রভু আবার রাধাভাবে আবিষ্ট হইলেন ; শ্রীকৃষ্ণের
রূপ-দর্শনের নিমিত্ত স্বীয় নয়নের স্পৃহার কথা শ্রীরাধা বিশাখাকে যে ভাবে বলিয়াছিলেন, প্রভুও সেই ভাবের কথা
বলিতে লাগিলেন (নবান্দুল ইত্যাদি শ্লোকে) ।

স্বীয় অসমোর্দ্ধমাধুর্য্য আনন্দনের নিমিত্তই শ্রীরাধার ভাবকান্তি লইয়া শ্রীকৃষ্ণ গৌর হইয়াছেন ; স্তবরাং শ্রীকৃষ্ণ-
মাধুর্য্যের স্মৃতিতে প্রভুর রাধাভাবের আবেশ স্বাভাবিকই ।

শ্লো। ৮। অম্বর । সখি (হে সখি) ! নবান্দুলসদ্যুতিঃ (নবজলধর অপেক্ষাও সুন্দর যাঁহার
দেহকান্তি), নবতড়িন্নোজ্জ্বলঃ (নববিহ্ব্যং অপেক্ষাও মনোহর যাঁহার বসন) সুচিত-মুরলী-ক্ষরচ্ছরদমন্দচন্দ্রাননঃ
(যাঁহার সুন্দর-দর্শন-মুরলী-শোভিত শ্রীবদন অকলঙ্ক শারদ-শশীর ত্রায় শোভাসম্পন্ন) ময়ূরদলভূষিতঃ (যাঁহার কেশকলাপ
ময়ূরপুচ্ছভূষিত) স্তভগতারহারপ্রভঃ (এবং তারকার ত্রায় সমুজ্জল যাঁহার মুক্তাহারের কান্তি), সঃ মদনমোহনঃ
(সেই মদনমোহন) মে (আমার) নেত্রস্পৃহাং (নয়নের স্পৃহা) তনোতি (আপন সৌন্দর্য্যদ্বারা বর্দ্ধিত
করিতেছেন) ।

অনুবাদ । নব-জলধর অপেক্ষাও সুন্দর যাঁহার দেহকান্তি, নব-বিহ্ব্যং অপেক্ষাও মনোহর যাঁহার বসন,
যাঁহার সুন্দর-দর্শন-মুরলী-শোভিত শ্রীবদন অকলঙ্ক শারদ-শশীর ত্রায় শোভাসম্পন্ন, যাঁহার কেশকলাপ ময়ূর-পুচ্ছভূষিত,
এবং তারকার ত্রায় সমুজ্জল যাঁহার মুক্তাহারের কান্তি, হে সখি ! সেই মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ আপন সৌন্দর্য্য দ্বারা আমার
নয়নের স্পৃহা বর্দ্ধিত করিতেছেন । ৮

যথারাগ :—

নবঘন স্নিগ্ধ বর্ণ,

দলিতাঞ্জন চিকণ,

জিনি উপমানগণ,

হরে সভার নেত্র-মন

ইন্দীবর নিন্দি সুকোমল ।

কৃষ্ণকান্তি পরম প্রবল ॥ ৫৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী চাঁকা ।

নবাসুদলসদ্যুতিঃ—নব (নূতন) অসুদ (জলধর বা মেঘ) অপেক্ষাও লসন্তী (শোভাসম্পন্ন) ছাতি (কান্তি) ঝাঁহার; ঝাঁহার অঙ্গকান্তি নবজলধরের কান্তি অপেক্ষাও মনোরম । **নবতড়িগ্ননোজাধরঃ**—নব (নূতন) তড়িৎ (বিদ্যুৎ) অপেক্ষাও মনোজ্ঞ (মনোরম) অধর (বসন) ঝাঁহার; ঝাঁহার পরিধানের পীতবসন নূতন বিদ্যুৎ অপেক্ষাও মনোহর । **সুচিত্রমুরলীক্ষরচ্ছরদমন্দচন্দ্রাননঃ**—সুচিত্র (অতিসুন্দর) মুরলী-দ্বারা ক্ষরৎ (শোভমান) ঝাঁহার অমন্দ (অকলঙ্ক) শারদ চন্দ্রের তায় আনন (বদন); অকলঙ্ক শারদ-শশীর তায় ঝাঁহার সুন্দর বদন অতিসুন্দর মুরলীদ্বারা সুশোভিত; ঝাঁহার বদনই অকলঙ্ক শারদ-শশীর তায় মনোরম এবং তাদৃশ বদনের শোভা আবার ঝাঁহার সুন্দর-দর্শন মুরলীদ্বারা বর্দ্ধিত হইয়াছে; সুন্দর-দর্শন মুরলীর সম্পর্কে ঝাঁহার স্বতঃ-পরম-মনোরম বদনের শোভা অত্যধিকরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছে । **ময়ূরদলভূষিতঃ**—ময়ূরপুচ্ছদ্বারা যিনি বা ঝাঁহার কেশকলাপ ভূষিত; ঝাঁহার চুড়ায় ময়ূরপুচ্ছ শোভা পাইতেছে । **সুভগতারহারপ্রভঃ**—সুভগ (সমুজ্জল) তারার (তারকার) তায় হার (মুক্তাহার) = সুভগতারহার; তাহার প্রভা (শোভা) ঝাঁহাতে, তিনি সুভগতারহারপ্রভ; ঝাঁহার অঙ্গের প্রভাতেই মুক্তাহারের মুক্তাবলী তারকার তায় সমুজ্জল হইয়াছে, ঝাঁহার অঙ্গই মুক্তাহারের ভূষণস্বরূপ হইয়াছে । অথবা, সুভগ (সমুজ্জল) তারার তায় (তারার প্রভার তায়) হারের (মুক্তাহারের) প্রভা ঝাঁহার; তারকার তায় সমুজ্জল ঝাঁহার মুক্তাহারের কান্তি । যে শ্রীকৃষ্ণের নবজলধর-কান্তি-বক্ষোদেশে শ্বেত-মুক্তাহারের শোভা নীলাকাশে তারকাবলীর শোভার তায়ই চিত্তাকর্ষক । সেই মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যদ্বারা শ্রীরাধার নেত্র-স্পৃহাকে বর্দ্ধিত করিতেছে ।

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের দেহকে মেঘের সঙ্গে, তাঁহার পীতবসনকে বিদ্যুতের সঙ্গে, তাঁহার বদনকে শারদ-শশীর সঙ্গে এবং মুখসংলগ্ন মুরলীর ধনিকে চন্দ্রের অমৃতের সঙ্গে, চুড়াস্থিত ময়ূরপুচ্ছকে ইন্দ্রধনুর সঙ্গে, বক্ষকে আকাশের সঙ্গে এবং বক্ষস্থ মুক্তাবলীকে তারকার সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে । মেঘাচ্ছন্ন আকাশে চন্দ্র ও তারকার ওজ্জল্য সাধারণতঃ বিরল । এখানে মুখরূপ চন্দ্র এবং মুক্তাবলীরূপ তারকার উল্লেখে কৃষ্ণরূপ মেঘের অদ্ভুতত্বই সূচিত হইতেছে ।

উক্ত শ্লোকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদের অর্থঃ “সুচিত্রমুরলী……সুভগতারহারপ্রভঃ”-স্থলে এইরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয় :—“ত্রিভঙ্গকুচিরাকৃতির্মধুরবত্বেশোজ্জলঃ । সুধাংগুমধুরাননঃ কমলকান্তিজিলোচনঃ ॥” অর্থঃ—ত্রিভঙ্গকুচিরা-কৃতিঃ—ত্রিভঙ্গ এবং কুচির (ললিত) আকৃতি ঝাঁহার; ঝাঁহার আকার ললিত-ত্রিভঙ্গ । মধুরবত্বেশোজ্জলঃ—যিনি মধুরবত্বেশে উজ্জল (শোভিত); বত্বেশ-পুষ্পে ঝাঁহার মনোহর বেশ রচিত হয় । সুধাংগু-মধুরাননঃ—সুধাংগুর (চন্দ্রের) তায় মধুর (আনন্দদায়ক) আনন (মুখ) ঝাঁহার; ঝাঁহার সুন্দর বদন চন্দ্রের তায় আনন্দজনক । কমলকান্তি-জিলোচনঃ—কমলের (পদ্মের) কান্তিকেও পরাজিত করে ঝাঁহার লোচন (নয়ন); পদ্মের কান্তি অপেক্ষাও সুন্দর, স্নিগ্ধ এবং আনন্দদায়ক ঝাঁহার নয়নের কান্তি ।

এই শ্লোকটি শ্রীরাধার উক্তি । পরবর্তী ত্রিপদীসমূহে এই শ্লোকের অর্থ বিবৃত হইয়াছে ।

৫৬। উক্ত শ্লোক পড়িয়া প্রভু শ্লোকের অর্থ বিলাপচ্ছলে বলিতে লাগিলেন—“নবঘনস্নিগ্ধবর্ণ” ইত্যাদি ত্রিপদীতে । এখানে শ্রীকৃষ্ণ-রূপের অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তির বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে ।

শ্লোকস্থ “নবাসুদ-লসদ্যুতিঃ” এই অংশের অর্থ করিতেছেন, নবঘন-স্নিগ্ধ ইত্যাদি বাক্যে ।

নবঘন-স্নিগ্ধ-বর্ণ—নবঘন অপেক্ষাও স্নিগ্ধ বর্ণ ঝাঁহার । শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ নূতন মেঘের বর্ণ অপেক্ষাও স্নিগ্ধ, নয়নের তৃপ্তিজনক । এই বিলাপবাক্যসমূহে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণকে সর্বদাই মেঘের সঙ্গে তুলনা দেওয়া হইয়াছে ।

কহ সখি ! কি করি উপায় ? ।

কৃষ্ণাভূত বলাহক,

মোর নেত্র চাতক

না দেখি পিয়াসে মরি যায় ॥ প্র ৫৭

গৌর-কৃপা-ভরস্বিনী টকা ।

দলিতাজন-চিক্ৰণ—দলিত অঙ্গন অপেক্ষাও চিক্ৰণ; **দলিত**—সম্যক্রূপে মর্দিত। **চিক্ৰণ**—চাক্চিক্যযুক্ত। অঙ্গনকে বিশেষরূপে মর্দিত করিলে তাহার যেরূপ চাক্চিক্য হয়, শ্রীকৃষ্ণের বর্ণের চাক্চিক্য তাহা অপেক্ষাও অনেক বেশী। **ইন্দীবর**—নীলপদ্ম। **ইন্দীবর-নিম্দি-স্নুকোমল**—যাহা ইন্দীবরকেও নিন্দা করে, এরূপ স্নুকোমল। শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ (দেহ) নীলপদ্ম অপেক্ষাও স্নুকোমল। **উপমান**—যাহার সহিত উপমা দেওয়া হয়, তাহাকে উপমান বলে। প্রথম ত্রিপদীতে নবঘন, অঙ্গন এবং ইন্দীবরের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণের উপমা (তুলনা) দেওয়া হইয়াছে; এস্থলে নবঘন, অঙ্গন এবং ইন্দীবর হইল উপমান; কৃষ্ণের বর্ণ হইল উপমেয়। **জিনি উপমানগণ**—শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ সমস্ত উপমানকে পরাজিত করে। নবঘনই বল, দলিতাজনই বল, আর ইন্দীবরই বল, ইহাদের কাহারও সঙ্গেই শ্রীকৃষ্ণের বর্ণের উপমা দেওয়া যায় না; ইহারা প্রত্যেকেই শ্রীকৃষ্ণের বর্ণের অপেক্ষা কোটি কোটি গুণে নিকৃষ্ট। **হরে সভার নেত্রগন**—শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ সকলের নয়ন ও মনকে হরণ করে; হরণ করিয়া নিজের প্রতি নিয়োজিত করে; অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণরূপ একবার দর্শন করিলে আর অত্ন রূপ দর্শন করিতে ইচ্ছা হয় না, অত্ন বস্তুতে মন যায় না। **কৃষ্ণ-কান্তি**—কৃষ্ণের কান্তি বা রূপ। কান্তিশব্দে শ্রীকৃষ্ণরূপের কমনীয়তা ধ্বনিত হইতেছে। **পরম প্রবল**—অত্যন্ত বলশালী। অত্ন সকল বস্তু হইতে নেত্র-মনকে আকর্ষণ করিয়া নিজের দিকে আনয়ন করে বলিয়া “পরম প্রবল” বলা হইয়াছে।

শ্রীরাধার ভাবে প্রভু বলিলেন—“সখি! শ্রীকৃষ্ণের রূপের কথা কি বলিব? তাঁহার দেহের বর্ণ নূতন মেঘের বর্ণ অপেক্ষাও স্নিগ্ধ, নয়নের অধিকতর তৃপ্তিজনক; তাঁহার অঙ্গের চাক্চিক্যের নিকটে দলিত-অঙ্গনের চাক্চিক্যও অতি তুচ্ছ; সখি! তাঁহার অঙ্গ অত্যন্ত স্নুকোমল, তাহার কোমলতার তুলনায় নীলকমলের কোমলতাও নিতান্ত নগণ্য। সখি! এমন কোনও বস্তু তো জগতে খুঁজিয়া পাইনা, যাহার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ-রূপের তুলনা দেওয়া যাইতে পারে! শ্রীকৃষ্ণের রূপ একবার যে দেখিয়াছে, অত্ন কোনও বস্তু দেখিবার নিমিত্তই আর তাহার সাধ হয় না, অত্ন কোন বস্তুতেই আর তাহার মন যায় না; তাহার মন সর্বদা কৃষ্ণরূপ দেখিবার নিমিত্তই লালায়িত হয়, তাহার মন সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণরূপেই নিমগ্ন হইয়া থাকে। সখি! কৃষ্ণরূপের অসাধারণ শক্তির কথা আর কি বলিব? অত্ন সকল বস্তু হইতেই ইহা নয়ন ও মনকে আকর্ষণ করিয়া নিজের প্রতি নিয়োজিত করে; এমন আর কোনও শক্তি নাই, যাহা শ্রীকৃষ্ণরূপ হইতে নেত্রমনকে দূরে লইয়া যাইতে পারে।”

৫৭। **কহ সখি!**—রাধাভাবে প্রভু রামানন্দকে সখী বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। রামানন্দ ব্রজের বিশাখা সখী, শ্রীরাধার অত্যন্ত অন্তরঙ্গ। **বলাহক**—মেঘ। **অভূত**—আশ্চর্য্য। **কৃষ্ণাভূত বলাহক**—শ্রীকৃষ্ণ অতি আশ্চর্য্য মেঘের তুল্য। এই কৃষ্ণরূপ মেঘের অভূত এই যে, প্রথমতঃ, সাধারণ মেঘে চন্দ্ৰের উদয় হয় না (অর্থাৎ উদ্ভিত হইলেও দৃষ্ট হয় না); কিন্তু এই কৃষ্ণ-রূপমেঘে “অকলঙ্ক পূর্ণকল, লাভণ্য জ্যোৎস্না ঝলমল, চিত্রচন্দ্ৰের উদয়” হইয়াছে বলিয়া পরবর্তী ৫৯ ত্রিপদীতে বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, সাধারণ মেঘে সৌদামিনী স্থির হইয়া থাকে না, কিন্তু কৃষ্ণরূপ-মেঘে পীতাম্বররূপ স্থির বিজলী সর্বদা বর্তমান।

নেত্র—নয়ন, চক্ষু। **চাতক**—একরকম পক্ষী; ইহারা মেঘের জল ব্যতীত অত্ন জল পান করে না। **নেত্র চাতক**—নয়নরূপ চাতক। কৃষ্ণকে মেঘের সঙ্গে তুলনা দিয়া প্রভুর নয়নকে চাতকের সঙ্গে তুলনা দেওয়া হইয়াছে; চাতক যেমন মেঘের জল পানের জন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকে, প্রভুর নয়নও তেমনি শ্রীকৃষ্ণের রূপদর্শনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। চাতক যেমন মেঘের জল ব্যতীত অপর কিছু পান করেনা, প্রভুর নয়নও তেমনি শ্রীকৃষ্ণের রূপব্যতীত অপর কিছু দর্শন করিতে ইচ্ছুক নহে। **পিয়াসে**—পিপাসায় (চাতকপক্ষে); উৎকণ্ঠায় (নয়ন-পক্ষে)।

সৌদামিনী পীতাম্বর, স্থির রহে নিরন্তর, ইন্দ্রধনু শিখি-পাখা, উপরে দিয়াছে দেখা,
মুক্তাহার বকপাঁতি ভাল । আর ধনু বৈজয়ন্তী-মালা ॥ ৫৮

গোর-কুপা-তরঙ্গিণী ঢাকা ।

রামানন্দ রায়ের কণ্ঠ ধরিয়া রাধাভাবিষ্ট প্রভু বলিলেন—“সখি ! বল, আমি এখন কি উপায় করি ; শ্রীকৃষ্ণ নিজের রূপের দ্বারা আমার নেত্র-মন হরণ করিয়াছেন ; তাঁহার দর্শনের নিমিত্ত আমার নয়ন বড়ই উৎকণ্ঠিত । মেঘের জল ব্যতীত চাতক অণু কিছু পান করে না ; তদ্রূপ, সখি ! আমার নয়নও যে শ্রীকৃষ্ণের রূপ ব্যতীত অপর কিছু দর্শন করিতে ইচ্ছুক নহে । সখি ! মেঘের জল না পাইলে চাতক যেমন পিপাসায় মরিয়া যায়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন না পাইয়া উৎকণ্ঠায় আমারও যে মৃতপ্রায় অবস্থা হইল । কি করিব বল সখি ! কি উপায় অবলম্বন করিলে কৃষ্ণের দর্শন পাইব, আমাকে বলিয়া দাও সখি !

৫৮ । “নবতড়িন্মনোজ্ঞানঃ” অংশের অর্থ করিতেছেন ।

সৌদামিনী—বিদ্যুৎ । পীতাম্বর—পীতবর্ণের বস্ত্র । সৌদামিনী পীতাম্বর—শ্রীকৃষ্ণের পরিধানের পীতবসনই হইল কৃষ্ণরূপ-মেঘের বিদ্যুৎতুল্য । স্থির রহে নিরন্তর—সর্বদা স্থির ভাবে থাকে । সাধারণ মেঘে বিদ্যুৎ দেখা যায়, তাহা সকল সময় থাকেনা ; যখন থাকে, তখনও স্থির ভাবে থাকেনা ; চঞ্চল ভাবেই ক্ষণিকের জ্ঞান দেখা দিয়া আবার অন্তর্হিত হয় । কিন্তু কৃষ্ণরূপ মেঘে যে পীতবসনরূপ সৌদামিনী, তাহা সর্বদাই বর্তমান থাকে, এবং সর্বদাই অচঞ্চল অবস্থায় থাকে । ইহাও কৃষ্ণরূপ মেঘের অদ্বুতত্বের একটা হেতু ।

কোনও কোনও গ্রন্থে “স্থির নহে নিরন্তর” পাঠও আছে । অর্থ—সাধারণ মেঘের বিদ্যুৎ সর্বদা স্থির থাকে না, কিন্তু পীতবসনরূপ বিদ্যুৎ সর্বদাই স্থির ।

মুক্তাহার—শ্রীকৃষ্ণের গলার মুক্তাহার ।

বকপাঁতি—বকের পংক্তি ; বকপক্ষীর শ্রেণী ।

আকাশে যখন নূতন মেঘের উদয় হয়, তখন সময় সময় অনেকগুলি বক-পক্ষীকে মালার আকারে সজ্জিত হইয়া আকাশে উড়িয়া যাইতে দেখা যায় । ইহাকেই বকপাঁতি বলা হইয়াছে । কৃষ্ণরূপ নবমেঘেও এইরূপ বকপাঁতি আছে—শ্রীকৃষ্ণের বক্ষদেশে বিলম্বিত মুক্তার মালাই কৃষ্ণরূপ মেঘের বকপাঁতি । ভাবার্থ এই যে, আকাশে নূতন মেঘ উঠিলে উভয়ীয়মান বকসমূহকে যেমন সুন্দর দেখায়, শ্রীকৃষ্ণের নীল-বক্ষোবিলম্বিত মুক্তাহারকে তদপেক্ষাও সুন্দর দেখায় ।

ভাল—উত্তম, অতি সুন্দর । ইহা “সুভগতারহারপ্রভঃ” অংশের অর্থ ।

এক্ষণে “ময়ূরদলভূষিতঃ” অংশের অর্থ করিতেছেন ।

ইন্দ্রধনু—যখন গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতে থাকে, তখন সময় সময় সূর্য্যের বিপরীত দিকে, নানাবর্ণের ধনুকাকার একটা অতি সুন্দর বস্তু আকাশে দেখিতে পাওয়া যায় ; ইহার নাম ইন্দ্রধনু । শিখি-পাখা—ময়ূরের পাখা ; ময়ূরের পুচ্ছেও ইন্দ্রধনুর ত্যায় নানাবিধ বর্ণ বিদ্যমান আছে । উপরে—মেঘের উপরে ; শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে । আর ধনু—অপর একটা ইন্দ্রধনু । বৈজয়ন্তীমালা—শ্রীকৃষ্ণের গলদেশস্থ বৈজয়ন্তী মালা । বৈজয়ন্তীমালায় নানাবর্ণের ফুল ও পত্র থাকে ; তাই ইন্দ্রধনুর সহিত ইহার বর্ণের সাদৃশ্য আছে । নূতন মেঘ উদ্ভিত হইলে আকাশে সময় সময় দুইটি ইন্দ্রধনু দেখিতে পাওয়া যায় ; একটা উপরে এবং একটা তাহার নীচে । কৃষ্ণরূপ মেঘেও এইরূপ দুইটি ইন্দ্রধনু আছে—একটা উপরে, একটা তাহার নীচে ; শ্রীকৃষ্ণের মস্তকের চূড়াস্থিত পুচ্ছই উপরের ইন্দ্রধনুতুল্য, আর কণ্ঠ হইতে চরণ পর্য্যন্ত বিলম্বিত বৈজয়ন্তী মালাই নীচের ইন্দ্রধনু ।

প্রভু বলিলেন—“সখি ! মেঘের কোলে সৌদামিনী দেখিয়াছি, দেখিয়া কৃষ্ণের পীতবসনের কথাই মনে হইয়াছে । কিন্তু সখি ! নবীন-তমাল-কান্তি শ্রীঅঙ্গে পীতবসনের যে অপূর্ব শোভা, তাহার তুলনায় কালমেঘের কোলে সৌদামিনীর শোভা অতি তুচ্ছ ! সৌদামিনী এক পলক-সময়মাত্র ক্ষুরিত হইয়া নয়নকে বলসাইয়া দিয়া

মুরলীর কলধ্বনি,

মধুর গর্জ্জন শুনি,

অকলঙ্ক পূর্ণকল,

লাবণ্য-জ্যোৎস্না ঝলমল,

বৃন্দাবনে নাচে মৌরচয় ।

চিত্রচন্দ্রের বাহাতে উদয় ॥ ৫৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

পুনরায় গভীর অন্ধকারে নিমগ্ন করে ; কিন্তু সখি ! শ্রীকৃষ্ণের স্নিগ্ধোজ্জ্বল পীত বসন সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে বিরাজিত থাকিয়া দর্শকের নেত্র-মনকে প্রতিফলিত করিতে থাকে। সখি ! মেঘের সহিত কি কৃষ্ণের তুলনা হয় ? নবীন মেঘ উদিত হইলে আকাশে যখন শুভ্রবক-শ্রেণী উড়িয়া যায়, তাহা দেখিলে শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রনীলমণি-কবাট-তুল্য বিশাল বক্ষস্থলে দোহুল্যমান মুক্তাহারের কথাই মনে পড়ে ; সখি ! শ্রীকৃষ্ণের লীলা-চঞ্চল বক্ষস্থলে নিরুপম মুক্তাহারের নৃত্য দেখিলে কোন্ যুবতী স্থির থাকিতে পারে ? আর সখি ! নবীন মেঘোদয়ে আকাশে যখন নানাবর্ণে চিত্রিত ইন্দ্রধনুসুগলের প্রতি দৃষ্টি পতিত হয়, তখনই শ্রীকৃষ্ণের চূড়াহিত ময়ূরপুচ্ছের কথা মনে হয়, আর মনে হয় কৃষ্ণের আজানুলম্বিত বৈজয়ন্তীমালার কথা। সখি ! পবন-ভরে নৃত্যশীল ময়ূরপুচ্ছ দর্শন করিলে যুবতীগণের চিত্তও তাঁহার সহিত মিলনের উৎকণ্ঠায় চঞ্চল হইয়া উঠে ; আর কুঞ্জর-বিনিম্বিত মনোগমনে হেলিয়া ছলিয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন সখাদের সঙ্গে বিচরণ করিতে থাকেন, তখন বিচিত্র বর্ণের পত্র-পুষ্পে রচিত তাঁহার চরণ-চুখি-বৈজয়ন্তী-মালার প্রেমতরঙ্গায়িত নৃত্য দর্শন করিলে শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ-করার নিমিত্ত কোন্ রমণীর চিত্ত না অধীর হইয়া উঠে। সখি ! শ্রীকৃষ্ণের এতাদৃশ ভুবনমোহন রূপ দর্শন করিবার নিমিত্ত আমি নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছি। বল সখি ! কি উপায়ে আমি তাহা দেখিতে পাইব ?”

৫৯। “সুচিত্রমুরলীক্ষুরচ্ছরদমন্দচন্দ্রাননঃ” অংশের অর্থ করিতেছেন।

কলধ্বনি—মধুর শব্দ। মেঘ যেমন গর্জ্জন করে, কৃষ্ণরূপ মেঘও তেমনি গর্জ্জন করিয়া থাকে ; মুরলীর কলধ্বনিই হইতেছে কৃষ্ণরূপ মেঘের মধুর গর্জ্জন। “মধুর গর্জ্জন”-স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে “নবাব্রগর্জ্জন”-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। নবাব্র—নব (নূতন) অব্র (মেঘ) ; নূতন মেঘ ; নব জলধর। নবাব্রগর্জ্জন—নব মেঘের গর্জ্জন। মুরলীর কলধ্বনিকে নবমেঘের মৃদুমধুর গর্জ্জন বলা হইয়াছে। **মৌরচয়**—মধুর সমূহ। মেঘের গর্জ্জন শুনিয়া যেমন ময়ূর নৃত্য করে, শ্রীকৃষ্ণরূপ মেঘের মুরলী ধ্বনিক্রম মধুর গর্জ্জন শুনিয়াও বৃন্দাবনের ময়ূর সমূহ নৃত্য করিয়া থাকে। **অকলঙ্ক**—কলঙ্কশূন্য ; চন্দ্রের মধ্যে যে কাল কাল দাগ দেখা যায়, তাহাকে চন্দ্রের কলঙ্ক বলে ; শ্রীকৃষ্ণের মুখরূপচন্দ্রে এরূপ কোনও কলঙ্ক নাই।

পূর্ণকল—মোলকলায় পরিপূর্ণ, পূর্ণচন্দ্র। শ্রীকৃষ্ণের মুখে অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র বলা হইয়াছে। **লাবণ্য-জ্যোৎস্না**—লাবণ্যরূপ জ্যোৎস্না ; চন্দ্রের যেমন জ্যোৎস্না আছে, শ্রীকৃষ্ণের মুখরূপ চন্দ্রেরও তদ্রূপ জ্যোৎস্না আছে ; শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের লাবণ্যই মুখরূপ চন্দ্রের জ্যোৎস্না। **ঝলমল**—লাবণ্যরূপ জ্যোৎস্নায় শ্রীকৃষ্ণের মুখরূপ চন্দ্র সর্বদা ঝলমল ঝলমল করিতেছে। **চিত্রচন্দ্র**—অদ্ভুত চন্দ্র। শ্রীকৃষ্ণের মুখরূপ চন্দ্র একটা অদ্ভুত চন্দ্র ; আকাশের চন্দ্র অপেক্ষা ইহার অনেক বৈশিষ্ট্য আছে ; প্রথমতঃ, আকাশের চন্দ্র সর্বদা মোলকলায় পূর্ণ থাকে না ; কৃষ্ণের মুখরূপ চন্দ্র সর্বদাই মোলকলায় পরিপূর্ণ। দ্বিতীয়তঃ, আকাশের চন্দ্র অকলঙ্ক নহে, কৃষ্ণের মুখরূপ চন্দ্র সর্বদাই অকলঙ্ক। তৃতীয়তঃ, মেঘের সময় চন্দ্রের জ্যোৎস্না ম্লান হইয়া যায়, কিন্তু কৃষ্ণরূপ মেঘের মুখরূপ পূর্ণচন্দ্র সর্বদাই লাবণ্যরূপ জ্যোৎস্নায় ঝলমল করে। **বাহাতে উদয়**—যে কৃষ্ণরূপ মেঘে (মুখরূপ চন্দ্রের) উদয়।

“সখি ! নবীনমেঘের মৃদু মধুর গর্জ্জন যখন শুনি, তখন মনে পড়ে আমার সেই মুরলীবদনের মুরলীর মধুর কলধ্বনির কথা। মেঘের মৃদুগর্জ্জন শুনিয়া ময়ূরকুল যখন নৃত্য করিতে থাকে, তখন তাহা দেখিয়া মনে পড়ে আমার বৃন্দাবনের ময়ূরগণের কথা—সখি ! তাহারাও তো শ্রীকৃষ্ণের মধুর মুরলী-ধ্বনি শুনিয়া আনন্দভরে প্ৰথম ধরিয়া নৃত্য করিতে থাকে। সখি ! শ্রামসুন্দর ত্রিভঙ্গ হইয়া যখন মুরলী বাজাইতে থাকেন, তখন মুখের যে কতই শোভা, তাহা

লীলামৃত-বরিষণে,
হেন মেঘ যবে দেখা দিল।
ছুর্দৈব-ঝঙ্কা-পবনে,
মেঘ নিল অগ্ন্যস্থানে,
মরে চাতক, পীতে না পাইল ॥ ৬০

পুন কহে—হায় হায়,
কহে প্রভু গদগদ-আখ্যানে।
রামানন্দ পড়ে শ্লোক,
শুনি প্রভুর হর্ষ-শোক,
আপনে প্রভু করেন ব্যাখ্যানে ॥ ৬১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তোমাকে কিরূপে জানাইব, তাহা জানাইবার ভাষা যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না সখি! আকাশে পূর্ণচন্দ্র দেখিয়াছি; কিন্তু সখি! শ্রামসুন্দরের তুলনায় সে তো কিছুই না সখি! আকাশের চাঁদের হ্রাসবৃদ্ধি আছে; কিন্তু আমার শ্রামচাঁদের বদনচন্দ্র তো নিত্যই যোলকলায় পরিপূর্ণ; আকাশের চাঁদে কলঙ্ক আছে, কিন্তু আমার শ্রামচাঁদের বদনচন্দ্র অকলঙ্ক; মেঘোদয়ে আকাশের চাঁদের জ্যোৎস্না ম্লান হইয়া যায়। কিন্তু সখি! আমার শ্রামচাঁদের বদনচন্দ্র সর্বদাই লাবণ্যরূপ জ্যোৎস্নায় ঝলমল ঝলমল করিতে থাকে, আর যুবতীকুলের চিত্তে আনন্দের জোয়ার প্রবাহিত করিতে থাকে। সখি! কি উপায়ে আমি শ্রামচাঁদের বদনচাঁদ দর্শন করিতে পারিব, আমায় বলিয়া দাও সখি!”

৬০। লীলামৃত বরিষণে—লীলারূপ অমৃত বর্ষণ করিয়া। আকাশের মেঘ জল বর্ষণ করে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণরূপ মেঘ লীলারূপ অমৃত বর্ষণ করিয়া থাকে। অমৃত পান করিলে যেমন মৃত্যু নিবারিত হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ-লীলা-রস পান করিলেও জীবের সংসার-দুঃখ এবং ব্রজসুন্দরীদিগের শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-দুঃখ নিবারিত হয় বলিয়া লীলাকে অমৃত বলা হইয়াছে। সিঞ্চে চৌদ্দভুবনে—লীলামৃত বর্ষণ করিয়া কৃষ্ণরূপ মেঘ চতুর্দশ ভুবনকে সিঞ্চিত করেন; চতুর্দশ ভুবনের ত্রিতাপ-জ্বালা নিবারণ করেন। ছুর্দৈব-ঝঙ্কাপবনে—ছুর্দৈবরূপ ঝঙ্কাবাত, ছুর্ভাগ্যরূপ তুফান। তুফান আসিলে যেমন আকাশের মেঘ একস্থান হইতে অগ্ন্যস্থানে চালিত হইয়া যায়, তদ্রূপ আমার (প্রভুর) ছুর্ভাগ্য-তুফান আসিয়া কৃষ্ণরূপ মেঘকে কোথায় উড়াইয়া লইয়া গেল। মরে চাতক—মেঘ সরিয়া যাওয়াতে জল পান করিতে না পারিয়া চাতক (নয়ন) পিপাসায় মরিয়া যাইতেছে। পীতে না পাইল—পান করিতে পারিল না। মর্ম্মার্থ এই যে, প্রভু শ্রীকৃষ্ণদর্শন পাইয়াছিলেন, এমন সময় তাঁহার অর্ধবাহুক্ষুণ্টি হওয়ায় আর শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইতেছেন না,—শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়াও সাধ মিটাইয়া দর্শন করিতে পারিলেন না।

“সখি! মেঘের বর্ষণ দেখিলে মনে পড়ে সেই শ্রীকৃষ্ণের লীলামৃত-বর্ষণের কথা। মেঘ বারি বর্ষণ করিয়া পৃথিবীর ক্ষুদ্র এক অংশের নিদাঘ-তাপ-জ্বালা দূর করিতে পারে বটে; কিন্তু সখি! আমাদের কৃষ্ণমেঘ তাঁহার লীলারূপ অমৃত বর্ষণ করিয়া চতুর্দশভুবনের বিরহিণীদিগের বিরহ-জ্বালা দূর করিতে সমর্থ। হায়! হায় সখি! এ হেন কৃষ্ণরূপ মেঘের দর্শনইতো আমার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল—আমার চির-পিপাসাতুর নেত্ররূপ চাতকও সেই মেঘের মাধুর্যরূপ বারি পান করিয়া বহুকালের পিপাসা নিবৃত্তির নিমিত্ত উদ্ভ্রীত হইয়াছিল; ঠিক এমনি সময়ে, আমার ছুর্ভাগ্যবশতঃ মেঘ কোথায় অন্তর্হিত হইল! সখি! পিপাসাতুর চাতক তো বারি পান করিতে পারিল না? এখন পিপাসায় যে তাহার বুক ফাটিয়া যায় সখি! হায়! হায়! সখি! আমি কি করিব? কোথায় যাইব? কোথায় গেলে আমার শ্রামসুন্দরের দর্শন পাইব?”

এই বিলাপে রাধাভাবাবিষ্ট-প্রভুর, কৃষ্ণদর্শনের নিমিত্ত তীব্র উৎকর্ষ প্রকাশ পাইতেছে। কেহ কেহ বলেন, ইহা “সংজ্ঞের” একটি দৃষ্টান্ত, কিন্তু এই মত সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। ৩১৫১২১ ত্রিপদীর টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য।

৬১। পুনঃ কহে—পূর্বোক্ত বিলাপবাক্যগুলি বলিয়া প্রভু আবার বলিলেন। পড় পড় রামরায়—রামানন্দ! শ্লোক পড়, শ্লোক পড়। “পড় পড় রামরায়”-স্থলে “পড় স্বরূপ রামরায়” পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। অর্থ—স্বরূপ-দামোদর, রামরায়, তোমরা শ্লোক পড়।

এহলে প্রভু রামানন্দ্রায়ের নাম উল্লেখ করিয়াই সন্মোদন করিতেছেন, আর “সখি” বলিয়া সন্মোদন করিতেছেন না; ইহাতে মনে হয়, প্রভুর বাহুস্থিতি ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এতক্ষণ তিনি যে রাধাভাবে আবিষ্ট ছিলেন, হঠাৎ

তথাহি (ভাঃ—১০।২৯।৩৯)—

বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রি-

গণ্ডহ্লাধরসুধং হসিতাবলোকম্ ।

দত্তাভয়ঞ্চ ভূজদণ্ডযুগং বিলোক্য

বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্ত্যঃ ॥ ৯

যথারাগঃ—

কৃষ্ণ জিতি পদ্মচান্দ, পাতিয়াছে মুখ-ফান্দ,
তাতে অধর-মধুস্মিত চার ।

ব্রজনারী আসি-আসি, ফান্দে পড়ি হয় দাসী,
ছাড়ি নিজ পতি-ঘর-দ্বার ॥ ৬২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

ননু গৃহস্বামিনং বিহার্য দাস্ত্যং কিমিতি প্রার্থ্যতে অত আছঃ বীক্ষ্যতি । অলকাবৃতমুখং কেশান্তরৈরাবৃতমুখম্ । তথা কুণ্ডলয়োঃ শ্রীযো স্তে গণ্ডহলে যস্মিন্ অধরে সুধা যস্মি স্তচ্চ তচ্চ । তব মুখং বীক্ষ্য দত্তাভয়ং ভূজদণ্ডযুগং বক্ষশ্চ শ্রিয়াঃ একমেব রমণং রতিজনকং বীক্ষ্য দাস্ত্যএব ভবামেতি । স্বামী । ৯

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

কেন সেই ভাব সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইল, তাহার কোনও কারণ উল্লিখিত হয় নাই । রামানন্দাদির চেষ্টা বা গভীর নিদ্রাদিব্যতীত প্রভুর ভাব ছুটিয়া যাইতে এ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই । এহলে প্রভু আবেশের সহিত “নবঘন স্নিগ্ধ বর্ণাদি” বাক্যে যেরূপ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতেছিলেন, তাহাতে আবেশের পরিমাণ বর্দ্ধিত হওয়াই স্বাভাবিক, আপনা-আপনি ঐ আবেশ তিরোহিত হওয়ার কথা নহে । সম্ভবতঃ, প্রভু বিলাপ করিতে করিতে ভাবের আবেগে মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন ; তখন হয়ত রামানন্দাদি শ্লোক পড়িয়া প্রভুর মুচ্ছা অপনোদনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে মুচ্ছা দূর হইয়াছিল এবং মুচ্ছার পরেই বোধ হয় প্রভু বলিয়াছিলেন “হায় হায় ! পড় পড় রামরায় ।”

গদগদ আখ্যান—গদগদ বচনে । পড়ে শ্লোক—পরবর্তী “বীক্ষ্যালকাবৃতমুখম্” শ্লোক ।

হর্ষ-শোক—শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য-বর্ণনা শুনিয়া প্রভুর হর্ষ ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইতেছেন না বলিয়া শোক । শ্লোক শুনিয়াই বোধ হয় প্রভুর মনে আবার রাধাভাবের আবেশ হইয়াছে । আপনে ইত্যাদি—রামানন্দ শ্লোক উচ্চারণ করা মাত্রই প্রভু “কৃষ্ণজিতি পদ্মচান্দ” ইত্যাদি বাক্যে শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন ।

শ্লো। ৯। অন্বয় । অন্বয়াদি ২।২৪।১৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ।

৬২ । “বীক্ষ্যালকাবৃতমুখম্” এর অর্থ করিতেছেন ।

অন্বয়—পদ্মচান্দজিতি মুখফান্দ কৃষ্ণ পাতিয়াছেন ; তাতে (সেই মুখফান্দে) অধর-মধুস্মিত চার দিয়াছেন ।

জিতি-পদ্মচান্দ—পদ্ম ও চন্দ্রকে জয় করিয়া ; শোভায় ও স্নিগ্ধতায় পদ্ম ও চন্দ্র যাহার নিকটে পরাজিত (একরূপ মুখ) ; ইহা “মুখ-ফান্দের” বিশেষণ । মুখ-ফান্দ—শ্রীকৃষ্ণের মুখরূপ ফাঁদ । মৃগ ধরিবার নিমিত্ত ব্যাধগণ যেমন ফাঁদ পাতে, গোপীগণকে হস্তগত করিবার নিমিত্ত কৃষ্ণও তেমনি ফাঁদ পাতিয়াছেন ; কৃষ্ণের স্নন্দর মুখখানাই সেই ফাঁদ—যে মুখের সৌন্দর্য্যের নিকটে পদ্ম এবং চন্দ্রের শোভাও নিতান্ত অক্ষিৎকর । মন্ত্যার্থ এই যে, ব্যাধের ফাঁদে পড়িলে মৃগ যেমন আর বাহির হইয়া যাইতে পারে না, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের অসমোক্ত-সৌন্দর্য্যময় মুখখানা একবার দেখিলেও কোনও গোপসুন্দরী আর কৃষ্ণের সঙ্গ-লালসা ত্যাগ করিতে পারেন না । তাতে—তাহাতে ; সেই মুখরূপ ফাঁদে । অধর-মধুস্মিত-চার—শ্রীকৃষ্ণের অধরে যে মধুর-স্মিত (মৃদুহাসি), সেই স্মিতরূপ চার । চার—মৃগাদির লোভনীয় খাদ্যবস্তু, মৃগাদিকে আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত যাহা ফাঁদে রাখিয়া দেওয়া হয় ।

ফাঁদের দিকে মৃগাদিকে আকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে ব্যাধ যেমন ফাঁদের মধ্যে মৃগাদির লোভনীয় কিছু খাদ্যবস্তু (চার) রাখিয়া দেয়, শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার মুখরূপ ফাঁদে সেইরূপ একটা “চার” রাখিয়াছেন ; তাঁহার অধরের মৃদু মধুর হাসিই সেই ‘চার’, ইহার লোভেই ব্রজযুবতীগণ তাঁহার মুখরূপ ফাঁদের দিকে আকৃষ্ট হন ।

ফাঁদের মধ্যে যে “চার” রাখা হয়, তাহা দেখিয়াই যেমন মৃগগণ প্রথমতঃ আকৃষ্ট হয়, আকৃষ্ট হইয়া পরে ফাঁদে আবদ্ধ হয় ; তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের মৃদুমধুর হাসি দেখিয়াই ব্রজযুবতীগণের চিত্ত প্রথমতঃ আকৃষ্ট হয়, হাসি দেখিবার উপলক্ষ্যে

বান্ধব ! কৃষ্ণ করে ব্যাধের আচার ।
নাহি গণে' ধর্ম্মাধর্ম্ম, হরে নারী-মৃগী-মর্ম্ম,
করে নানা উপায় তাহার ॥ ধ্রু ৬৩

গণ্ডস্থল ঝলমল, নাচে মকর-কুণ্ডল,
সেই নৃত্যে হরে নারীচয় !
সম্মিত-কটাক্ষ-বাণে, তা সভার হৃদয়ে হানে,
নারীবধে নাহি কিছু ভয় ॥ ৬৪

গৌর-কৃপা তরঙ্গিণী টীকা ।

শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত মুখমণ্ডলের অপরূপ সৌন্দর্য্য-দর্শন করিয়া তাঁহারা একেবারে মুগ্ধ হইয়া যান, তখন আর ঐ মুখ হইতে নয়ন-মন ফিরাইবার শক্তি তাঁহাদের থাকে না ।

হয় দাসী—দাসীর আয় সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-বিধানার্থ শ্রীকৃষ্ণসেবার প্রয়াস করে । **ছাড়ি নিজ ইত্যাদি**—আত্মীয় স্বজন সমস্ত ত্যাগ করিয়া, কুলধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম প্রভৃতি সমস্ত ত্যাগ করিয়া ; নিজের বলিতে যাহা কিছু সমস্ত ত্যাগ করিয়া ।

“ছাড়ি-লাজ পতিঘর দ্বার” পাঠান্তরও আছে ।

শ্রীকৃষ্ণের মূহু-মন্দ-হাসিতে আকৃষ্ট হইয়া ব্রজনারীগণ শ্রীকৃষ্ণের মুখরূপ দাঁদে পতিত হয় এবং দেহ-ধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম, স্বজন-আর্য্যপথাদি সমস্ত ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণে দাসী হইয়া পড়ে । অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মূহু-মন্দ-হাসিতে আকৃষ্ট হইয়া এবং তাঁহার মুখচন্দ্রের অপরূপ মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ব্রজসুন্দরীগণ এতই আত্মহারা হইয়া পড়েন যে, স্বজন-আর্য্যপথাদি সমস্ত ত্যাগ করিয়াও সেবাদ্বারা সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণকে স্মৃতি করার নিমিত্ত উন্মত্তপ্রায় হইয়া পড়েন ।

৬৩। **বান্ধব**—রামানন্দরায়কে সন্বেদন করিয়া প্রভু “বান্ধব” বলিতেছেন । তাঁহাকে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু মনে করিয়া তাঁহার নিকটে প্রাণের কথা ব্যক্ত করিতেছেন ।

কৃষ্ণ করে ব্যাধের আচার—কৃষ্ণের আচরণ ব্যাধের আচরণের তুল্য নির্ভূর । ব্যাধের আচরণের সঙ্গে কৃষ্ণের আচরণের সাদৃশ্য পরবর্তী ত্রিপদীসমূহে দেখান হইতেছে । **নাহি গণে ধর্ম্মাধর্ম্ম**—মৃগবধ করার সময়ে ব্যাধ যেমন ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করে না, প্রাণিবধ যে অধর্ম্মজনক তাহা যেমন মোটেই বিবেচনা করে না, তদ্রূপ ব্রজনারীগণের প্রাণ-মন হরণ করার সময়ে কৃষ্ণও ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই বিচার করেন না, কুলবতীদিগের কুলধর্ম্ম নষ্ট করা যে অধর্ম্ম, কৃষ্ণ তাহা বিবেচনা করেন না ।

হরে নারী-মৃগী-মর্ম্ম—নারীরূপ মৃগীগণের মর্ম্ম হরণ করে । ব্যাধ যেমন তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা মৃগীগণের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করে, শ্রীকৃষ্ণও তেমনি স্বীয় কটাক্ষ দ্বারা রমণীদিগের হৃদয়ের মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিয়া থাকেন । **হানে**—হনন করে, বিদ্ধ করে । **হরে**—মর্ম্ম হরণ করে । “হরে” স্থলে “হানে” পাঠান্তরও আছে । **মর্ম্ম**—হৃদয় । **করে নানা উপায় তাহার**—মর্ম্ম-হরণের নিমিত্ত নানাবিধ চেষ্টা করে । মৃগীগণকে বিদ্ধ করার নিমিত্ত ব্যাধ যেমন নানাবিধ কৌশল বিস্তার করিয়া থাকে, ব্রজনারীগণের চিত্ত হরণের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণও বংশীধ্বনি-মুহূহাস-আদি নানাবিধ কৌশল বিস্তার করিয়া থাকেন ।

৬৪। “গণ্ডস্থলাধরসুধম্” এর অর্থ করিতেছেন । **গণ্ডস্থল ঝলমল**—দর্পণের মত চাক্চিক্যময় কপোলদেশ (শ্রীকৃষ্ণের) । **গণ্ড**—কপোল । **সেই নৃত্যে**—মকর-কুণ্ডলের নৃত্যে । **নারীচয়**—নারীসমূহ ।

শ্রীকৃষ্ণের গণ্ডস্থল দর্পণের মত স্বচ্ছ ; কর্ণের মকর-কুণ্ডল যখন নড়িতে থাকে, তখন স্ফটিক গণ্ডস্থলে মকর-কুণ্ডলের আভা পতিত হয়, তাতে গণ্ডস্থল ঝলমল করিতে থাকে । এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের গণ্ডস্থলে লাগণের যে অপূর্ব্ব তরঙ্গ প্রবাহিত হইতে থাকে, তাহা দেখিলে কোনও রমণীই আর স্ববশে থাকিতে পারেন না । পূর্ব্বপদে যে “করে নানা উপায় তাহার” বলা হইয়াছে, গণ্ডস্থলের এই চাক্চিক্য বিস্তার তাহার একটি । ব্যাধ যেমন নানা লোভনীয় বস্তুর দ্বারা মৃগগণকে নিকটে আকর্ষণ করে, শ্রীকৃষ্ণও গণ্ডস্থলের লাগণ দেখাইয়া নারীগণকে নিকটে আকর্ষণ করেন ।

অতি উচ্চ সুবিস্তার, লক্ষ্মী-শ্রীবৎস-অলঙ্কার,
কৃষ্ণের যে ডাকাতিয়া বন্ধ ।

ব্রজদেবী লক্ষ লক্ষ তা-সভার মনোবন্ধ,
হরিদাসী করিবারে দক্ষ ॥ ৬৫

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

এক্ষণে, “হসিতাবলোকন” এর অর্থ করিতেছেন। **সন্মিত**—স্মিত (মন্দহাসি); স্মিতের সহিত বর্তমান সন্মিত। **কটাক্ষ**—নেত্রভঙ্গী। **সন্মিত-কটাক্ষ-বাণ**—মন্দহাসির সহিত যে কটাক্ষ, সেই কটাক্ষরূপ বাণ। **তা-সভার**—নারীগণের। **হানে**—বিন্দু করে।

মৃগগণকে নিকটে আকর্ষণ করিয়া ব্যাধ যেমন তাহাদের হৃদয়ে বাণ বিন্দু করে, শ্রীকৃষ্ণও নানা উপায়ে নারীগণকে নিজের নিকটে আনিয়া মন্দহাসিযুক্ত কটাক্ষ দ্বারা তাহাদের চিত্তকে হরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণের মন্দহাসি ও মধুর কটাক্ষ দর্শন করিলে কোনও রমণীই আর তাহার কুলধর্ম রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না।

নারীবধে—কুলবতী রমণীগণের কুলধর্ম নষ্ট করিলেই তাহাদের বধ করা হয়। **নারীবধে**—ইত্যাদি—মৃগের প্রাণবধ করিতে ব্যাধের মনে যেমন কোনও ভয়ের সঞ্চার হয় না, নারীদিগের কুলধর্ম নষ্ট করিতেও শ্রীকৃষ্ণের মনে কোনওরূপ ভয়ের সঞ্চার হয় না।

৬৫। “বন্ধঃ শ্রিয়ৈকরমণম্” অংশের অর্থ করিতেছেন।

অতি উচ্চ—অত্যন্ত উন্নত (শ্রীকৃষ্ণের বন্ধ)। **সুবিস্তার**—(শ্রীকৃষ্ণের বন্ধহুল) অত্যন্ত বিস্তৃত। **শ্রীবৎস**—শ্রীকৃষ্ণের বন্ধঃহুলের দক্ষিণ ভাগে কতকগুলি খেত-রোমের দক্ষিণাবর্ত আছে; তাহাকে শ্রীবৎস বলে। **লক্ষ্মী**—শ্রীকৃষ্ণের বন্ধের বামভাগে একটি স্বর্ণবর্ণ ক্ষুদ্র রেখা আছে, তাহাকে লক্ষ্মীরেখা বলে। মূল শ্লোকের টীকায় শ্রীজীব গোস্বামিচরণ লিখিয়াছেন—“শ্রিয়া বামভাগস্থ-স্বর্ণবর্ণ-লক্ষ্মীরেখা-রূপয়া লক্ষ্ম্যা।” **অলঙ্কার**—বন্ধঃস্থিত নানাবিধ হারের অলঙ্কার। অথবা লক্ষ্মীরেখা ও শ্রীবৎসচিহ্নরূপ অলঙ্কার। **লক্ষ্মী-শ্রীবৎস অলঙ্কার**—শ্রীকৃষ্ণের যে বন্ধ, স্বর্ণবর্ণ লক্ষ্মী-রেখা, শ্রীবৎসচিহ্ন এবং নানাবিধ অলঙ্কারে সুশোভিত। অথবা, স্বর্ণবর্ণ লক্ষ্মীরেখা এবং শ্রীবৎসচিহ্নই অলঙ্কারের গ্রায় যে বন্ধের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। **ডাকাতিয়া বন্ধ**—ডাকাইতের বন্ধের গ্রায় বিশাল বন্ধ। অথবা, ডাকাইতের বন্ধের গ্রায় নিষ্ঠুর বন্ধ। ডাকাইতের হৃদয়ে যেমন দয়া মায়া নাই, ডাকাইত যেমন অপরের প্রাণ হরণ করিয়াও নিজের কার্যোদ্ধার করিয়া থাকে, শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়েও তদ্রূপ দয়া মায়া নাই। শ্রীকৃষ্ণ নানা উপায়ে কুলবতীদিগের সর্বনাশ সাধন করিয়া থাকেন। অথবা, ডাকাইতের সুবিশাল বন্ধ দেখিলেই সাধারণ গৃহস্থ যেমন ভয়ে মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে, শ্রীকৃষ্ণের সুবিশাল বন্ধহুল একবার দেখিলেও কুলবতীগণ স্বজন-আর্যপথাদিতে জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হয়।

ব্রজদেবী লক্ষ লক্ষ—অসংখ্য ব্রজ-যুবতী। **তা-সভার**—লক্ষ লক্ষ ব্রজ-তরুণী। **মনোবন্ধ**—মন এবং বন্ধ। **হরিদাসী**—হরির দাসী; মনপ্রাণ হরণ করেন যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার দাসী। **দক্ষ**—পটু। **হরিদাসী করিবারে দক্ষ**—শ্রীকৃষ্ণের বন্ধ ব্রজদেবীগণের মন এবং বন্ধকে শ্রীকৃষ্ণের দাসী করিতে সমর্থ। মনকে দাসী করার তাৎপর্য এই যে, মধুর-ভাবোচিত লীলা-বিলাসাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের নিমিত্ত ব্রজদেবীগণের মন লালায়িত হয়। আর বন্ধকে দাসী করার তাৎপর্য এই যে, বন্ধের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার প্রীতিবিধান করিবার নিমিত্ত ব্রজদেবীগণ উৎকণ্ঠান্বিত হইয়া পড়েন—লক্ষ্মী-শ্রীবৎসচিহ্ন-শোভিত, বিবিধ হার-মালাদি-ভূষিত শ্রীকৃষ্ণের সমুন্নত ও সুবিশাল বন্ধঃহুল দর্শন করিলে সমস্ত ব্রজললনাই দাসীর গ্রায় তাঁহার সেবা করিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠান্বিত হইয়া পড়েন। রমণীগণের কথা তো দূরে, শ্রীকৃষ্ণের বন্ধঃহুলের সৌন্দর্য্যে পুরুষের মন পর্যন্ত বিমোহিত হইয়া যায়; তাই মূল শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামী লিখিয়াছেন :—“জগতামেব বিশেষণং লোকং দৃশ্যং যদ্বক্ষন্তং পুংসামপি মনোহরত্বাৎ এতদেবোক্তং শ্রীকপিলদেবেন—বন্ধোহধিবাসমুষভস্ত মহাবিভূতেঃ। পুংসাং মনোনয়ন-নিবৃতিমাদধানম্॥”

সুবলিত দীর্ঘার্গল,
ভুজ নহে,—কৃষ্ণসর্প-কায়।

দুই শৈলছিদ্রে পৈশে, নারীর হৃদয়ে দংশে,
মরে নারী সে বিষ-জালায় ॥ ৬৬

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টীকা।

“হরি-দাসী”-শব্দের অন্তর্গত “দাসী”-শব্দের ধ্বনি এই যে, মধুর-ভাবোচিত লীলা-বিলাসাদি-দ্বারা (নিজাক্ত-দ্বারা সেবা করিয়া) শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ-বিধানের নিমিত্ত ব্রজদেবীগণ লালসান্বিত হইলেন। ইহা শ্লোকস্থ “ভবাম দাস্যঃ” অংশের অর্থ।

৬৬। “দত্তাত্মক ভুজদণ্ডযুগল বিলোক্য”-অংশের অর্থ করিতেছেন। সুবলিত—সুগঠিত, সুগোল ও স্থূল। অথবা বলশালী। দীর্ঘার্গল—দীর্ঘ (আজামূলবিত) এবং অর্গলতুল্য। অর্গল—কপাটের হড়কাকে অর্গল বলে। এ স্থলে মূল শ্লোকের “দণ্ড”-শব্দ-স্থলেই “অর্গল”-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। মূলশ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামী “দণ্ড”-শব্দের অর্থে লিখিয়াছেন—“দণ্ডরূপকেন সুরতপৃথুদীর্ঘতাত্ত্বাকার-সৌষ্ঠবং—দণ্ডের সঙ্গে ভুজযুগলের তুলনা দেওয়ায় ভুজযুগলের সুগোলত্ব, স্থূলত্ব ও দীর্ঘত্বাদি আকার-সৌষ্ঠবই সূচিত হইয়াছে।” সুতরাং অর্গল-শব্দেও আকার-সৌষ্ঠবই সূচিত হইতেছে।

অর্গল-শব্দের “হড়কা” অর্থ ধরিলে বোধ হয় একটা গুচভাবের ব্যঞ্জনাও দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীরাধিকা কখনও কখনও শ্রীকৃষ্ণের সুবিশাল বক্ষঃস্থলকে “ইন্দ্রনীলমণি-নির্ম্মিত কবাটের” সঙ্গেও তুলনা করিয়া থাকেন—এই পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত পরবর্তী “হরিণি-কবাটিকা” ইত্যাদি শ্লোকই তাহার প্রমাণ। শ্রীমন্মহাপ্রভু বোধ হয় হৃদয়ের অন্তস্তলে ঐ হরিণি-কবাটিকাতুল্য শ্রীকৃষ্ণ-বক্ষের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই তাঁহার ভুজযুগলকে অর্গল (হড়কা) বলিয়া থাকিবেন। “হরিণি-কবাটিকা”-শ্লোকেও কৃষ্ণ-ভুজদ্বয়কে অর্গল বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের বক্ষ হইল কবাট, আর ভুজদ্বয় হইল ঐ কবাটের হড়কা। হড়কা টানিয়া দিলেই যেমন কবাট বন্ধ হইয়া যায়, গৃহমধ্য হইতে আর কেহ বাহির হইয়া আসিতে পারে না, তদ্রূপ ব্রজতরুণীগণকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া বাহুদ্বয় দ্বারা আবদ্ধ করিয়া রাখিলেও শ্রীকৃষ্ণের বাহুবন্ধন হইতে ছুটিয়া আসার শক্তি কাহারও থাকে না। ঐস্থান হইতে ছুটিয়া আসার চেষ্টাও কেহ করে না, করিতেও পারে না; শ্রীকৃষ্ণের সুকোমল বক্ষঃস্পর্শে ব্রজতরুণীগণ আনন্দ-বিহ্বল হইয়া পড়েন।

ভুজযুগল—বাহুদ্বয়। সর্পকায়—সর্পের দেহ। কৃষ্ণসর্পকায়—কৃষ্ণসর্পের দেহ; সর্পের দেহ যেমন সুগোল এবং ক্রমশঃ সরু, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের বাহুও সুগোল এবং বাহুমূল হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ সরু হইয়া গিয়াছে। এইরূপ আকার-সৌষ্ঠবের সাদৃশ্যবশতঃই সর্পদেহের সঙ্গে ভুজযুগলের তুলনা দেওয়া হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের বাহুযুগল কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া, কৃষ্ণসর্পের (কৃষ্ণবর্ণ সর্পের) দেহের সঙ্গে তুলনা। অথবা, কৃষ্ণসর্প-শব্দের অপর একটি ব্যঞ্জনাও থাকিতে পারে; কৃষ্ণসর্পের সাধারণ নাম কালসাপ। ইহার বিষ অত্যন্ত তীব্র; কৃষ্ণসর্প যাহাকে দংশন করে, তাহার দেহে তীব্র বিষ-জালা উপস্থিত হয় এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই তাহার প্রাণবিস্রোগ হয়। শ্রীকৃষ্ণের ভুজযুগলও গোপীদিগের সম্বন্ধে কালসাপের স্থায় ক্রিয়া করে; সুবলিত ভুজযুগল দর্শন করিলে ব্রজতরুণীদিগের চিত্তে তীব্র কন্দর্পজালা উপস্থিত হয়, দেহ জালায় অস্থির হইয়া তাঁহারা প্রায় মুমূর্ষু হইয়া পড়েন।

শৈল-ছিদ্রে—শৈল অর্থ পাহাড়, আর ছিদ্র অর্থ গর্ত; পাহাড়ের গায়ে যে গর্ত থাকে, তাহাকেই শৈল-ছিদ্র বলে। পাহাড়ের গায়ে যে গর্ত থাকে, তাহাতে প্রায়ই কোনও কোনও প্রাণী বাস করে; পাহাড়ের কৃষ্ণসর্প সেই গর্তে প্রবেশ করিয়া ঐ সকল প্রাণীকে প্রায়ই দংশন করে।

এস্থলে উপমান কৃষ্ণ-সর্পের পক্ষেই “শৈল-ছিদ্র” শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে; উপমের কৃষ্ণ-ভুজযুগলের পক্ষে কোনও শব্দ প্রয়োগ করা হয় নাই; কিন্তু ব্রজনারীদিগের চক্ষুই বোধ হয় বিবক্ষিত হইয়াছে; মূলশ্লোকেও “ভুজদণ্ডযুগল বিলোক্য—ভুজদণ্ডযুগলকে দেখিয়া” কথা আছে; চক্ষুদ্বারাই দেখা হয়; ভুজযুগলের প্রতি দৃষ্টি-জনিত যে ফল, তাহা চক্ষুর যোগেই হৃদয়ে প্রবেশ করে; বিশেষতঃ, মূল শ্লোকে সর্বত্রই চক্ষুর উপরে শ্রীকৃষ্ণ-রূপের

কৃষ্ণ-করপদ-তল, কোটিচন্দ্র-সুশীতল,
জিতি কর্পূর বেণামূল চন্দন ।

একবার যারে স্পর্শে, স্মরজালাবিষ নাশে,
যার স্পর্শে লুক্ক নারীর মন ॥ ৬৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

প্রভাবের কথাই বর্ণিত হইয়াছে । স্মরণ্য এইরূপ অর্থই বোধ হয় সমীচীন হইবে :—কাল-সাপ যেমন পর্বত-গর্ভে প্রবেশ করিয়া তত্রত্য প্রাণিকে দংশন করে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের ভূজধরূপ সর্পধূলও রমণীর চক্ষুধরূপ গর্ভে প্রবেশ করিয়া ব্রজ-নারীর হৃদয় দংশন করে । অর্থাৎ কৃষ্ণের ভূজধূল নয়নের দ্বারা দর্শন করিলে ব্রজ-রমণীদিগের হৃদয়ে যে কন্দর্প-জ্বালা উপস্থিত হয়, তাহার দাহ কৃষ্ণস্পর্শের বিষদাহের মতই তীব্র ।

শৈল-ছিদ্রে—ব্রজ-নারীর চক্ষুরূপ দুইটী শৈল-ছিদ্রে । **পৈশে**—প্রবেশ করে । **নারীর হৃদয় দংশে**—কৃষ্ণ-সর্প যেমন পর্বত-গর্ভে প্রবেশ করিয়া তত্রত্য জীবকে দংশন করে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের ভূজধূলরূপ সর্পও ব্রজ-রমণীগণের চক্ষুরূপ ছিদ্রদ্বারা প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের হৃদয়কে দংশন করে (হৃদয়ে বিষজ্বালার তায় তীব্র কন্দর্প-জ্বালা উৎপাদন করে) । **মরে নারী ইত্যাদি**—কৃষ্ণস্পর্শের দংশনে শৈল-ছিদ্রস্থিত জীব যেমন মরিয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণের ভূজরূপ সর্পের দংশনেও ব্রজনারী তেমনি বিষজ্বালায় মরিয়া যায় ; কন্দর্প-জ্বালায় জর্জরিত হইয়া যুগ্মপ্রায় হইয়া যায় ।

৬৭ । শ্রীরাধার ভাবে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষ ও স্তবলিত বাহুধূল্যের মাধুর্য্যের কথা বলিতে বলিতে বোধ হয় ঐ বক্ষ ও বাহুধূল্যের স্পর্শ-লাভের নিমিত্ত—স্বীয় বক্ষ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বক্ষকে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বাহুধূল্যের দ্বারা তাঁহার বক্ষোদেশে আবদ্ধ হওয়ার নিমিত্ত—রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর উৎকণ্ঠা জন্মিয়াছিল ; তাই তিনি আবার শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শের লোভনীয়তার কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন—“কৃষ্ণকর-পদতল” ইত্যাদি বাক্যে ; তারপর তাঁহার উক্তির মর্ম্ম-সূচক “হরিগুণিকবাটিকা” ইত্যাদি শ্লোকটীও উচ্চারণ করিলেন ; স্মরণ্য এই “হরিগুণিকবাটিকা”-শ্লোকের মর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই এই ত্রিপদীগুলির অর্থান্বাদন করিতে হইবে ।

কৃষ্ণকর পদতল—কৃষ্ণের করতল ও পদতল ; হাত ও পায়ের তলা । **কোটিচন্দ্র-সুশীতল**—কোটি কোটি চন্দ্র অপেক্ষাও সুশীতল । **সুশীতল**-শব্দের “সু” অংশের তাৎপর্য্য এই যে, কৃষ্ণকর-পদতলের শীতলত্ব অত্যন্ত আরামদায়ক, অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ ; ইহা বরফাদির শীতলত্বের মত কষ্টজনক নহে । **জিতি**—জয় করিয়া । **বেণা**—এক রকম তৃণ । **জিতি কর্পূর-বেণামূল চন্দন**—কর্পূর, বেণামূল এবং চন্দন ইহাদের প্রত্যেকেই অত্যন্ত শীতল । কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের করতল ও পদতলের শীতলতার নিকটে ইহাদের শীতলতাও পরাজিত ।

এই ত্রিপদীতে “হরিগুণিকবাটিকা”-শ্লোকের “স্বধাংশু-হরিচন্দনোৎপলসিতাভ্রশীতাজ্জকঃ”-অংশের মর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছে ।

একবার যারে স্পর্শে—কৃষ্ণকর-পদতল একবার যাহাকে স্পর্শ করে । **স্মরজালাবিষ**—কন্দর্প জ্বালার যাতনা । **যার স্পর্শে** ইত্যাদি—যে সুশীতল কৃষ্ণ-করপদতলের স্পর্শের নিমিত্ত ব্রজনারীর মন লুক্ক (লালায়িত) ।

কর্পূর-বেণামূল-চন্দনাদির শীতলত্ব লোকের দৈহিক তাপ কিঞ্চিৎ পরিমাণে নষ্ট করিতে পারে সত্য ; কিন্তু অন্তরের তাপ নষ্ট করিতে পারেনা ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সুশীতল করতল ও পদতলের স্পর্শে নারীগণের হৃদয়স্থিত কন্দর্পজ্বালার তীব্র যন্ত্রণাও বিনষ্ট হইয়া যায় । এজন্য ব্রজনারীগণ তাঁহার করপদতল স্পর্শ করিবার নিমিত্ত লালায়িত ।

পূর্ব্ব ত্রিপদীতে বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের স্তবলিত ভূজধূল্যের দর্শনে যুবতীগণের হৃদয়ে কন্দর্প-জ্বালার উদয় হয় ; এই ত্রিপদীতে বলা হইল, শ্রীকৃষ্ণের করপদ-তলের স্পর্শে সেই কন্দর্প-জ্বালা নিবারিত হয় । স্বীয় বক্ষঃস্থলাদিতে শ্রীকৃষ্ণ-কর-পদতলের স্পর্শের নিমিত্ত রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর উৎকণ্ঠার কথাই এই ত্রিপদীতে বলা হইল ।

এতক প্রলাপ করি, প্রেমাবেশে গৌরহরি,
এই অর্থে পড়ি এক শ্লোক ।
যেই শ্লোক পড়ি রাধা বিশাখাকে কহে বাধা
উঘাড়িয়া হৃদয়ের শোক ॥ ৬৮

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে (৮৭)—
হরিগুণিকবাটিকা প্রততহারিবক্ষস্থলঃ
স্মরার্ত্ততরুণীমনঃকলুষহন্তৃদোরর্গলঃ ।
সুধাংশুহরিচন্দনোৎপলসিতাব্রশীতাজকঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি বক্ষঃস্পৃহাম্ ॥ ১০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

স্বস্পর্শেন বক্ষঃস্পৃহাং তনোতি কীদৃশঃ । ইন্দ্রনীলমণিনির্মিতকবাটিকে ইব প্রততং বিস্তীর্ণং হারি মনোহরং বক্ষঃস্থলং যন্ত সঃ । স্মরার্ত্ততরুণীনাং মনসঃ কলুষং মনস্তাপস্তন্ত হন্তৃণী নাশকে দোষৌ বাহু তরুণপার্শ্বে যন্ত সঃ । অর্গলাভ্যাং রোধেনেব বাহুভ্যামালিঙ্গনে মনস্তাপং নাশয়তীত্যর্থঃ । সুধাংশুচন্দ্রশ্চ হরিচন্দনমুত্তমচন্দনঞ্চ উৎপলং পদ্মঞ্চ সিতাব্রঃ কর্পূরশ্চৈতেভ্যোহপি শীতং শীতলমঙ্গং যন্ত সঃ । অথ কর্পূরমদ্রিয়াং ঘনসারশ্চন্দ্রসংজ্ঞঃ সিতাব্রো হিমবাণুকমিত্য-
মরঃ । সদানন্দবিধায়িনী । ১০

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

৬৮ । এতক প্রলাপ করি—পূর্বোক্ত প্রকারে স্বীয় উৎকর্ষ প্রকাশ করিয়া । কোনও কোনও গ্রন্থে “প্রলাপ” স্থলে “বিলাপ” পাঠ আছে । এই অর্থে—“কৃষ্ণকরপদতলাদি”-ত্রিপদীতে উক্ত বাক্য-সমূহের অর্থে । এক শ্লোক—পরবর্তী “হরিগুণিকবাটিকা”-শ্লোক । বাধা—দুঃখ । উঘাড়িয়া—প্রকাশ করিয়া । হৃদয়ের শোক—শ্রীকৃষ্ণের বিরহ-জনিত দুঃখ ।

“হরিগুণিকবাটিকা”-শ্লোকে শ্রীরাধা বিশাখার নিকটে নিজ হৃদয়ের কৃষ্ণ-বিরহজনিত দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন ; রাধাভাববিষ্ট প্রভুও ঐ শ্লোকেই রামানন্দরায়ের নিকটে নিজের বিরহ-কাতরতা প্রকাশ করিলেন ।

শ্লো । ১০ । অম্বয় । অম্বয় সহজ ।

অম্ববাদ । শ্রীরাধা বিশাখাকে বলিলেন—হে সখি ! ঐহার বক্ষঃস্থল বিস্তীর্ণ-ইন্দ্রনীলমণি-কবাটিকার ত্রায় মনোহর, ঐহার অর্গলসদৃশ বাহুদ্বয় কন্দর্প-পীড়িত যুবতীগণের মনস্তাপ-বিনাশে সমর্থ, এবং চন্দ্র, চন্দন, নীলোৎপল ও কর্পূরের অপেক্ষাও সুশীতল ঐহার অঙ্গ, সেই মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ আমার বক্ষঃস্থলের স্পৃহা বর্দ্ধিত করিতেছেন । ১০

হরিগুণিকবাটিকা-প্রততহারি-বক্ষঃস্থলঃ—হরিংবর্ণ মণিদ্বারা (ইন্দ্রনীলমণি দ্বারা) নির্মিত কবাটিকায় (কবাটের) ত্রায় প্রতত (বিস্তীর্ণ) এবং হারি (মনোহর) বক্ষঃস্থল ঐহার ; শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থল কবাটের ত্রায় প্রশস্ত এবং তাহার বর্ণও ইন্দ্রনীলমণির বর্ণের ত্রায় নীল এবং মনোহর ; তাই তাহার সহিত ইন্দ্রনীলমণি-নির্মিত কবাটের তুলনা করা হইয়াছে । স্মরার্ত্ততরুণীমনঃকলুষহন্তৃদোরর্গলঃ—স্মর (কন্দর্প, কাম) তদ্বারা আর্ত (পীড়িত) তরুণীগণের (যুবতীগণের) মনের (চিত্তের) যে কলুষ (তাপ, সন্তাপ), তাহার হন্তা (হরণকারী) যে দোঃ (বাহ), তরুণ অর্গল আছে ঐহার ; শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলকে কবাটের তুল্য বলিয়া তাঁহার বাহুকে সেই কবাটের অর্গল তুল্য বলা হইয়াছে ; এই অর্গল সদৃশ বাহুদ্বয় কামবাণধিরা তরুণীদের মনস্তাপ—কামপীড়াজনিত সন্তাপ দূর করিতে সমর্থ । (পূর্ববর্তী ৬৬ ত্রিপদীর টীকা দ্রষ্টব্য) ।

সুধাংশুহরিচন্দনোৎপলসিতাব্রশীতাজকঃ—সুধাংশু (চন্দ্র), হরিচন্দন (উত্তম চন্দন), উৎপল (পদ্ম) এবং সিতাব্র (কর্পূর) হইতেও শীত (শীতল—স্নিগ্ধ) অঙ্গ ঐহার ; ঐহার অঙ্গসমূহ চন্দ্র, চন্দন, নীলোৎপল এবং কর্পূর অপেক্ষাও স্নিগ্ধ ও শীতল । সেই শ্রীকৃষ্ণ—ঐহার দর্শনে স্বয়ং মদন পর্যন্ত মোহিত হইয়া যায়, সেই শ্রীকৃষ্ণ—আমার (শ্রীরাধার) বক্ষঃস্পৃহাকে—বক্ষঃস্বারা তাঁহার মনোহর ও সুবিশালবক্ষকে আলিঙ্গন করার নিমিত্ত আমার বাসনাকে—বর্দ্ধিত করিতেছেন ।

প্রভু কহে—কৃষ্ণ মুণ্ডি এখনি পাইলুঁ ।
 আপনার দুর্দৈবে পুন হারাইলুঁ ॥ ৬৯
 চঞ্চল স্বভাব কৃষ্ণের, না রয় একস্থানে ।
 দেখা দিয়া মন হরি করে অন্তর্ধানে ॥ ৭০

তথাহি (ভাঃ—১০২৯৪৮)—
 তাসাং তৎ সৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ ।
 প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ১১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

তৎসৌভগেন মদম্ অস্বাধীনতাম্ । মানং গর্ষম্ । কেশবঃ কঞ্চ ঈশশ্চ তৌ বশয়তীতি তথা সং । স্বামী । ১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

৬৯ । এখনি পাইলুঁ—রাস-লীলার আবেশে সমুদ্রতীরস্থ উত্তানে যে প্রভু শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন পাইয়াছিলেন, সেই কথাই বলিতেছেন ।

দুর্দৈবে—দুর্ভাগ্যবশতঃ ।

৭০ । করে অন্তর্ধানে—দৃষ্টির অগোচর হয়েন ।

রাসহলী হইতে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের প্রমাণরূপ নিম্নোদ্ধৃত “তাসাং তৎসৌভগমদমিত্যাদি” শ্লোকটীদ্বারা এই পর্যায়োক্তির প্রমাণ দিতেছেন ।

শ্লো। ১১ । অন্বয় । কেশবঃ (কেশব—শ্রীকৃষ্ণ) তাসাং (সেই গোপীদিগের) তৎ (সেই) সৌভগমদং (সৌভাগ্যের গর্ষ) মানং চ (এবং মান) বীক্ষ্য (দেখিয়া) প্রশমায় (গর্ষের প্রশমন) প্রসাদায় (এবং মানের প্রশমতা বিধানের নিমিত্ত) তত্র এব (সেই স্থানেই) অন্তরধীয়ত (অন্তর্ধান প্রাপ্ত হইলেন) ।

অনুবাদ । শ্রীকৃষ্ণ সেই গোপীগণের সৌভাগ্য-গর্ষ এবং মান দেখিয়া তাঁহাদের গর্ষের প্রশমন এবং মানের প্রশমতা বিধানের নিমিত্ত সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন । ১১

শারদীয় মহারাসের প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের সহিত কিছুক্ষণ বিলাসাদি করিলেন ; পরে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার সহিত বিলাসাদির সৌভাগ্য লাভ করাতে গোপীদের চিতে গর্ষ ও মানের (প্রণয়-মানের) উদয় হইয়াছে ; তাই এই গর্ষ-প্রশমনের এবং মান-প্রসাদনের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ অকস্মাৎ রাসহলী হইতে অন্তর্হিত হইলেন । তাহাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে ।

সৌভগমদং—সৌভগের (সৌভাগ্যের) মদ (গর্ষ) । রাসহলীতে শ্রীকৃষ্ণ সকল গোপীর সহিতই একভাবে বিলাসাদি করিতেছিলেন । কাহারও প্রতি কোনওরূপ বিশেষত্ব প্রথমতঃ দেখাইতেছিলেন না ; তাহা দেখিয়া গোপীদের মধ্যে সর্বমুখ্যতমা শ্রীমতী বৃষভানুন্দিনীর চিতে ঈর্ষ্যার উদয় হইল, তিনি মানিনী হইলেন । “সাধারণ প্রেম দেখি সর্বত্র সমতা । রাধার কুটিল প্রেম হইল বামতা ॥ ২৮৮৩ ॥”

আর অল্প গোপীগণ—যাঁহারা প্রেম-পারিপাকাদিতে শ্রীরাধা অপেক্ষা ন্যূনা, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভের সৌভাগ্যে তাঁহাদের চিতে গর্ষের সঞ্চার হইল । “সর্বত্র ভগবতঃ সাধারণ্যেনৈব রমণাং যা সর্বমুখ্যতমা বৃষভানুকুমারী সা সহসোদ্ভবদীর্ঘা কষায়িতাক্ষী মানিনী বভূব ; ততো ন্যূনা অত্যাঃ সৌভাগ্যগর্ষবত্যো বভূবুঃ—চক্রবর্তী ।” অল্প গোপীদের গর্ষের হেতু এই যে, তাঁহাদের প্রত্যেকেই মনে করিয়াছিলেন—“শ্রীকৃষ্ণ কেবলমাত্র আমার সঙ্গেই বিলাসাদি করিতেছেন,—অহমেব অনেন রমিতা ইতি (শ্রীসনাতন গোস্বামী)—অল্প কাহারও সঙ্গে এরূপ বিলাসাদি করিতেছেন না” ; এইরূপ মনোভাবের ফলেই তাঁহাদের চিতে স্বীয় সৌভাগ্যের জ্ঞানজনিত গর্ষের উদয় হইয়াছিল । শ্রীকৃষ্ণ এই গোপীদের গর্ষ এবং শ্রীরাধার মান—প্রণয়মান বীক্ষ্য—বিশেষরূপে দেখিয়া গোপীদের গর্ষের প্রশমায়—প্রশমনের নিমিত্ত এবং শ্রীরাধার মানের প্রসাদায়—প্রশমতা বিধানের নিমিত্ত সেই রাসহলীতেই অন্তর্ধান প্রাপ্ত হইলেন—অকস্মাৎ অদৃশ্য

স্বরূপগোমাঞিকে কহে—গাও এক গীত।

যাতে আমার হৃদয়ের হয়ে ত সংবিত ॥ ৭১

শুনি স্বরূপগোমাঞি তবে মধুর করিয়া।

গীতগোবিন্দের পদ গায় প্রভুকে শুনাঞা ॥ ৭২

তথাহি গীতগোবিন্দে (২৩)—

রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসম্ ।

স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসম্ ॥ ১২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

বিহিতবিলাসং বিবিধরূপেণ কৃতঃ বিলাসঃ যেন তম্ ; চক্রবর্তী । ১২।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হইয়া গেলেন—কোন্ দিক্ দিয়া কোথায় গেলেন, তাহা কেহই দেখিতে পাইলেন না। শ্রীকৃষ্ণ সেই রাত্রিতে রাস-লীলার নিমিত্তই সংকল্প করিয়াছিলেন ; কিন্তু গোপীদের গৰ্জ ও মান তিরোহিত না করিলে রাসলীলা সম্ভব হইত না। কারণ, লোক যখন গৰ্জের বশীভূত হইয়া থাকে, তখন তাহার স্বাধীন স্বচ্ছন্দ সহজ ভাব থাকে না ; গৰ্জের দ্বারাই তখন সে লোক চালিত হইতে থাকে ; কিন্তু ব্রজসুন্দরীদের স্বাধীন স্বচ্ছন্দ সহজ ভাব না থাকিলে তাঁহাদের সঙ্গে রাসবিলাস সিদ্ধ হইতে পারে না—রাসরসের সম্যক স্ফূরণ হইতে পারে না—“মদং বীক্ষ্য তন্তু প্রশমায় অত্থা স্বাধীনত্বাভাবেন নিজ-প্রেষ্ঠরাস-বিলাসাসিদ্ধিঃ—বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী।” তাই তাঁহাদের গৰ্জ প্রশমনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রয়াস। আর মানসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, শ্রীরাধাই হইলেন রাসলীলার প্রধান সহায়, তিনিই রাসেশ্বরী ; তিনি যদি মানবতী হইয়া বাম্য-বক্রভাব ধারণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও স্বচ্ছন্দ সহজ ভাবে তিনি রাসক्रीড়ায় যোগ দিতে পারিবেন না, শ্রীকৃষ্ণের অভিলষিত কেলি-আদিতেও তিনি বাম্যভাব প্রকাশ করিবেন ; তাই রাসলীলা সিদ্ধির নিমিত্ত তাঁহারও প্রসন্নতা সম্পাদন আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি মানবতী হইয়াছিলেন—অন্যগোপী অপেক্ষা বিশিষ্ট ব্যবহার তিনি পাইতেছিলেন না বলিয়া। শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন তাঁহাকে লইয়া। তাহাতেই—অন্য সকলকে ত্যাগ করিয়া একমাত্র তাঁহাকে লইয়া অন্তর্হিত হওয়াতেই—তাঁহার প্রতি বিশিষ্টতা প্রকাশ পাইল ; অন্তর্ধানের পরেও অবশ্য আরও অনেক বিশিষ্ট বিশিষ্ট রহোলীলা সম্পাদিত হইয়াছিল, যাহা হইতে শ্রীরাধিকা অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহাকেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রেমসী-শিরোমণি বলিয়া মনে করেন।

কেশবঃ—কেশান্ বয়তে সংস্করোতীতি—চক্রবর্তী। কেশ-সংস্কার করিয়া দেন যিনি, তিনি কেশব। কেশ-প্রসাধনাদি দ্বারা মানবতী শ্রীরাধার প্রসন্নতা বিধানের নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ চাতুর্য আছে, কেশব-শব্দে (রাধাপক্ষে) ইহাই সূচিত হইতেছে। আবার, কেশৌ ব্রহ্মরূপে বয়তে প্রশান্তীতি কেশবঃ—যিনি ব্রহ্মা এবং রুদ্রকেও শাসন করিয়া থাকেন, তিনি কেশব—(শ্রীপাদবলদেববিজ্ঞানভূষণ) ॥” যিনি ব্রহ্মা-রুদ্রাদিকেও শাসন করিয়া থাকেন, গোপীদের গৰ্জ-প্রশমন রূপ কার্য যে তাঁহার পক্ষে অনায়াস-সাধ্য, কেশব-শব্দে (অন্য গোপীদের পক্ষে) তাহাই সূচিত হইতেছে।

৭০-পর্যায়োক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

৭১। যাতে—যে গীত শুনিলে।

সংবিত—চেতন, জ্ঞান ; বিরহ-দুঃখের অবসান ; সুখ।

৭২। গীত গোবিন্দের—শ্রীগীতগোবিন্দ নামক গ্রন্থের। পরবর্তী “রাসে হরিমিহ” ইত্যাদি পদ স্বরূপ-দামোদর কীর্তন করিয়াছিলেন।

শ্লো। ১২। অম্ময়। ইহ রাসে (এই মহা রাসে) বিহিতবিলাসং (যিনি বিবিধরূপে বিলাস করিয়া ছিলেন, সেই) কৃতপরিহাসং (কৃতপরিহাস—পরিহাসবিশারদ) হরিং (শ্রীকৃষ্ণকে) মম মনঃ (আমার মন) স্মরতি (স্মরণ করিতেছে)।

স্বরূপগোসাঞি যবে এই পদ গাইলা ।
উঠি প্রেমাবেশে প্রভু নাচিতে লাগিলা ॥ ৭৩
অষ্ট সাঙ্গিক অঙ্গে প্রকট হইল ।
হর্ষাদি ব্যভিচারী সব উথলিল ॥ ৭৪

ভাবোদয় ভাবসন্ধি ভাবশাবল্য ।
ভাবে ভাবে মহাযুদ্ধ,—সভার প্রাবল্য ॥ ৭৫
একেক পদ পুনঃপুন করায় গায়ন ।
পুনঃপুন আশ্বাদয়ে বাঢ়য়ে নর্তন ॥ ৭৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

অনুবাদ । শ্রীরাধিকা তাঁহার সখীকে বলিলেন—এই মহারাসে—যিনি বিবিধরূপে বিলাস করিয়াছিলেন, সেই কৃতপরিহাস (পরিহাসবিশারদ) শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে আমার মন স্মরণ করিতেছে । ১২

ইহ রাসে—এই রাসলীলায় । **বিহিতবিলাসং—**বিহিত (কৃত হইয়াছে) বিলাস (বিহার) যাঁহা কর্তৃক ; যিনি বিবিধরূপে—অশেষবিশেষে—লীলাবিলাস করিয়াছেন । **কৃতপরিহাসং—**কৃত হইয়াছে পরিহাস (নন্দ-রহস্তাদি) যাঁহা কর্তৃক ; রাস-সময়ে ব্রজযুবতীদিগের সহিত আলাপাদিতে যিনি নন্দ-পরিহাসাদির চরমপটুতা প্রদর্শন করিয়াছেন । সেই **হরিং—**হরিকে, আমাদের সর্বচিত্তহরণকারী, প্রণমন-হরণকারী শ্রীকৃষ্ণকে আমার মন স্মরণ করিতেছে, তাঁহার রূপ-গুণ-লীলা-মাধুর্য্যাদির কথা আমার মনে জাগ্রত হইতেছে । ৩।১৫।৭৬ পয়ারের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য ।

সম্পূর্ণপদটি পরবর্তী ৭৬ পয়ারের টীকায় উদ্ধৃত হইয়াছে ।

৭৩। স্বরূপদামোদরের গীতে “রাসে হরিমিহ” ইত্যাদি পদে রাসমণ্ডলস্থিত নৃত্যবিলাস-পরায়ণ শ্রীকৃষ্ণের চিত্রই প্রকটিত হইয়াছিল ; তাই এই পদ শুনিয়াই প্রভু আবার রাধাভাবে আবিষ্ট হইলেন, এবং সম্ভবতঃ রাধাভাবেই নিজেকে রাসস্থলীতে উপস্থিত মনে করিয়া প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন ।

৭৪। **অষ্ট সাঙ্গিক—**সুভ, যেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বৈবৰ্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয়, এই অষ্ট সাঙ্গিক ভাব । ২।২।৬২ ত্রিপদীর টীকা দ্রষ্টব্য । **হর্ষাদি-ব্যভিচারী—**হর্ষাদি তেত্রিশটি ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব । ২।৮।১৩৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য । **উথলিল—**উথিত হইল ; প্রকট হইল ।

এই পয়ার হইতে বুঝা যাইতেছে যে, রাধাভাবাবিষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজে রাসস্থলীতে উপস্থিত হইয়া শ্রীরাধাভাবে রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গস্থ উপভোগ করিতেছেন ; তাহাতেই অষ্ট-সাঙ্গিক এবং হর্ষাদি ব্যভিচারী ভাবসমূহের উদগম হইয়াছে । সমস্ত ভাবের উদয়ের কথায় বুঝা যায় যেন প্রভুতে মাদনাখ্য মহাভাবের উদয় হইয়াছিল ।

৭৫। **ভাবোদয়—**সাঙ্গিকাদি ভাবের উদয় । **ভাব-সন্ধি—**সমান কিম্বা বিভিন্ন দুইটি ভাবের মিলনকে ভাব-সন্ধি বলে । **ভাব-শাবল্য—**ভাবসমূহের পরস্পর সম্মর্দনকে ভাবশাবল্য বলে । ২।২।৫৪ ত্রিপদীর টীকায় সন্ধি ও শাবল্যের লক্ষণ এবং ২।২।৫৮ ও ২।২।৬০ ত্রিপদীর টীকায় তাহাদের দৃষ্টান্ত দ্রষ্টব্য । **ভাবে ভাবে মহাযুদ্ধ—**ভাব-শাবল্য । প্রত্যেক ভাবই যেন অণু ভাবসমূহকে পরাজিত করিয়া স্থায়ী প্রবলতা খ্যাপন করিতে উদ্যত । **সভার প্রাবল্য—**সকল ভাবই প্রবল । ইহাতেও মাদনাখ্য-মহাভাবই স্ফুটিত হইতেছে । ২।২।৫৪ ত্রিপদীর টীকা দ্রষ্টব্য ।

৭৬। **একেক পদ—**“রাসে হরিমিহ” ইত্যাদি ধূয়াযুক্ত শ্রীগীতগোবিন্দের পদসমূহের প্রত্যেক পদ । গীত-গোবিন্দ হইতে পদগুলি নিয়ে উদ্ধৃত হইল :—“সঞ্চরদধর-সুধা-মধুর-ধ্বনি-মুখরিত-মোহন-বংশম্ । বলিত-দৃগঞ্চল-চঞ্চল-মৌলি-কপোল-বিলোল-বতঃসম্ ॥ রাসে হরিমিহ বিহিত-বিলাসম্ । স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসম্ ॥ ধ্রুবম্ ॥ চন্দ্রক-চারু-ময়ূর-শিখণ্ডক-মণ্ডল-বলয়িত-কেশম্ । প্রচুর-পুৰন্দর-ধনুরনুরজিত-মেঘর-মুদির-সুবেশম্ । গোপকদম্ব-নিতম্ববতী-মুখচুষ্মন-লম্বিত-লোভম্ । বন্ধুজীব-মধুরাধর-পল্লবমুল্লসিত-স্নিতশোভম্ ॥ বিপুল-পুলকভুজ-পল্লব-বলয়িত-বল্লব-যুবতি-সহস্রম্ । কর-চরণোরসি-মণিগণ-ভূষণ-কিরণ-বিভিন্ন-তমিষ্ম ॥ জলদ-পটল-বলদিন্দু-বিনন্দক-চন্দন-তিলক-ললাটম্ । পীন-পয়োধর-পরিসর-মর্দন-নির্দয়-হৃদয়-কবাটম্ ॥ মণিময়-মকর-মনোহর-কুণ্ডল-মণ্ডিত-গণ্ডমুদারম্ । পীতবসনমল্লগত-মুনি-মল্লজ-

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

সুরাসুর-বর-পরিবারম্ ॥ বিশদ-কদম্বতলে মিলিতং কলিকলুষভয়ং শময়ন্তম্ । মামপি কিমপি তরঙ্গদনকদম্বা মনসা রময়ন্তম্ ॥—শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণ যে ভাবে বনে বিহার করিতেছিলেন, অত্যাচ্ছ গোপীদের সঙ্গেও সেই ভাবেই বিহার করিতেছেন দেখিয়া ঈর্ষ্যার উদয়ে শ্রীরাধা সেই স্থান ত্যাগ করিয়া এক লতাকুঞ্জে গিয়া বসিলেন এবং সেই স্থানে তাঁহার সখীর নিকটে অতিদীনার ত্রায় মনের অতি গোপন-কথা এইভাবে প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন—“সখি, ষাঁহার সুধাময় অধর-ফুৎকারে মোহন-বংশী মধুর-ধ্বনিতে মুখরিত, ইত্যন্ততঃ কটাক্ষ-বিক্ষেপে ষাঁহার মুকুট চঞ্চল এবং ষাঁহার কপোলদেশে কুণ্ডল দোহুল্যমান, যিনি মহারাসে নানাভাবে বিহার করিয়াছিলেন এবং কত রকমে পরিহাসাদিও করিয়াছিলেন, আমার মন সেই প্রাণমনোহরণকারী শ্রীকৃষ্ণকেই স্মরণ করিতেছে । কেশদাম অর্দ্ধচন্দ্রাকারে সজ্জিত ময়ূরপুচ্ছ দ্বারা বেষ্টিত থাকায় যিনি বিশাল ইন্দ্রধনুদ্বারা অনুরঞ্জিত (সুশোভিত) নব-জলধরের শোভা ধারণ করিয়াছিলেন, গোপ-নিতম্বিনীদের মুখচুষনের লোভে যিনি প্রলুদ্ধ, ষাঁহার বাঙ্গুলীফুলের ত্রায় অরুণ এবং মধুর অধর-পল্লব মূহুরাহ্মে উল্লসিত এবং সুশোভিত, ষাঁহার বিপুল পুলকান্বিত পল্লববৎ অকোমল ভুজদ্বয়ে সহস্র বল্লব-যুবতী আলিঙ্গনাবদ্ধ, ষাঁহার কর, চরণ ও বক্ষের মণিময়-ভূষণের কিরণচ্ছটায় সমস্ত অন্ধকার অপসারিত, ষাঁহার ললাটস্থিত চন্দন-তিলক জলদ-পটল-বেষ্টিত চন্দ্রকেও নিন্দিত করে, ষাঁহার হৃদয়-কবাট রমণীগণের পীন-পয়োধরের পরিসর-মর্দন-বিষয়ে নির্দয়ের তুল্য, ষাঁহার কপোল-দেশ মণিময় মকরাকৃতি কুণ্ডলে পরিশোভিত ; মুনি, মানব, সুর ও অসুরকুলের শ্রেষ্ঠ পরিজনবর্গ (সুন্দরীগণ) ষাঁহার পীতবসনের আনুগত্য করেন ; ফুলকুসুম-শোভিত কদম্বতরুতলে মিলিত হইয়া চাটুবাফাদ্বারা প্রেম-কলহ হইতে উদ্ভূত ক্রেশাদি যিনি প্রশমিত করেন এবং অনঙ্গ-তরঙ্গায়িত দৃষ্টি এবং মনের দ্বারা যিনি আমারই চিত্ত-বিনোদন করেন, সেই প্রাণ-মনোহারী শ্রীকৃষ্ণকেই আমার মন স্মরণ করিতেছে ।”

যে ঘটনার পরে মানবতী হইয়া শ্রীরাধা লতাকুঞ্জে বসিয়া উল্লিখিতরূপে স্বীয় সখীর নিকটে নিজের মনের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন, সেই ঘটনাটি সংঘটিত হইয়াছিল বসন্তকালে । “বিহরতি হরিরিহ সরস-বসন্তে । নৃত্যতি যুবতিজনে সমং সখি বিরহিজনস্ত ছুরন্তে ॥ গীতগোবিন্দ । ১।২৮ ॥” এই “সরস-বসন্তে” বিহার-সময়েই শ্রীরাধা লক্ষ্য করিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ সকল গোপীর সহিতই সমান ব্যবহার করিতেছেন, শ্রীরাধার সহিত তাঁহার ব্যবহারের কোনও বৈশিষ্ট্যই নাই ; ইহা লক্ষ্য করিয়াই শ্রীরাধা মানবতী হইয়া ক্রীড়াশূল ত্যাগ করিয়া কোনও লতাকুঞ্জে প্রবেশ করিলেন । “বিহরতি বনে রাধা সাধারণপ্রণয়ে হরৌ বিগলিতনিজোৎকর্ষাদীর্ঘ্যাবশেন গতাততঃ । কচিদপি লতাকুঞ্জে গুঞ্জমধুরতমঙলী-মুখরশিখরে লীনা দীনাপ্যবাচ রহঃ সখীম্ ॥ গীতগোবিন্দ । ২।১ ॥” শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামীও শ্রীল রায়-রামানন্দের মুখে এ কথাই প্রকাশ করিয়াছেন । “শতকোটি গোপীসঙ্গে রাসবিলাস । তার মধ্যে এক মূর্তি রহে রাধাপাশ ॥ সাধারণ প্রেম দেখি সর্বত্র সমতা । রাধার কুটিল প্রেম হইল বামতা ॥ ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেলা মান করি । তাঁরে না দেখিয়া ব্যাকুল হইলা শ্রীহরি ॥ ২।৮।৮২-৮৪ ॥” “সরস-বসন্তে” বিহারাদির পরে শ্রীরাধা অন্তর্হিত হইয়া গেলে শ্রীকৃষ্ণের যে অবস্থা হইয়াছিল, গীতগোবিন্দের “কংসারিরপি সংসার-বাসনাবদ্ধ-শৃঙ্খলাম্ ।” ইত্যাদি (৩।১) এবং “ইত্যন্ততস্তামত্মসত্য রাধিকাম্”-ইত্যাদি (৩।২)-শ্লোকে তাহা বর্ণিত হইয়াছে । এই শ্লোকদ্বয়ের মর্ম্ম উন্মোচন করিতে যাওয়াই রায়-রামানন্দ উল্লিখিতরূপ কথা বলিয়াছেন । এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ “গোপীগণের রাসনৃত্য মঙলী ছাড়িয়া । রাধা চাহি বনে ফিরে বিলাপ করিয়া ॥ ২।৮।৮০ ॥” এই সমস্ত উক্তি হইতে স্পষ্টই জানা যায়—“সরস বসন্তে” রাসলীলার কথা—বসন্ত-মহারাসের কথাই—বলা হইতেছে । এই বসন্ত-মহারাসমুগ্ধী ছাড়িয়াই শ্রীরাধা লতাকুঞ্জে আশ্রয় নিয়াছিলেন । সেই লতাকুঞ্জে বসিয়া দীনভাবাপন্ন শ্রীরাধা স্বীয় সখীর নিকটে বলিয়াছেন—যিনি রাসে নানাভাবে বিহার করিয়াছিলেন এবং নানাবিধ পরিহাস-বাক্যাদি প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমার মন সেই হরির কথাই স্মরণ করিতেছে । “রাসে হরিমিহ বিহিত-

এইমত নৃত্য যদি হৈল বহুক্ষণ ।
 স্বরূপগোসাঞি পদ কৈল সমাপন ॥ ৭৭
 ‘বোল বোল’ বলি প্রভু কহে বারবার ।
 না গায় স্বরূপগোনাঞি শ্রম দেখি তাঁর ॥ ৭৮
 ‘বোল বোল’ প্রভু কহে ভক্তগণ শুনি ।
 চৌদিগে সবে মিলি করে হরিধ্বনি ॥ ৭৯

রামানন্দরায় তবে প্রভুকে বসাইল ।
 বীজনাদি করি প্রভুর শ্রম যুগাইল ॥ ৮০
 প্রভু লঞা গেলা সবে সমুদ্রের তীরে ।
 স্নান-করাইয়া পুন লঞা আইলা ঘরে ॥ ৮১
 ভোজন করাঞা প্রভুকে করাইল শয়ন ।
 রামানন্দ-আদি সবে গেলা নিজস্থান ॥ ৮২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

বিলাসমিত্যাদি ।” এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে—শ্রীরাধা এহলে কোন্ রাসের কথা বলিতেছেন ? শ্রীগীতগোবিন্দ-বর্ণিত বসন্ত মহারাসের কথা ? না কি শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত শারদীয়-মহারাসের কথা ? প্রকরণ-বলে বসন্ত-মহারাসের কথাই বলা হইতেছিল বলিয়া মনে হয় ; বসন্ত-মহারাসস্থলী হইতেই শ্রীরাধিকার অন্তর্ধান হইয়াছিল । বিশেষতঃ, “রাসে হরিমিহ”-বাক্যের “ইহ”-শব্দেও যেন তাহারই সমর্থন পাওয়া যায় ।

কিন্তু শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দের বালবোধিনীটীকাকার শ্রীপাদ পূজারী-গোস্বামী “রাসে হরিমিহ”-বাক্যের টীকায় লিখিয়াছেন—“রাসে শারদীয়ে কৃতঃ পরিহাসঃ যেন তম্ ।” তাঁহার টীকা হইতে বুঝা যায়, শারদীয় মহারাস-বিলাসী শ্রীকৃষ্ণের কথাই শ্রীরাধা বলিয়াছেন । বসন্ত-মহারাসে এবং শারদীয়-মহারাসে শ্রীরাধা-সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহারের পার্থক্যের কথা চিন্তা করিলে শারদীয়-মহারাসের কথা শ্রীরাধার মনে পড়া অস্বাভাবিক নহে । শারদীয় মহারাসে শ্রীকৃষ্ণ অথ গোপীদের অজ্ঞাতসারে গোপনে শ্রীরাধাকে লইয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন এবং অন্তর্হিত হইয়া নানাবিধ রহোলীলা সম্পাদন করিয়া এবং নানাবিধ পরিহাস-বাক্যাদি প্রকাশ করিয়া শ্রীরাধার প্রতি আদরের আধিক্য প্রকাশ করিয়াছিলেন । শারদীয়-মহারাসে শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহারে শ্রীরাধা-সম্বন্ধে অপূর্ব বৈশিষ্ট্যই প্রকাশ পাইয়াছে । কিন্তু বসন্ত-মহারাসে এই জাতীয় বৈশিষ্ট্যের অভাব ; বৈশিষ্ট্যের অভাবে মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া যিনি রাসস্থলী ত্যাগ করিয়া নিভৃত লতাকুঞ্জে আশ্রয় নিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে শারদীয় মহারাসে তাঁহার সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব বৈশিষ্ট্যের কথা চিন্তা করা স্বাভাবিক । কিন্তু উপরে উদ্ধৃত শ্লোকগুলির মধ্যে শারদীয়-মহারাসেরই পরিচায়ক কোনও বিশেষ উক্তি দৃষ্ট হয় না ।

কোন কোন গ্রন্থে “একেক পদ” স্থলে “সেই পদ” পাঠ আছে ; এহলে “সেই পদ” বলিতে “রাসে হরিমিহ” ইত্যাদি পদকেই বুঝায় ।

করায় গায়ন—স্বরূপদামোদরকে আদেশ করিয়া গান করান । বাঢ়য়ে নর্তন—নৃত্য বৃদ্ধি হয়, আনন্দাধিক্যবশতঃ । “করেন নর্তন” পাঠান্তরও আছে ।

৭৭। পদ কৈল সমাপন—পদকীর্তন শেষ করিলেন অর্থাৎ গীত বন্ধ করিলেন, প্রভুর শ্রম জানিয়া আবেশ ছুটাইবার উদ্দেশ্যে ।

৭৮। না-গায়—প্রভুর আদেশ সত্ত্বেও স্বরূপ-দামোদর আর গান করিলেন না । শ্রম দেখি তাঁর—নৃত্যাদিতে প্রভুর অত্যন্ত পরিশ্রম হইতেছে ; আরও কীর্তন করিলে প্রভু আরও নৃত্য করিবেন ; তাতে প্রভু আরও ক্লান্ত হইবেন, এ সমস্ত ভাবিয়া ।

৭৯। করে হরিধ্বনি—প্রভুর ভাব-সম্বরণের উদ্দেশ্যে উচ্চস্বরে হরিধ্বনি করিলেন । অথবা, প্রভুর আনন্দ দেখিয়া আনন্দে সকলে হরিধ্বনি করিলেন ।

৮০। বীজনাদি—ব্যজন করিয়া দেহের উত্তাপ দূর করিলেন, এবং অঙ্গের ঘাম মুছিয়া দিলেন, প্রভুর গা টিপিয়া দিলেন ; ইত্যাদি প্রকারে শ্রম দূর করিলেন ।

৮২। নিজস্থান—নিজ নিজ বাসায় ।

এই ত কহিল প্রভুর উদ্যানবিহার ।
 বৃন্দাবনভ্রমে যাহাঁ প্রবেশ তাঁহার ॥ ৮৩
 প্রলাপসহিত এই উন্মাদবর্ণন ।
 শ্রীরূপগোসাঁঞি ইহা করিয়াছে বর্ণন ॥ ৮৪
 তথাহি স্তবমালায়াং প্রথম-চৈতন্যষ্টকে (৬)
 পয়োরশেষ্তীরে ক্ষুরদুপবনালিকলনয়া
 মূহুরন্দারণ্যস্মরণজনিতপ্রেমবিবশঃ ।
 কচিং কৃষ্ণাবুত্তিপ্ৰচলরসনো ভক্তিরসিকঃ

স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোধ্যাশ্রুতি পদম্ ॥ ১৩
 অনন্ত চৈতন্যলীলা, না যায় লিখন ।
 দিগ্ভ্রাত্রে দেখাইয়া করিয়ে সূচন ॥ ৮৫
 শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
 চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৮৬
 ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে উদ্যান-
 বিহারো নাম পঞ্চদশপরিচ্ছেদঃ ॥ ১৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

পয়োরশে: সমুদ্রস্থ তীরে তীরোপান্তভূমৌ ক্ষুরদুপবনালিকলনয়া কৃত্রিম-বনসমূহদর্শনহেতুভূততয়া স্বকৃষ্ণাবুত্ত্যা শ্রীকৃষ্ণ নামোচ্চারণবৃত্তিভূতয়া প্রচলা চঞ্চলা রসনা জিহ্বা যন্ত সং: চক্রবর্তী ॥ ১৩

গৌর-কৃপা-ভরদ্বীপী টীকা ।

৮৪। শ্রীরূপগোস্বামী তাঁহার স্তবমালা নামক গ্রন্থে মহাপ্রভুর এই উদ্যান-বিহারের কথা বর্ণন করিয়াছেন ; সেই বর্ণনা দেখিয়াই গ্রন্থকার গ্রন্থে তাহা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন । শ্রীরূপ গোস্বামীর শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে—“পয়োরশেষ্তীরে” ইত্যাদি ।

শ্লো। ১৩। অন্তঃ । কচিং (কোনও সময়ে) পয়োরশে: (সমুদ্রের) তীরে (তীরে) ক্ষুরদুপবনালিকলনয়া (সুন্দর উপবন-সমূহ দর্শন করিয়া) মূহঃ (বারম্বার) বৃন্দারণ্যস্মরণজনিত-প্রেমবিবশঃ (যিনি বৃন্দাবন-স্মরণজনিত প্রেমে বিবশ হইয়াছিলেন) কৃষ্ণাবুত্তিপ্ৰচলরসনঃ (পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণনাম উচ্চারণে যাহার রসনা চঞ্চল হইয়াছিল) ভক্তিরসিকঃ (ভক্তিরসিক) সং: (সেই) চৈতন্যঃ (শ্রীচৈতন্য) পুনঃ অপি কিং (পুনরায় কি) মে (আমার) দৃশঃ (নয়নের) পদং যাস্ততি (পথগোচর হইবেন) ?

অনুবাদ । কোনও সময়ে যিনি সমুদ্রতীরে উপবন-শ্রেণী দেখিয়া বৃন্দাবন স্মরণ-জনিত প্রেমে বারম্বার বিবশ হইয়াছিলেন, পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণ-নাম-উচ্চারণে যাহার রসনা চঞ্চল হইয়াছিল, সেই ভক্তিরসিক শ্রীচৈতন্য কি পুনরায় আমার নয়ন-গোচর হইবেন ? ১৩

পয়োরশে:—পয়ঃ (জল), তাহার রাশি (সমূহ), তাহার ; যাহাতে অপরিমিত জল থাকে, সেই সমুদ্রের তীরে—ক্লে ক্ষুরদুপবনালিকলনয়া—ক্ষুরং (শোভমান, সুন্দর) উপবনের (উদ্যানের) আলির (শ্রেণীর), কলনদ্বারা (দর্শনদ্বারা) ; সমুদ্রের তীরে যে কৃত্রিম উদ্যান-শ্রেণী শোভা পাইতেছিল, তাহা দর্শন করিয়া মূহঃ—পুনঃ পুনঃ বৃন্দারণ্যস্মরণ-জনিতপ্রেমবিবশঃ—যিনি বৃন্দারণ্যের (বৃন্দাবনের) স্মরণজনিত প্রেমদ্বারা বিবশ (বিহ্বল) হইয়াছিলেন ; সমুদ্রতীরস্থিত উপবনের দর্শনে যাহার চিত্তে যুনাতিরবর্তী বৃন্দাবনের স্মৃতি উদ্দীপিত হইয়াছিল এবং বৃন্দাবনের স্মৃতি উদ্দীপিত হওয়াতেই যিনি পুনঃ পুনঃ প্রেমে বিহ্বল হইয়াছিলেন এবং কৃষ্ণাবুত্তি-প্রচলরসনঃ—কৃষ্ণের আবুত্তিদ্বারা (পুনঃ পুনঃ উচ্চারণদ্বারা) প্রচল (চঞ্চল) হইয়াছিল রসনা (জিহ্বা) যাহার ; পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণনামাদির উচ্চারণ করার ফলে যাহার জিহ্বা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, ভক্তিরসিকঃ—ভক্তিরস-রসিক, ভক্তের প্রেমরস-নির্যাসের আশ্বাদনের নিমিত্ত লালসায়ুক্ত, ভক্তের প্রেমরসনির্যাস-আশ্বাদনপরায়ণ সেই শ্রীচৈতন্য-দেবকে পুনরায় দর্শন করার সৌভাগ্য কি আমার হইবে ?

সমুদ্রতীরস্থিত উদ্যানকে যে মহাপ্রভু বৃন্দাবন বলিয়া ভ্রম করিয়াছিলেন, পূর্ববর্তী ২৬-২৭ পয়ায়ে তাহা বলা হইয়াছে এবং তৎপূর্ববর্তী পয়ার-শ্লোক-ত্রিপদী-আদিতে, কৃষ্ণ-রূপ-গুণ-লীলাদির কথায় প্রভুর রসনা-চাঞ্চল্যের এবং প্রেমবৈবশ্যের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে । এসমস্ত বিবরণ যে সত্য, তাহার প্রমাণরূপেই শ্রীরূপগোস্বামিকৃত এই শ্লোকটি গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে ।

৮৫। দিগ্ভ্রাত্রে—দিগ্‌দর্শনরূপে ; অতি সংক্ষেপে । করিয়ে সূচনা—সূচনা করি ; ইঙ্গিতে জ্ঞাপন করি ।